Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৩

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

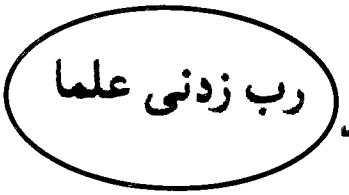

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٧ عدد:٣، شوّال و ذوالقعدة ١٤٢٤هـ/دسمبر ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ সেনেগালের রাজধানী ডাকারের একটি জামে মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	৩য় সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ	১৪২৪ হিঃ
অগ্রহায়ণ -পৌষ	১৪১০ বাং
ডিসেম্বর	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৫ম কিস্তি) ০৩
    - মূলঃ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
    অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - মুহাম্মাদী আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীর ০৮
    - আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
  - সাংস্কৃতিক আগ্রাসন *-ডাঃ ফারূক বিন আব্দুল্লাহ* ১৩
  - হেদায়াত শুধু অহি-র বিধানে *-যহুর বিন ওছমান* ১৫
  - মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ *- রফীক আহমাদ* ১৮
- মহিলা ছাহাবীঃ ২২
  - হযরত ফাতেমা (রাঃ)
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ২৬
  - সেদিনের বিজয়, আজকের পরাজয়
    -মাস'উদ আহমাদ
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ২৭
  - পরিণামদর্শী ক্রীতদাস
- চিকিৎসা জগৎঃ ২৮
  - হার্ট অ্যাটাকের কারণ ও প্রতিকার
    -ডাঃ মুহাম্মাদ আবু ছিদ্দীক
- কবিতাঃ ২৯
- মহিলা পাতাঃ ৩১
  - পর্দাঃ নারী মর্যাদার অন্যতম উপায়
    -শাহীদা বিনতে তসীরুদ্দীন
- ক্ষেত-খামারঃ
  - ফলের চাষঃ যে পথে আয় ৩৫
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

Contents

বিসামল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

হে আল্লাহ! সৎ ও সাহসী নেতা দাও

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক (৭.৯.২০০৩ইং) রি পোর্ট অনুযায়ী পরপর তিন বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বের সেরা দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে হ্যাট্রিক করেছে। যা সারা বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বর্তমানে দেশব্যাপী ছেয়ে গেছে। লোমহর্ষক খবর পড়তে পড়তে এখন আর কোন কিছুই লোমহর্ষক বলে মনে হয় না। গত রামাযানে 'ক্লীনহার্ট অপারেশন' চালু থাকার ফলে যেখানে মানুষ নিশ্চিন্তে বাজার-ঘাট করেছে ও নিশ্চিন্তে নিজ ঘরে ঘুমাতে ও ইবাদত করতে পেরেছে, এবছরের রামাযানে সেখানে একই পরিবারের ৪ জনকে ও অন্যস্থানে ১১ জনকে স্ব স্ব গৃহে জীবন্ত পুড়িয়ে কয়লা করা হয়েছে এবং অন্যত্র ঘুমন্ত অবস্থায় ৫ জনকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। সর্বোচ্চ অপরাধের হিসাবের সাথে অন্যান্য অপরাধের অনুমান করা খুবই সহজ। আগামী বছরের জুন মাসের পর যে আন্তর্জাতিক হিসাব আসবে, সেখানেও বাংলাদেশ পুনরায় দুর্নীতিতে বিশ্বে এক নম্বর হবে, এটা একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

কিন্তু আমরা কি কেবল দুঃখ করেই ক্ষান্ত হব? আমরা কি কখনোই এসবের প্রতিকারের কোন সক্রিয় ব্যবস্থা নেব না? দেশে কি সৎ ও যোগ্য লোক বলে কেউ নেই? তারা কেন আজ দূরে? অথবা ভিতরে থেকেও তারা কেন কাজ করতে পারছে না? এর জবাব আমরা দু'ভাবে দিতে পারি। ১- পদ্ধতিগত কারণে মেধাসম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য লোকেরা প্রশাসন ও সামাজিক নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকেন। একই কারণে ভেতরকার সৎ ও যোগ্য লোকেরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। ২- আদর্শগত কারণে যোগ্য লোকেরা সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন।

প্রথমোক্ত কারণটির বাস্তবতা হ'ল এদেশের প্রচলিত দলীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। আগে রাজনীতি পরিচালিত হ'ত জনকল্যাণে। এখন সেটা হয় আত্মকল্যাণে ও দলকল্যাণে। জনগণের খেদমত করার একটা পবিত্র প্রেরণা ছিল রাজনীতিকদের হৃদয়ে, কথায় ও কাজে। ফলে রাজনীতিকগণ ছিলেন জনগণের সেবক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টগণ ছিলেন জনগণের চোখের মণি। তাদের আগমনের খবর পেলে মানুষ ছুটে যেত হৃদয়ের টানে। কিন্তু এখন তাদের গাড়ী বহর যেতে দেখলে মানুষ নানা মন্তব্য করে। রেডিওতে তাদের ভাষণ হ'লে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। একদিন হরতালে দেশের ৪৫০ কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়। অথচ রাজনীতিকরা জনগণের কল্যাণে হরতাল ডাকার মত মিথ্যাচার করেই চলেছেন অহরহ। গাড়ী ভাঙ্গা ও জ্বালাও-পোড়াও নীতির এই হরতালের নাম এখন লোকেরা দিয়েছে 'ভয়তাল'।

দ্বিতীয় কারণটির বাস্তবতা এই যে, মানবতার সুউচ্চ আদর্শ, যা মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে, তা থেকে আমরা বহু দূরে ছিটকে পড়েছি। একজন মানুষ তার বংশ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা দলীয় পরিচয় যাই হৌক না কেন, সবার উপরে সে একজন মানুষ। আল্লাহ্‌র নিজ হাতে গড়া প্রিয় সৃষ্টি সে। তাকে অসম্মান করা মানে আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টিকে অসম্মান করা। প্রত্যেক মানুষ একই আদম-হাওয়ার সন্তান হিসাবে অন্য মানুষের ভাই। এই আদর্শ চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে। রামাযানের পবিত্র দিনে রাজধানীর বুকে শত শত মানুষ ও পুলিশের সামনে একজন তরতাজা তরুণকে আরেকদল মানুষ পিটিয়ে হত্যা করছে আর হিংস্র উল্লাস করতে করতে নির্বিবাদে চলে যাচ্ছে। যে মরল সে একজন মানুষ, সে এক স্নেহশীল বাপ-মায়ের কলিজার টুকরা সন্তান, সে তার ভাই-বোনের অতি আদরের ধন। পেটের তাকীদে বা অসৎ সংসর্গে কিংবা দলীয় নেতার নির্দেশের বা কোন চক্রান্তের শিকার নিরপরাধ তরুণ সে। কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে তার বড় পরিচয় সে মানুষ। সে মার খেতে খেতে বারবার কাকুতি-মিনতি করে মানুষের নিকটে মানবতা ভিক্ষা করছিল। কিন্তু তার অন্তিম বাসনা ও করুণ আকুতি ঐ মানুষ নামধারী হায়েনাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। রাজধানীর মতিঝিলের ব্যস্ততম সড়কের উপরে এক হোণ্ডারোহীকে সন্ত্রাসীরা হোণ্ডার তেল ঢেলে দিয়ে হোণ্ডা সমেত তার আরোহীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল। সে বারবার আগুন থেকে বেরিয়ে বাঁচতে চাচ্ছিল। আর ঐ হিংস্র শ্বাপদেরা তাকে লাথি মেরে আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। একসময় তার দেহটি পুড়ে কংকাল হয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা চলে গেল উল্লাস করতে করতে। ক্যামেরাবন্দী ছবি পত্রিকায় দেখে মানুষ আঁৎকে উঠেছে। কিন্তু আঁৎকে ওঠেনি মানুষরূপী ঐ দ্বিপদ জীবগুলি যারা এ নৃশংস কাজটি করল। আঁৎকে উঠেনি প্রশাসন, যাদের দায়িত্ব ছিল মানুষটিকে তার মানবিক মর্যাদায় আসীন করার। মাত্র কয়দিন আগে একটি সিটি কর্পোরেশনের অভিজাত হোটেলে নিয়মিত দেহ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য স্থানীয় ছেলেরা অনুরোধ করতে গেলে হোটেল মালিক ও পুলিশের যোগসাজশে ঐ আদর্শবান তরুণগুলি এখন হাজত বাস করছে। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলি হ'ল 'বিচ্যুত আচরণ তত্ত্বে'র বহিঃপ্রকাশ। মানুষের দুনিয়াবী স্বার্থ যখন প্রবল হয়, তখন সে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয় এবং সে হিংস্রতম পশুর চাইতে নিম্নস্তরে চলে যায় *(আ'রাফ ১৬, ত্বীন ৪, আ'রাফ ১৭৯)*। বস্তুবাদী রাজনীতির মূল স্পিরিট হ'ল 'দুনিয়া'। যাকে হাদীছে মৃত লাশের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাকে শকুনের দল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

Farrie Heady নামক জনৈক গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডের আমলারা প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টান দর্শন এবং চীনের আমলারা কনফুসিয়াস ধর্ম দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে ঐসব দেশে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি খুবই কম। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের আমলারা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের অনুসারী হওয়ায় তাদের শতকরা ৮০ ভাগ দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত'। একইভাবে এদেশের রাজনৈতিক ও আমলাদের পেশাগত বিশ্ব দর্শন বা Professional Worldview নিতান্তই অস্পষ্ট। 'ইসলাম' সম্পর্কেও তাদের ধারণা একেবারেই শিশুসুলভ। এসবের বাইরে যারা দু'চারজন থাকেন, জাতীয় রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মত ক্ষমতা তাদের নেই। শক্তিশালী লুটেরাদের অসহায় দর্শক হিসাবে অথবা তাদের সেফগার্ড হিসাবে কিংবা সরকারের বা প্রশাসনের সততার প্রতীক হিসাবে তাদেরকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র।

তাহ'লে দেশকে দুর্নীতির পঙ্ক থেকে উদ্ধারের উপায় কি? নিশ্চয়ই উপায় রয়েছে এবং সেটি আমাদের ঘরেই রয়েছে। আর সেটি হ'ল আখেরাত ভিত্তিক জীবন দর্শনে উজ্জীবিত হওয়া। নেতা হই বা কর্মী হই আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ হৌক আখেরাতের লাভ-লোকসান ভিত্তিক। যেকাজে জান্নাত লাভ হবে, সেকাজ করব, যেকাজে জান্নাত হারাতে হবে, সে কাজ করব না, এটাই হৌক আমাদের দিক দর্শন। আমার রাজনীতি, আমার অর্থনীতি, আমার সার্বিক জীবন নীতির মূল দর্শন হৌক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। তা করতে গেলে যাবতীয় শয়তানী বাধা ও ত্বাগূতী লোভ-লালসা ও চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রকে দলিত-মথিত করে আপোষহীনভাবে এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখ পানে। ঘুষের অর্থ, মদিরার আকর্ষণ, সুন্দরীর দুর্নিবার চকিত চাহনি সবই ম্লান হয়ে যাবে জান্নাতের সুগন্ধি লাভের দুর্নিবার আকাংখার সম্মুখে। বৃটেনের কোন লিখিত সংবিধান নেই। তারা চলছে যুগ যুগ ধরে তাদের স্ব স্ব বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে লালন করে। আমরাও চলতে পারি আমাদের স্ব স্ব ধর্ম দর্শনকে বুকে ধারণ করে।

অতএব এদেশের মানুষের যুগ যুগ ধরে লালিত ইসলামী দর্শন অনুযায়ী দেশ পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হৌন। আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি পরিচালনা করুন। আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়নে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। হে আল্লাহ আমাদের সৎ, যোগ্য ও সাহসী নেতা দাও- আমীন! (স.স)।

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৫ম কিস্তি)

নারীদের সুগন্ধি মেখে পুরুষদের মাঝে গমনাগমনঃ

আজকাল আতর, সেন্ট, স্নো, পাউডার ইত্যাদি নানা প্রকার সুগন্ধি মেখে নারীরা ঘরে-বাইরে পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করছে। অথচ মহানবী (ছাঃ) এ বিষয়ে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ-

'পুরুষরা গন্ধ পাবে এমন উদ্দেশ্যে আতর মেখে কোন মহিলা যদি পুরুষদের মাঝে গমন করে তাহ'লে সে একজন ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে'।[১]

অনেক মহিলা তো এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন কিংবা তারা বিষয়টিকে লঘুভাবে গ্রহণ করছে। তারা সেজেগুজে সুগন্ধি মেখে ড্রাইভারের সাথে গাড়ীতে উঠছে, দোকানে যাচ্ছে, স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু শরী'আতের নিষেধাজ্ঞার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করছে না। নারীদের বাইরে গমনকালে শরী'আত এমন কঠোরতা আরোপ করেছে যে, তারা সুগন্ধি মেখে থাকলে নাপাকী হেতু ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوْجَدَ رِيْحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ-

'যে মহিলা গায়ে সুগন্ধি মেখে মসজিদের দিকে বের হয় এ জন্য যে, তার সুবাস পাওয়া যাবে, তাহ'লে তার ছালাত তদবধি গৃহীত হবে না যে পর্যন্ত না সে নাপাকীর নিমিত্ত ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে'।[২]

হাটে-বাজারে, যানবাহনাদিতে, নানা ধরণের মানুষের সমাবেশে তথা সর্বত্র মহিলারা যে সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনী আতর, সেন্ট, আগর, ধূনা, চন্দনকাঠ ইত্যাদি নিয়ে যাতায়াত করছে তার বিরুদ্ধে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সকল অভিযোগ। আল্লাহ্‌র নিকটে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের উপর ক্রুদ্ধ না হন। অপগণ্ড নর-নারীর কাজের জন্য সৎ লোকদের ধৃত না করেন এবং সবাইকে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে পরিচালিত করেন। আমীন!

মাহরাম আত্মীয় ছাড়া স্ত্রীলোকের সফরঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَتُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ-

'কোন মহিলা স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম এমন কোন আত্মীয়কে সাথে না নিয়ে যেন ভ্রমণ না করে'।[৩]

এই নির্দেশ সকল প্রকার সফরের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য; এমনকি হজ্জের সফরের ক্ষেত্রেও। মাহরাম কোন পুরুষ তাদের সাথে না থাকলে দুশ্চরিত্রের লোকদের মনে তাদের প্রতি কুচিন্তা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এভাবে তারা তাদের পিছু নিতে পারে। আর নারীরা তো প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল। তারা তাদের মান, ইযযত, আব্রু নিয়ে সামান্যতেই বিব্রত বোধ করে। এমতাবস্থায় দুষ্টলোকেরা তাদের পিছু নিলে বাধা দেয়া বা আত্মরক্ষামূলক কিছু করা তাদের জন্য কষ্টকর তো বটেই।

অনেক মহিলাকে বিমান কিংবা অন্য কোন যানবাহনে উঠার সময় বিদায় জানাতে দু'একজন মাহরাম নিকটজন হাযির থাকে, আবার তাকে স্বাগত জানাতেও এমন দু'একজন হাযির থাকে। কিন্তু পুরো সফরে তার পাশে থাকে কে? যদি বিমানে কোন ত্রুটি দেখা দেয় এবং তা অন্য কোন বিমান বন্দরে অবতরণে বাধ্য হয়, কিংবা নির্দিষ্ট বিমান বন্দরে অবতরণে বিলম্ব ঘটে তাহ'লে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে? ট্রেন, বাস, স্টীমার প্রভৃতি সফরেও এরূপ ঘটনা হর-হামেশা ঘটে। তখন কী যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝিয়ে বলা কষ্টকর। সুতরাং সাথে একজন মাহরাম পুরুষ থাকা একান্ত দরকার, যে তার পাশে বসবে এবং আপদে-বিপদে ও উঠা-নামায় সাহায্য করবে।

মাহরাম হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। যথা- মুসলমান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া ও পুরুষ হওয়া। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

.. أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا-

'মহিলার পিতা, তার পুত্র, তার স্বামী, তার ভাই অথবা তার কোন মাহরাম পুরুষ তার সঙ্গে থাকবে'।[৪]

---

* প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।
** সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১. আহমাদ ৪/৪১৮; ছহীহুল জামে' হা/১০৫।
২. আহমাদ ২/৪৪৪; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৩।
৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৫ 'হজ্জ' অধ্যায়।
৪. মুসলিম ২/৯৭৭ পৃঃ।

অনাত্মীয়া মহিলার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতঃ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ-

'হে নবী! আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নীচু করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত আছেন' *(নূর ৩০)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, زِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ 'চোখের যিনা দৃষ্টিপাত'।[৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সব স্ত্রীলোককে দেখা হারাম করে দিয়েছেন তাদেরকে দেখা হ'ল চোখের যিনা। তবে শারঈ অনুমোদন রয়েছে এমন সব প্রয়োজনে তাদের প্রতি তাকানো যাবে এবং যতটুকু দেখা দরকার তা দেখা যাবে। যেমন বিবাহের জন্য কনে দেখা ও ডাক্তার কর্তৃক রূগিণীকে দেখা নিষিদ্ধ নয়।

পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও বেগানা পুরুষের পানে কুমতলবে তাকাতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ-

'হে নবী! আপনি বিশ্বাসী রমণীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নীচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে' *(নূর ৩১)*।

অনুরূপভাবে পুরুষের সতর পুরুষের দেখা এবং নারীর সতর নারী কর্তৃক দেখাও হারাম। আর যে সতর দেখা জায়েয নেই তা স্পর্শ করাও জায়েয নেই। এমনকি কোন আবরণ যোগে হ'লেও জায়েয নেই।

কিছু লোক শয়তানী খেলায় মত্ত হয়ে পত্র-পত্রিকা ও সিনেমার ছবি দেখে থাকে। তাদের দাবী, 'এসব ছবির কোন বাস্তবতা নেই। সুতরাং এগুলি দেখলে দোষ হবে না'। অথচ এগুলির ক্ষতিকর এবং যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রভাব খুবই স্পষ্ট। সুতরাং এগুলিও যে হারাম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দাইয়ূছী বা পর্দাহীনতাঃ

যে নারী বা পুরুষ পর্দা মানে না তাকে 'দাইয়ূছ' বলা হয়। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبِيْثَ-

'তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। লাগাতার শরাব পানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ, যে নিজ পরিবারের মধ্যে বেহায়াপনাকে জিইয়ে রাখে'।[৬]

আমাদের যুগে পর্দাহীনতার নিত্যনতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। বাড়ীতে কন্যা কিংবা স্ত্রীকে একজন বেগানা পুরুষের পাশে বসে আলাপ করতে দেখেও বাড়ীর কর্তা পুরুষটি কিছুই বলেন না। বরং তিনি যেন এরূপ একাকী আলাপে খুশীই হন। মহিলাদের কোন বেগানা পুরুষের সাথে একাই বাইরে যাওয়াও দাইয়ূছী বা পর্দাহীনতা। ড্রাইভারের সাথে অনেক স্ত্রীলোককে এভাবে একাকী বাইরে যেতে দেখা যায়।

আবার ফিল্ম কিংবা যে সকল পত্রিকা পরিবেশকে কলুষিত করে ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায় সেগুলি আমদানী করা এবং বাড়ীতে স্থান দেয়াও দাইয়ূছী। সুতরাং এসব হারাম থেকে আমাদের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

পালক সন্তান গ্রহণ ও নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করাঃ

কোন মুসলমানের জন্য স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া শরী'আতে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে এক গোত্রের লোক হয়ে নিজকে ভিন গোত্রের লোক বলে দাবী করাও জায়েয নয়। বস্তুগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকে এভাবে অপরকে নিজের পিতা হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। সরকারী তালিকায় তাদের মিথ্যা বংশ পরিচয় তুলে ধরে। শৈশবে যে পিতা তাকে ত্যাগ করেছে তার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অনেকে লালন-পালনকারীকে পিতা বলে ডাকে। কিন্তু এসবই হারাম। এর ফলে নানাক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা দেয়। যেমন মাহরাম পুরুষ, মীরাছ, বিয়ে-শাদী ইত্যাদির বিধানে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। হযরত সা'দ ও আবু বাকরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ-

'জেনে শুনে যে নিজ পিতা-ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, তার উপর জান্নাত হারাম'।[৭]

যে সকল নিয়ম ও কাজ বংশকে অর্থহীন করে তোলে কিংবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে শরী'আতে এগুলি সবই হারাম। কেউ আছে, স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বাঁধলে একেবারে দিশাহীন হয়ে তার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আনয়ন করে এবং নিজ সন্তানের পরিচয় অস্বীকার করে; অথচ সে ভালমতই জানে যে, সন্তানটি তারই ঔরসে জন্ম নিয়েছে। আবার অনেক মহিলা আছে, যারা স্বামীর আমানতের খেয়ানত করে

৫. বুখারী, ফাতহুল বারী ১১/২৬ পৃঃ।

৬. আহমাদ ২/৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৩০৪৭।

৭. বুখারী, ফাৎহুল বারী ৮/৪৫।

অন্যের দ্বারা গর্ভবতী হয় এবং সেই জারযকে স্বামীর বৈধ সন্তান হিসাবে তার বংশভুক্ত করে দেয়। এসবই হারাম। এ বিষয়ে কঠোর তিরস্কার উচ্চারিত হয়েছে। লি'আনের আয়াত উচ্চারিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْئٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ-

'যে মহিলা কোন সন্তানকে এমন কোন গোত্রভুক্ত করে দেয় যে আসলে ঐ গোত্রভুক্ত নয়, আল্লাহ্‌র নিকট তার কোনই মূল্য নেই এবং আল্লাহ তাকে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ জেনে শুনে নিজ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করবে আল্লাহ তার থেকে পর্দা করে নিবেন এবং পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।[৮]

সূদ খাওয়াঃ

আল্লাহ তা'আলা সূদখোর ব্যতীত আর কারোও বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হ'তে যুদ্ধের ঘোষণা শোন' *(বাক্বারাহ ২৭৮-২৭৯)*।

আল্লাহ্‌র নিকট সূদ খাওয়া যে কত মারাত্মক অপরাধ তা অনুধাবনের জন্য উক্ত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট। সূদবৃত্তি দারিদ্র্য মন্দা, ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, বেকারত্ব, বহু কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াপনা ইত্যাদির ন্যায় কত যে জঘন্য ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঠেলে দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষক মাত্রই অনুধাবন করা সক্ষম। প্রতিদিনের ঘাম ঝরানো শ্রমের বিনিময়ে যা অর্জিত হয়, সূদের অতলগহ্বর পূরণেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। সূদের ফলে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ব্যাপক সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা সূদীকারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৮. *আবুদাউদ ২/৬৯৫; মিশকাত হা/৩৩১৬।*

সূদী কারবারে মূল দু'পক্ষ, মধ্যস্থতাকারী, সহযোগিতাকারী ইত্যাকার যারাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যবানীতে অভিশপ্ত। জাবির (রাঃ) বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী।[৯]

এ কারণেই সূদ লিপিবদ্ধ করা, উহার আদান-প্রদানে সহায়তা করা, সূদী দ্রব্য গচ্ছিত রাখা ও উহার পাহারাদারীর কাজে নিযুক্ত হওয়া জায়েয নেই। মোটকথা, সূদের কাজে অংশগ্রহণ ও যে কোনভাবে তার সাহায্য-সহযোগিতা করা হারাম।

নবী করীম (ছাঃ) এই মহাঅপরাধের কদর্যতা ফুটিয়ে তুলতে বড়ই আগ্রহী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ-

'সূদের ৭৩টি দ্বার বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সহজতর স্তর হ'ল, নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমতুল্য। আর সবচেয়ে কঠিনতম স্তর হ'ল, মুসলিম ব্যক্তির মানহানি'।[১০]

আব্দুল্লাহ বিন হানযালা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً-

'জেনে শুনে কোন লোকের সূদের এক টাকা ভক্ষণ করা ৩৬ বার ব্যভিচার করা থেকেও কঠিন'।[১১]

সূদ ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার জন্য হারাম। সবাইকে তা পরিহার করতে হবে। কত ধনিক-বণিক যে এই সূদের কারণে দেউলিয়া হয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সূদের সর্বনিম্ন ক্ষতি হ'ল, মালের বরকত উঠে যাবে, পরিমাণে তা যতই স্ফীত হৌক না কেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ-

'সূদ পরিমাণে যতই বেশী হৌক পরিণামে তা স্বল্প হয়ে দাঁড়ায়'।[১২]

৯. *মুসলিম ৩/১২১৯।*
১০. *মুস্তাদরাক হাকিম ২/৩৭ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৩৩।*
১১. *আহমাদ ৫/২২৫ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৭৫।*
১২. *হাকিম ২/৩৭ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৪২।*

যেমন করে শয়তান দুনিয়াতে তার স্পর্শে কাউকে পাগল করে দেয়, তেমনি পাগল হয়ে সূদখোর ব্যক্তি হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে। যদিও সূদের লেনদেন গুরুতর অন্যায় তবুও মহান রাব্বুল আলামীন দয়াপরবশ হয়ে বান্দাকে তা থেকে তওবার উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ-

'যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবে। তোমরা না অত্যাচার করবে, আর না অত্যাচারিত হবে' *(বাক্বারাহ ২৭৯)*।

মুমিনের অন্তরে সূদের প্রতি ঘৃণা এবং তার খারাপ দিকগুলি সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। এমনকি যারা টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়া কিংবা ধ্বংস হয়ে হওয়ার ভয়ে সূদী ব্যাংকে জমা রাখে, তাদের মধ্যেও নিতান্ত দায়েপড়া ব্যক্তির ন্যায় অনুভূতি থাকতে হবে, যেন তারা মৃত জীব ভক্ষণ কিংবা তার থেকেও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তাই তারা সব সময় আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সূদী ব্যাংকের বিকল্প সূদ বিহীন ভাল কোন উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করবে। তাদের আমানতের বিপরীতে সূদী ব্যাংকের নিকট সূদ দাবী করা জায়েয হবে না; বরং যদি সূদ তাদের হিসাবে তুলে দেওয়া হয়, তাহ'লে জায়েয উপায়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করবে, উহা দান করবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র বস্তু ছাড়া তিনি দানের স্বীকৃতি দেন না। নিজের কোন কাজে সূদের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। না পানাহারে, না পরিধেয়ে, না সওয়ারীতে, না বাড়ী-ঘর তৈরীতে, না পুত্র-পরিজন, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতার ভরণ-পোষণে, না যাকাত আদায়ে, না ট্যাক্স পরিশোধে, না নিজের উপর অন্যায়ভাবে আরোপিত অর্থ পরিশোধে। সূদের অর্থ কেবল আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে দায় মুক্তির জন্য এমনিতে কাউকে দিয়ে দিতে হবে।

বিক্রীত পণ্যের দোষ গোপন করাঃ

একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাজারের মধ্যে এক খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে আঙ্গুলে আর্দ্রতা ধরা পড়ল। তিনি বিক্রেতাকে বললেন, 'হে খাদ্য বিক্রেতা! ব্যাপার কি?' সে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! উহাতে বৃষ্টির পানি লেগেছে'। তিনি বললেন, 'তুমি উহা স্তূপের উপরিভাগে রাখলে না কেন? তাহ'লে লোকে দেখতে পেত। মনে রেখো যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৩]

আজকাল আল্লাহ্র প্রতি ভয়ভীতি শূন্য অনেক বিক্রেতাই ভাল পণ্যের সঙ্গে ত্রুটিযুক্ত কিংবা নিম্নমানের পণ্য মিশিয়ে বিক্রয় করে থাকে। কেউ কেউ ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলিকে গাইট কিংবা কন্টেইনারের নীচে রাখে। অনেকে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে নিম্নমানের দ্রব্যকে দেখা-দৃষ্টিতে উন্নতমানের করে তোলে। কেউ কেউ আবার পণ্য ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন করে নতুন মেয়াদকালের ছাপ মেরে দেয়। কোন কোন বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য নিরীক্ষণ ও যাচাই-বাছাই করতে দেয় না। মোটরগাড়ী, মেশিনারী যন্ত্রপাতি বিক্রেতাদেরও অনেকে রয়েছে, যারা ক্রেতাদের সামনে সেগুলির ত্রুটি ও অসুবিধা তুলে ধরে না।

উল্লিখিত পদ্ধতির সকল কেনা-বেচাই হারাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ-

'এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রয় করা বৈধ নয়। হাঁ যদি সে তা তাকে বলে বিক্রয় করে, তবে বৈধ হবে'।[১৪]

অনেকে প্রকাশ্য নিলামে দ্রব্য বিক্রয়কালে 'এটা অমুক জিনিস' 'এটা অমুক জিনিস' এতটুকু বলেই অব্যাহতি পেতে চায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোহার রড বিক্রেতা বলে 'এটা লোহার গাদা...'এটা লোহার গাদা' ইত্যাদি। কিন্তু গাদার মধ্যে যে ত্রুটি আছে তা বলে না। তার এই বিক্রয় বরকতশূন্য হয়ে দাঁড়াবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا-

'দৈহিকভাবে পৃথক কিংবা বিক্রয় প্রস্তাব ও গ্রহণে মতান্তর না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই বিক্রয় কার্যকর করার কিংবা বাতিল করার অধিকার থাকে। যদি তারা সত্য বলে ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয়। আর যদি দু'জনে মিথ্যা বলে ও পণ্য বা মুদ্রার দোষ গোপন করে, তবে তাদের কেনা-বেচার বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'।[১৫]

দালালীঃ

এমন অনেক লোক আছে যাদের পণ্য কেনার মোটেও ইচ্ছা নেই। কিন্তু অন্য লোকে যাতে ঐ পণ্য বেশী দামে কিনতে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য পণ্যের পাশে ঘুরাঘুরি করে ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে দাম বলতে থাকে। এটাই প্রতারণামূলক দালালী। এতে আসল ক্রেতাগণ ভাবে, পণ্যটির দাম আসলেই বেশী এবং আরও কিছু বেশী দাম না দিলে এই লোকটিই উহা

১৩. *মুসলিম ১/৯৯ পৃঃ।*

১৪. *ইবনু মাজাহ ২/৭৫৪ পৃঃ; ছহীহুল জামে' ৬৭০৫।*

১৫. *বুখারী, ফাতহুল বারী ৪/৩২৮ পৃঃ।*

নিয়ে যাবে। এভাবে দালালের খপ্পরে পড়ে সে অল্প দামের জিনিস বেশী দামে ও নিকৃষ্টমানের জিনিস উৎকৃষ্ট ভেবে খরীদ করে। পরে বুঝতে পারে যে, সে প্রতারিত হয়েছে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَتَنَاجَشُوْا– 'ক্রেতার ভান করে তোমরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিও না'।[১৬] এটা নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর প্রতারণা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيْعَةُ فِى النَّارِ– 'চালবাজী ও ধোঁকাবাজী জাহান্নামে নিয়ে যাব'।[১৭]

পশু বিক্রয়, নিলামে বিক্রয় ও গাড়ী প্রদর্শনীতে অনেক দালালকে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের আয়-রোযগার সবই হারাম। কেননা এই উপার্জনের সাথে নানা রকম অবৈধ উপায় জড়িয়ে আছে। যেমনঃ প্রতারণামূলক দাম বৃদ্ধি বা মিথ্যা দালালী, ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলা, বাজারে পণ্য নিয়ে আসছে এমন বিক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে পথিমধ্যেই তার পণ্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খরীদ করা ইত্যাদি।

অনেক সময় বিক্রেতারা একে অপরের জন্য দালাল সাঁজে কিংবা দালাল নিয়োগ করে। তারা ক্রেতার বেশে খরিদ্দারদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পণ্যের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তারা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ধোঁকা দেয় ও তাদেরকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে। যেসব দেশে নিলাম বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে, সেখানেই এরূপ দালালীর প্রবণতা বেশী দেখতে পাওয়া যায়।[১৮]

জুম'আর ছালাতের আযানের পরে কেনা-বেচাঃ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! জুম'আ দিবসে যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জ্ঞান রাখ' *(জুম'আ ৯)*।

অত্র আয়াতদৃষ্টে আলিমগণ আযান হ'তে ফরয ছালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচা ও অন্যান্য সকল কাজকর্ম হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক দোকানদারকে দেখা যায় তারা আযানের সময়ও নিজেদের দোকানে কিংবা মসজিদের সামনে কেনা-বেচা চালিয়ে যেতে থাকে। যারা এ সময় কেনা-কাটায় অংশ নেয়, তারাও তাদের সাথে পাপে শরীক হয়। এমনকি তুচ্ছ একটি মিসওয়াক কেনা-বেচা করলেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই তাতে গোনাহগার হবে। আলিমগণের জোরালো মতানুসারে এ সময়ের কেনা-বেচা বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনেক হোটেল, বেকারী, ফ্যাক্টরী, কলকারখানা ইত্যাদির লোকেরা জুম'আর ছালাতের সময় তাদের শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাতে বাহ্যতঃ তাদের কিছু লাভ দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি মোতাবেক আমল করা কর্তব্য- لاَطَاعَةَ لِبَشَرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّهِ– 'আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে কোন মানুষকে আনুগত্য করার কোনই সুযোগ নেই'।[১৯] *[চলবে]*

---

১৬. বুখারী, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৪ পৃঃ।

১৭. সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ্ হা/১০৫৪।

১৮. এদেশের সরকারী টেণ্ডার ক্রয়-বিক্রয়ে এক ধরনের দালালী লক্ষ্য করা যায়। কিছু ঠিকাদার নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে পণ্যের যথোচিৎ মূল্য না হেঁকে সবাই নূন্যতম দাম হাঁকে। ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ঐ দামেই বিক্রয় করে নতুবা টেণ্ডার বাতিল করে দেয়। অনেকে টেণ্ডারদাতার সঙ্গে যোগসাজশে নিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া দরপত্র দাখিল করে নিজের নামে তা করে নেয়। -অনুবাদক।

১৯. বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ১/১২৯ পৃঃ।

দেশী ও প্রবাসী দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি

আপনি কি পারেন না এমন সিদ্ধান্ত নিতে যে, আপনার দানটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে ব্যয়িত হৌক। ছহীহ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার দানটি 'গাছের চারা রোপনের ন্যায় দিনে দিনে প্রবৃদ্ধি' লাভ করুক। ফুলে-ফলে পল্লবিত ও সুশোভিত হৌক! তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপনাকে সেই পথ খুলে দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ আপনার দান আমাদের ঘোষিত লক্ষ্যেই যথাস্থানে ব্যয়িত হবে।

সর্বাধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন অর্থের। আপনার অর্জিত অর্থ হ'তে কিংবা ব্যাংকে রক্ষিত অলস টাকা উঠিয়ে এনে পরকালীন ব্যাংকে জমা করুন নিম্নোক্ত একাউন্টগুলিতে আপনি অর্থ প্রেরণ করুন ও আমাদেরকে জানিয়ে দিন।-

এ বছরে আমাদের প্রকল্প সমূহঃ

(১) একটি সর্বাধুনিক APPLE কম্পিউটার (প্রিন্টার-ইউপিএস সহ) আড়াই লক্ষ টাকা।

(২) ইমাম প্রকল্প (১ বছরের জন্য) তিন লক্ষ টাকা।

(৩) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকল্প (কুরআন, মিশকাত ও কুতুবে সিত্তাহ)। প্রারম্ভিক ব্যয় প্রথম বছরে ১০ লক্ষ টাকা।

[দ্রঃ ইতিমধ্যে উক্ত ফাণ্ডে যাঁরা দান পাঠিয়েছেন, তাঁদেরকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ হ'তে খাছ দো'আ ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। -সম্পাদক]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড
সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী,

মুহাম্মাদী আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীর

*আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়। শুরুতে বিদেশী 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' ভারতবর্ষের শাসনদন্ড হাতে নিলেও পরবর্তীতে ভারতের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে চলে যায়।

বৃটিশ বেনিয়ারা মুসলমানদের হাত থেকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই হরণ করেনি; বরং তাদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আগ্রাসন চালিয়ে তাদেরকে পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত করেছিল। ইংরেজ সরকার ১৭৯৩ সালে বাংলা ও বিহারে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা'র প্রবর্তন করে। ফলে প্রাচীন মুসলিম জমিদাররা জমিদারী হারায়। অন্যদিকে নব্য হিন্দু বাবু জমিদারদের উদ্ভব ঘটে। তাদের ছত্রছায়ায় দালাল, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা ইত্যাদি গ্রাম্য টাউট-বাটপার সৃষ্টি হয়। ওদিকে ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বৃটেন থেকে নতুনভাবে নীলকরদের আবির্ভাব ঘটে। নীলকররা নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে নীলকুঠি স্থাপন করে নির্যাতনের মুখে কৃষকদেরকে ধান চাষের বদলে নীল চাষে বাধ্য করে। নীলকর ও জমিদাররা নানাবিধ উপায়ে বাংলার কৃষককুলের উপর উৎপীড়ন চালাতে থাকে।

ইংরেজ সরকার, নীলকর, অত্যাচারী জমিদার ও তাদের সৃষ্ট বাহিনীর হাতে নির্যাতিত কৃষকগণ ধীরে ধীরে সংগঠিত হ'তে থাকে। ফলে ভারতে শুরু হয় বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের ধারা। জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষায় নিরীহ কৃষক সমাজের সহায়তায় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের পটভূমি রচনায় তার ভয়ংকর পরিণতিতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে। পরাধীন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, কারামাত বিদ্রোহ, ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী আন্দোলন, জিহাদ আন্দোলন ইত্যাদি প্রত্যেকটিতে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ কর্ণধার ও পথপ্রদর্শক হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন বিভিন্নভাবে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ফযিলা রহমান মহিলা কলেজ, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে যে ক'জন মহান বীর সেনানী ও অকুতোভয় বীর পুরুষের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের মধ্যে শহীদ তিতুমীরের নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

তিতুমীরের আসল নাম সৈয়দ নিছার আলী। তিতুমীর তাঁর ডাক নাম। কথিত আছে, তিনি বাল্যকালে জ্বরের মত অসুখে প্রায়ই ভুগতেন। তাঁর দাদী তাঁকে ঔষধী গাছ-গাছড়ার তিতা রস পান করাতে চাইলে, তিনি তা অবলীলাক্রমে পান করতেন। তাঁর দাদী মজা করে তাঁকে 'তিতামিয়া' বলে ডাকতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে পড়ে তিতুমীর।[১]

মীর নিছার আলী ওরফে তিতুমীর ১৭৮৬ সালে চব্বিশ পরগনা যেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর হায়দারপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী ও দৈহিক শক্তির অধিকারী দেশপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কুস্তী ও অস্ত্র চালনায় তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। অল্প বয়সে তিনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮২২ সালে তিতুমীর হজ্জ করতে মক্কায় যান। সেখানে ভারতে জিহাদ আন্দোলনের আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর নিকটে বায়'আত গ্রহণ করেন।[২]

উত্তর ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলে সৈয়দ আহমাদ পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলন' আর বাংলাদেশে তিতুমীরের 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই নামান্তর। ঐতিহাসিকগণ অনুদারতার কারণে Propaganda স্বরূপ ভারতের সংস্কার আন্দোলন সমূহকে 'ওহাবী' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। এর মূল সুর বাদক ছিলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার। তার রচিত 'Our Indian Muslmans' গ্রন্থ পাঠ করে এ দেশের ঐতিহাসিকগণ তার অন্ধানুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু আধুনিক যুগের স্বনামধন্য গবেষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' নামক গবেষণা গ্রন্থে বলিষ্ঠ প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, সৈয়দ আহমাদের জিহাদ আন্দোলন ও ভারতের দিকে দিকে পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন সমূহ আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিতুমীর যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন বীর সেনানী ছিলেন তার প্রমাণ মিলে উক্ত গ্রন্থে। যেমন- তিনি জিহাদ আন্দোলনে বাঙ্গালী কয়েদী, শহীদ ও গাযীদের তালিকায় মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তিতুমীরের

১. মোঃ কুতুব উদ্দিন, তিতুমীর (ঢাকাঃ বই ঘর), পৃঃ ২; আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর দ্রঃ।

২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারীঃ ৯৬), পৃঃ ৪১৭-১৮।

নাম উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।[৩]

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর সাথে তিতুমীরের মুক্তি আন্দোলনের যে একটা যোগসূত্র ছিল এবং তার মূল সুর যে একই সূত্রে গ্রথিত ছিল, তা কম-বেশী সকল লেখকগণই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী যে সর্বভারতীয় জিহাদের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই পরিকল্পনায় তিতুমীরের প্রত্যক্ষ অংশ ছিল। কলিকাতার গোপন বৈঠকে সর্বভারতীয় জিহাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাটনায় মুজাহিদগণের কেন্দ্রীয় রাজধানী ও প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক দফতর স্থাপন করা হয়। তাঁর সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার করা। দ্বিতীয়তঃ জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার হ'তে গরীব জনসাধারণকে মুক্ত করা এবং তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু এলাকা নিয়ে শোষণহীন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিলঃ

(ক) ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন (খ) পীর পূজা, কবর পূজা, মানত মানা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ করা (গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালন (ঘ) হিন্দু-মুসলিম কৃষককুলের ঐক্য স্থাপন এবং (ঙ) অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া।[৪] বলা বাহুল্য তিতুমীরের বক্তব্যের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল আদর্শই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পথিকৃত মাওলানা আব্দুল্লা-হেল কাফী আল-কুরায়েশী (রহঃ) তাঁর লিখিত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' পুস্তকে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর বাঙ্গালী শিষ্যমণ্ডলীর নামের তালিকায় মীর নিছার আলী তিতুমীরের নাম বর্ণনা করেছেন।[৫]

তিতুমীর নারকেলবাড়িয়া গ্রামে 'বাঁশের কেল্লা' স্থাপন করে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন; একথা বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু তিতুমীরের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও অনুসন্ধানের আগ্রহ বর্তমান শিক্ষিত সমাজ খুব একটা বোধ করে না। এদিক থেকে তিতুমীর খানিকটা উপেক্ষিত বলেই মনে হয়। সুখের বিষয় হ'ল, অধুনালুপ্ত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকার (১৯৭৯, ৩০শে মার্চ, ৭ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা) ৪৬ থেকে ৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিনয় ঘোষ রচিত 'তিতুমীর' এবং প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত রচিত 'নীল বিদ্রোহ' নামে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধদ্বয় থেকে কিছু তথ্য বক্ষমাণ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করতে চাই। যা ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করি।

৩. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩ ও ৪১৭-১৮।*
৪. *আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৭।*
৫. *আহলেহাদীছ পরিচিতি পৃঃ ৭৬।*

কলভিন লিখেছেন, নারকেলবাড়িয়ার কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'চাঁদপুর' গ্রামে তিতুমীরের বাস এবং সাধারণ মুসলমান চাষীর চেয়ে একটু ভাল অবস্থার কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রথম জীবনে তিতুমীর খুব দুঃসাহসী ছিলেন। পরবর্তীতে এক ধনিক রাজকুমারের সাথে মক্কায় যাওয়ার সুযোগ পান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বছর খানেক চুপচাপ থাকার পর ইসলাম ধর্ম প্রচারে ও ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রায় ৩০০/৪০০ শাগরেদ তৈরী করে ফেলেন। পোশাক ও চেহারায় সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল এবং তারা সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন *(অনুচ্ছেদ ৬)*। তাদের এই ধর্ম সংস্কারের গুরু ছিলেন সৈয়দ আহমাদ। তাদের বক্তব্য ছিল, কোন রকমের পৌত্তলিকতাপন্থী কুসংস্কারগ্রস্ত ধর্মাচারণের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই এবং এই সমস্ত কুসংস্কার প্রধানতঃ হিন্দু সমাজের দীর্ঘকাল সান্নিধ্যের ফলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে, যা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। সন্ধান করে জেনেছি, কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত সৈয়দ আহমাদের ধর্মাদর্শের অনুগামী। হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় এই ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যা করে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা, ইশতেহার প্রচারিত হয়েছে। সাধারণ লোকের মধ্যে সৈয়দ অথবা সৈয়দপন্থী তিতুমীরের এই ধর্ম সংস্কারের আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। কারণ মহররম উৎসব, ফয়তা (মৃত মুসলমানদের আত্মার কল্যাণার্থে ভোজ্যাদি দান সহ প্রার্থনা বিশেষ), পীর পূজা ইত্যাদি বিধর্মীর আচরণ বলে নিন্দিত হ'লেও সাধারণ মুসলমানদের কাছে তার মর্ম আদৌ বোধগম্য হ'ত না। সেই কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তিতুমীরের ধর্মসংস্কারের আহ্বান বিশেষ সাড়া জাগায়নি *(অনুচ্ছেদ ৮)*।

প্রধানতঃ তিতুমীরের দলের ধর্মসংস্কার আন্দোলন স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার জন্য কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে বলে জানিনা। স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা যারা সাধারণতঃ কোন রকমের নতুন আদর্শ বা ভাবধারার প্রচার পসন্দ করে না, তারা একটা সুযোগ পেয়ে অর্থাৎ একদল মুসলমান তিতুমীর ধর্ম প্রচার পসন্দ করছে না দেখে উভয় দলের মধ্যে বিবাদের প্ররোচনা দিতে থাকে। তারা মনে করেছিল, বিবাদ বাধিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত তারাই লাভবান হবে। কিন্তু তারা এতে সফল হয়নি।

নারকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের দলের জমায়েত হয় এবং সেখানেই তারা তাদের প্রধান ঘাঁটি তৈরী করে। তার কারণ এই গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন চাষী প্রিন্সিপাল রায়ত ময়েজুদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন তিতুমীরের ভক্ত। জমিদারদের উপর আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে তারা মযবূত ঘাঁটি তৈরী করেন। শান্তিপ্রিয় নিরীহ একদল চাষী হঠাৎ এ রকম ইংরেজ বিরোধী অভিযানের জন্য কেমন

করে উৎসাহিত হয়ে উঠল সে কথা ভাবলে বাস্তবিকই অবাক হ'তে হয় এবং তখন এই কথাই মনে হয় যে, একজন ধর্মগুরু বা ধর্ম সংস্কারের প্রভাব জনসাধারণের উপর কতদূর ব্যাপক ও গভীর হ'তে পারে।

তিতুমীরের বিদ্রোহকালের মধ্যেই জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী ও তাদের নায়েব, গোমস্তা, আমলা, কর্মচারী নিয়ে বেশ বড় একটা শোষক শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল গ্রাম্য সমাজে। তাদের প্রভুবৎ সহযোগী ছিল নীলকররা এবং তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করত বৃটিশ শাসকরা।

জমিদার, নীলকর, নায়েব, গোমস্তা, সরকার, পাইক, বরকন্দাজ, দারোগা, পুলিশ, মহাজন নিয়ে গ্রাম্য সমাজের সর্বগ্রাসী শোষক উপ-শোষক শ্রেণী ও বৃটিশ শাসক রাজদণ্ডাশ্রিতদের বিরুদ্ধেই ছিল তিতুমীরের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম।

তিতুমীর ছিলেন সৈয়দ আহমাদ শহীদের অনুগামী 'ওহাবী' আদর্শপন্থী। ওহাবীইজম বা ওহাবীবাদ হ'ল ইসলামের মধ্যে এমন একটি ধর্মগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদেশ ও উক্তির অকৃত্রিম ধারক বাহক মনে করতেন, ইসলামী আদর্শের কঠোর সংস্কারে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের ইতিহাসে এ রকম ধর্ম গোষ্ঠীর উদ্ভব আরব দেশে ওহাবীদের পূর্বেও ইসলামের সোনালী যুগ থেকে বিদ্যমান ছিল।

আসলে আরব দেশের আব্দুল ওয়াহ্হাব নন, আমাদের দেশের শাহ অলিউল্লাহই ইসলামের এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক। শাহ অলিউল্লাহ ও আব্দুল ওয়াহ্হাব সমসাময়িক সংস্কারক ছিলেন এবং অলিউল্লাহ হয়ত হিজাযে অধ্যয়নকালে আব্দুল ওয়াহ্হাবের ধর্মগুরুদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন, কিন্তু এমন কোন সঠিক প্রমাণ নেই যে তাঁরা কেউ কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আব্দুল ওয়াহ্হাবের মত অলিউল্লাহও প্রায় একই ধর্মমত পোষণ করতেন এবং উভয়েই ধর্মাদর্শের দিক থেকে অকৃত্রিম মূলধর্মাবলম্বী ছিলেন। উভয়েই ইসলাম ধর্মের মনোরম বাগিচা থেকে সমস্ত আগাছা, পরগাছা, জঞ্জাল, আবর্জনা নির্মূল করার পক্ষাপাতী ছিলেন। যেমন- আব্দুল ওয়াহ্হাবের মত অলিউল্লাহও ঘোর একত্ববাদী ছিলেন এবং 'শিরক' বা বহুদেবতাবাদের সঙ্গে কোন প্রকারে সংস্পর্শ সর্বতোভাবে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় মনে করতেন।

মোগল রাজশক্তির পতন এবং বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার পর যখন ভারতের মুসলমান সমাজের সর্বাত্মক সংকট ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠল; যখন দেখা গেল যে, মুসলমানরা কেবল পীর ফকীর গাযীর পূজা নয়, ওলাবিবি থেকে সত্য পীর, মানিক পীরের পর্যন্ত পূজা করছে, অসংখ্য পীরস্থান, দরগা ইত্যাদি গজিয়ে উঠেছে; যখন দেখা গেল যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতছাড়া হওয়ার ফলে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত-অপমানিত ও নতুন ইংরেজ রাজ্যের শত্রু বলে বিবেচিত হচ্ছে, অথচ মুহাররম, ফয়তা ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠান ঠিকই চলছে, তখন ভারতীয় অলিউল্লাহ অথবা আরবের আব্দুল ওয়াহ্হাবের মৌল ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান এবং বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আওয়াজ ভারতের ঐতিহাসিক পরিবেশে অবশ্যই প্রগতিশীল ছিল। কারণ তাঁদের বাহ্য ধর্মীয় পোষাকের অন্তরালে ছিল ইংরেজ রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং রাজছত্রাশ্রিত উপশাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান। কাজেই অলিউল্লাহবাদ বা ওয়াহাবিবাদের আন্দোলন যে তৎকালে একটা প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

শাহ অলিউল্লাহ্র সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয পিতার ধর্মাদর্শের উত্তরাধিকারী হন এবং সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমাদের ধর্মান্দোলন 'জিহাদ আন্দোলন' নামে খ্যাত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভুলক্রমে এই আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করেছেনঃ A remarkable disciple of Aziz was Sayyid Ahmad Brelobhy, Whose movement is generally known as that of the Mujahidin (holy warriars) and is erroneausly described in the British Indian Government Records as wahhabi'. (Aziz Ahmad).

মুখ্যত শিখদের বিরুদ্ধে এবং বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমাদের ধর্মযুদ্ধ আন্দোলনই হ'ল অলিউল্লাহ্র ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্রথম প্রত্যক্ষ সক্রিয় আন্দোলন এবং তাঁর ধর্ম সংস্কারের আদর্শকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রথম প্রচেষ্টা। এই মুজাহিদবৃন্দ একত্ববাদের আদর্শের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এই আন্দোলনের ফলে ক্রমে তাঁদের মধ্যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠনের (রিলিজিও পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন) বিকাশ হ'তে থাকে এবং দেশব্যাপী প্রচারের জন্য নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। গ্রাম হয় সংগঠনের মূল কেন্দ্র। ভারতে ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে এটাই হ'ল প্রথম ব্যাপক গণসংগ্রামের বা গণআন্দোলনের প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে (ফরিদপুর যেলা) হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার 'গণআন্দোলনে'র সঙ্গে সৈয়দ আহমাদ শহীদের 'জিহাদ আন্দোলন'-এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তিতুমীরের আন্দোলন ছিল শাহ অলিউল্লাহ, আবদুল আযীয ও সৈয়দ আহমাদ শহীদের 'জিহাদ আন্দোলন'-এর ধারানুগামী এবং সে জন্য সেই আন্দোলন ছিল অনেক বেশী 'মিলিট্যান্ট' বা সংগ্রামমুখী।

তিতুমীরকে কেবল বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ রূপে চিত্রিত করলে তাঁর বিদ্রোহ ও সংগ্রামের চরিত্রকে বিকৃত করা হয়। কারণ তিতুমীরের দলভুক্ত হাযার হাযার বিদ্রোহী মুজাহেদীনের আরো অমর কৃতির শ্রেণীরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তারা হ'ল বারাসাত, বাশিরহাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বস্বান্ত দরিদ্র চাষী, প্রধানতঃ তারা খাঁটি মুসলমান। ১৯৭৩ সালেও অর্থাৎ ১৪২ বছর পরেও

তাদের বংশধরদের চেনা যায়। তাদের বংশধরদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সেই সঙ্গে দারিদ্র্যও বেড়েছে। কিন্তু তিতুমীর নেই। তিতুমীরের সংগ্রাম সল্পকাল স্থায়ী হ'লেও, তার তাৎপর্য নানা দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী। সংগ্রামের নায়ক হিসাবে বিদ্রোহী সংগঠনের দক্ষতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। সরকারী রিপোর্টে নারকেলবাড়িয়ার সুসংহত জামা'আতের বর্ণনায় তা একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রোহীদের সংগ্রাম পারদর্শিতাও সরকারী দলীলপত্রে স্বীকৃত। হাতি-ঘোড়া-বজরা, সেপাই-বরকন্দাজ-বন্দুক নিয়ে নীলকর ও যেলা শাসকরা একাধিকবার তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ণ করেছেন।

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার ৫৬ অনুচ্ছেদ সম্বলিত বিস্তারিত বিবরণের এক জায়গায় বলেন, দায়েম কারিগর থানায় এসে শপথ করে বলল যে, কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে দাড়ির জন্য আড়াই টাকা করে ট্যাক্স আদায় করছেন এবং ট্যাক্স না দিলে জরিমানা ও নানা রকমের অত্যাচার করছেন। পারিয়াল কারিগর এসে বলল যে, তালুকদার কৃষ্ণদেব রায় তিনশ' লাঠিয়াল নিয়ে এসে মুসলমানদের মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। অতঃপর তিতুমীর সম্পর্কে ছাহেব বলল, তিতুমীর হ'ল একটি নতুন মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের লিডার। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর।

ষোল বছর তিতুমীর কলকাতায় একজন কুস্তিগীর ছিলেন। পরে একজন জমিদারের অধীনে সর্দারের চাকরি করেন এবং এক হাঙ্গামার কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্ত হওয়ার পর তিতুমীর মক্কা যাত্রা করেন একজন রাজকুমারের সঙ্গে। মক্কায় সৈয়দ আহমাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরে আসার পর তিতুমীর কিছুদিন কলকাতায় থাকেন; তারপর নারকেলবাড়িয়ার কাছে হায়দারপুরে এসে ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। তিন-চার বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে তিতুমীর খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তার জীবন যাত্রার ধারার অনেক পরিবর্তন হয়, কঠোর সংযত জীবন যাপন করতে থাকেন এবং তার ধর্মাদর্শে দীক্ষা দেওয়াই হয় তাঁর প্রধান কাজ। পীর পূজা, দরগাহ তৈরী এসব কাজ ইসলাম ধর্ম বিরোধী; প্রকৃত মুসলমানের উচিত ঐসমস্ত অভ্যাস বর্জন করা ইত্যাদি ছিল তিতুমীর-এর মূল কথা।

সংগ্রাম বা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিতুমীর নিজে একজন অত্যন্ত সুদক্ষ সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। গোলন্দাজ ম্যাকানকে গুলি করে খতম করেন তিতুমীর নিজে এবং যেলা শাসক আলেকজাণ্ডারের কানের পাশ দিয়ে যে গুলিটা বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে যায় সেটাও তিতু নিজে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলেন। কেবল লাঠি-সড়কি-তলোয়ার প্রভৃতি দেশীয় হাতিয়ার নয়; বরং শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটা কামান-বন্দুকের সুদক্ষ ব্যবহারও তিনি নিজে শিখেছিলেন এবং তাঁর শাগরেদদেরও শিখিয়েছিলেন। কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা নয়, তিতুমীর তাঁর শত্রু পক্ষের গোয়েন্দাদের মত নিজেদের মধ্যে গোয়েন্দা দল গঠন করেছিলেন এবং তারা ছদ্মবেশে বন্ধু সেজে একাধিকবার শত্রুদের ভুল খবরাখবর দিয়ে ফাঁদে ফেলেছে। নারকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা' তিতুমীর ও তাঁর সহযোদ্ধাদের চূড়ান্ত লড়াইও অভূতপূর্ব মনে হয়।[৬]

'নীল বিদ্রোহ' প্রবন্ধে প্রমোদ রঞ্জন সেন গুপ্ত লিখেছেনঃ 'তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসাতের কৃষকবিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই বিদ্রোহ একাধারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে এবং সরকার, নীলকর উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজন সকলের নির্যাতন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই অঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাঁর জমিদারীর মধ্যে ওহাবী মতাবলম্বী প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করলেন। স্বভাবতই কৃষকরা যখন এই 'দাড়ির খাজনা' দিতে অস্বীকার করল, তখন জমিদাররা শত শত লাঠিয়াল নিয়ে তিতুমীরের গ্রাম আক্রমণ করল। বার বার আক্রমণ করেও 'দাড়ির খাজনা' আদায় করা গেল না।

ফলে তখন তারা সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থী হ'ল। সরকার তিতুমীরকে ধ্বংস করার জন্য যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারকে পাঠালেন ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর। সরকারের পক্ষে বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনী আর তিতুমীরের শুধু তীর, বর্শা, তলোয়ার, ইট-পাটকেল, আর কাঁচা বেল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা গরীব গ্রামবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিতুমীরের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সরকারী সৈন্যরা পলায়ণ করল এবং আলেকজাণ্ডার কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হ'ল।

ওহাবী সম্প্রদায়ের সকল সত্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার ফল কি হবে তা তিতুমীর ভালভাবেই জানতেন। তিনি তৈরী হ'লেন। নারকেলবাড়িয়াতে 'বাঁশের কেল্লা' প্রস্তুত হ'ল।

বড় লাট বেন্টিক আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের পর নদীয়ার কালেক্টরকে হুকুম দিলেন তিতুমীরকে আবার আক্রমণ করার জন্য। এক সুসজ্জিত বিরাট সরকারী বাহিনী, জমিদার বাহিনী ও নীলকর বাহিনী মিলিতভাবে তিতুমীরকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হ'ল। তিতুমীরও তাঁর বাহিনী নিয়ে বাঘারিয়া নামক স্থানে এসে সেখানকার পরিত্যাক্ত নীলকুঠি দখল করে শত্রুর অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিপরী লাল সরকার, যিনি ওহাবী আন্দোলনের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না, এই লড়াই সম্বন্ধে লিখেছেনঃ মাসুমের (তিতুমীর-এর সেনাপতি) সৈন্যগণ অন্তরালে অবস্থান করায় গুলি বর্ষণে তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হ'ল না। কিন্তু কালেক্টরের ক্ষতি হয়েছিল অত্যধিক।

৬. *বিনয় ঘোষ, তিতুমীর, পৃঃ ৫৬-৭৪।*

ইহা দেখে কালেকটর যুদ্ধ করার হুকুম দেন। তাদেরকে পালাতে দেখে মাসুমের সৈন্যরা চারিদিক হ'তে ভীষণ বেগে তাদেরকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সাহেবের বহু লোক নিহত হয় এবং একটি হস্তী ও কয়েকটি বন্দুক মাসুমের হস্তগত হয়। কালেক্টর ও জর্জ সাহেব বজরা মাধ্যমে জলপথে দ্রুত পালায়ণ করেন। তাদের পালাতে দেখে জমিদাররাও যেদিকে পারলেন পলায়ণ করলেন।

১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর আরো জাঁকজমকের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনী তিতুমীর-এর 'বাঁশের কেল্লা' আক্রমণ করল। তারা দু'টি কামান নিয়ে এসেছিল। তা দিয়ে তারা অবিরাম গোলা বর্ষণ করতে লাগল। একটি গোলার আঘাতে তিতুমীর-এর দক্ষিণ উরু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তিতুমীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কামানের গোলার বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লারও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না। ৮০০ বন্দীকে আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে তাদের বিচার হ'ল। বিচারে গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড হ'ল। অনেকের দীপান্তর হ'ল এবং অনেকের কারাদণ্ড হ'ল। বাঁশের কেল্লার সামনে গোলাম মাসুমের ফাঁসী হয়েছিল।[৭] সেই দিনই কমিশনার বারওয়েল সাহেবকে আলেকজাণ্ডার জানান যে, নিহতদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা উচিত, বিশেষত নিহতদের মধ্যে তিতুমীরও একজন যেহেতু, কারণ তা না হ'লে বিদ্রোহীরা শহীদের সম্মানে তিতুমীরের দেহ সমাধিস্ত করবে।

দুর্বল সংগঠন নিয়ে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে বিদ্রোহীরা তাদের ঘোষিত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে গেলেও ভবিষ্যৎ কালের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি রচনার দিক হ'তে এই বিদ্রোহ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে। কামানের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়ে গেলেও ইহা বংশ পরম্পরায় বাঙ্গালী জনসাধারণের চিত্ত ভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অজেয় দুর্গ রচনা করে রেখেছে, ইংরেজ শাসকরা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কোনদিন তার ভিত্তি টলাতে পারেনি।[৮]

২০ নভেম্বর রবিবার আলেকজাণ্ডার নারকেলবাড়িয়ার বিধ্বস্ত বাঁশের কেল্লায় গিয়ে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন এমন কোন কাগজপত্র কিতাব ইশতেহার বা ফৎওয়া পাওয়া যায় কি-না, যার মধ্যে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিতুমীরের দলের কোন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। বাঁশের কেল্লা তখন গুলি গোলার আগুনে ভস্মিভূত, কাজেই তার মধ্যে কোন কাগজপত্র, কিতাব, ফৎওয়া, ইশতেহার পাওয়া যায়নি। সেইদিন নিহতদের বাকি সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন আলেকজাণ্ডার, যেহেতু আগের দিন তিতুমীর ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।[৯]

৭. *সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃঃ ২৬৯-২৮২ দ্রষ্টব্য; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৮।*
৮. *ঐ, পৃঃ ২৮১; নীল বিদ্রোহ বিচিত্রা ৭৫-৭৬ পৃঃ প্রমোদ রঞ্জন সেন গুপ্ত।*
৯. *বিনয় ঘোষ, তিতুমীর বিচিত্রা, পৃঃ ৬; বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস পৃঃ ২৩১।*

ফলাফলঃ

বিনয় ঘোষ একজন হিন্দু ঐতিহাসিক হ'লেও অনেক সত্য কথা ও তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটি বিরাট। আমি কেবল প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি। তিতুমীরের আন্দোলনকে ঐতিহাসিকগণ আহলেহাদীছ আন্দোলন বলে স্বীকার করতে না চাইলেও গবেষকগণের বিচার বিশ্লেষণে তিতুমীরের আন্দোলন ছিল একাধারে বৃটিশ সরকার ও তাদের এদেশীয় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম, অপরদিকে প্রচলিত কুফর ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন, যার অন্তর্নিহিত মূল Spirit অবশ্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন।

তিতুমীর ও তাঁর 'বাঁশের কেল্লা' ধ্বংস হয়েছিল সত্যিই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত, স্বাধীনতাকামী তাওহীদী জনতার নিকট তাঁর ত্যাগ ও কুরবানী অনুপ্রেরণার উৎস ও মহান শিক্ষা এখনও বিরল হয়ে রয়েছে। তাঁর শাহাদত ও বাঁশের কেল্লার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। যালেমের যুলুম ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে জিহাদের প্রেরণা যুগিয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীরের এই আপোষহীন সংগ্রামী ইস্পাত কঠিন মনোভাব ও আত্মদান। আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভবিষ্যত প্রজন্ম তিতুমীরের জীবন কথা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি। আমীন!

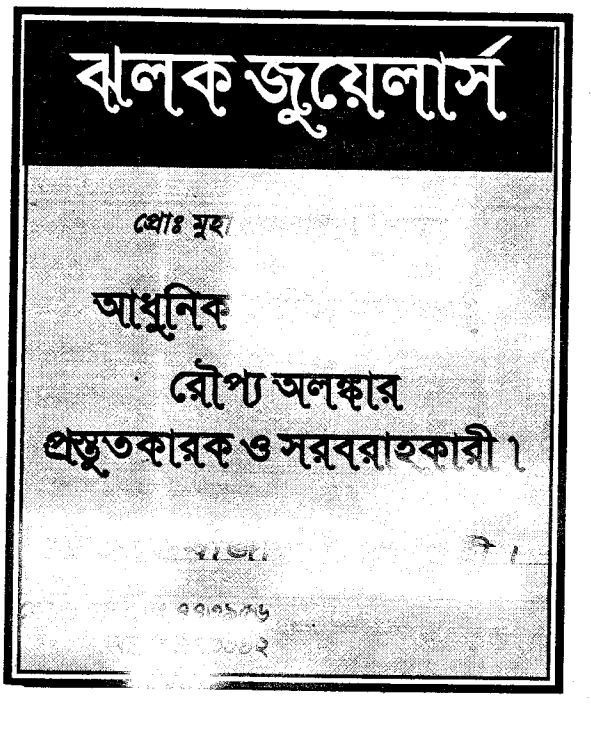

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

*ডাঃ ফারূক বিন আবদুল্লাহ**

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফষ্টার ডালেস বলেছিলেন, 'কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হ'লে, আগে সে জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও'। বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে অপসংস্কৃতির নগ্ন চর্চা শুরু হয়েছে, তাতে খুব বেশী দিন লাগবে না এ দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলুপ্ত হ'তে। দেশীয় মানবিক শাশ্বত সংস্কৃতি বিলুপ্তির লক্ষ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ত্বাগূতী শক্তির এদেশীয় দোসররা মুসলিম ঐতিহ্যাশ্রয়ী গৌরবময় এ জনপদের হাযার বছরের ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করার এক মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগুচ্ছে।

এইডস (AIDS) রোগে আক্রান্ত হ'লে যেমন কোন রোগীর বাঁচার আশা থাকে না, তেমনি অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে কোন জাতি আক্রান্ত হ'লে সে জাতির অপমৃত্যু হ'তে বেশী সময় লাগে না। তাই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হচ্ছে 'এইডস'-এর মত মরণব্যাধি, যার স্বাভাবিক পরিণতি অবধারিত মৃত্যু। কোন মুসলমান এই অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হ'লে প্রথমে তার ঈমানের উপর দুর্বলতা আসে। ঈমান দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে তার সৎ আমলও কমতে থাকে এবং নেক আমল কমতে কমতে এক সময় শূন্যের কোটায় নেমে আসে। তখন সে সত্যিকারের মুসলমানিত্ব হারিয়ে ফেলে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে মুসলমানিত্বের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এভাবেই। আর ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে মুসলমানদের ভিতর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা ইসলামের কল্যাণকামিতার শাশ্বত ও পরিশীলিত মানসিকতা। অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে আমরা আজ পাপাচার, কামাচার, যৌনাচার, অত্যাচার, বর্বরতা, হঠকারিতা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি আর উচ্ছৃংখলতায় জর্জরিত।

মুসলিম বাংলার গৌরবময় জনপদের হাযার বছরের কালোত্তীর্ণ মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করার নীল নকশা প্রণয়ন করেছে খৃষ্টান-ইহুদী ও ত্বাগূতী শক্তির পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তারা মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা, তাওহীদী মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, সুসংগত কল্যাণকামী মুসলিম সামাজ ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে সবচেয়ে পরিকল্পিত ও কার্যকরীভাবে যে কাজটি করছে, তা হ'ল তাদের নিয়ন্ত্রিত অর্ধশতকেরও অধিক টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। প্রতিবেশী দেশ ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে আসা প্লে-বয়, পেন্ট হাউজ জাতীয় যৌন উত্তেজক বই, রাস্তার পাশে নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারীদেহের পোষ্টার, ভারতীয় চ্যানেল দিয়ে ২৪ ঘন্টাব্যাপী যৌনতায় ঠাসা চলচ্চিত্র, নাটক, নাচ আর গান এদেশের যুবসমাজকে কু-পথে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভারতীয় যৌন উত্তেজক চলচ্চিত্রের আকর্ষণে হারিয়ে যাচ্ছে এদেশের সুস্থবিনোদনমূলক চলচ্চিত্র। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দর্শক রুচির বিকৃতি ঘটায় এদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারাও যৌন সুড়সুড়ি মূলক ছবি তৈরী করতে বাধ্য হচ্ছেন। এসবই হ'ল সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফসল।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যে কত ভয়াবহ এবং মারাত্মক, তা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতা ও কর্মীর নিকটও সুস্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল টার্গেট হ'ল মুসলিম বিশ্ব। মুসলিম বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই, যেদেশ ভারতীয় পৌত্তলিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যেহেতু অন্তর্প্লাবী, তাই সহজে চোখে পড়ে না। প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক নয় বলে আমরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা আকাশ সংস্কৃতিকে এতদিন প্রতিহত কিংবা গুরুত্ব দেইনি। অথচ এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং প্রভাব যে কত ভয়ংকর আজ মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কবলে পড়ে আমাদের প্রচলিত ও ন্যায়ভিত্তিক ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। লজ্জাহীনতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, অভদ্রতা সমাজের প্রতিটি স্তরে ভাইরাসের মত প্রসার লাভ করেছে এবং তা দেশের সর্বোচ্চ জনপ্রতিনিধিদের কর্মস্থল 'জাতীয় সংসদ' পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্যই হচ্ছে লজ্জাবোধ, শালীনতা, বিশ্বস্ততা, দেশপ্রেম, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও প্রচলিত বিশ্বাসকে নিঃশেষ করে দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পদলেহনকারী ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে মগজ বিক্রি করে বিদেশের দালাল শ্রেণীতে রূপান্তরিত করা, দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশী বশংবদ বৃদ্ধি করা। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম দরকার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পৌত্তলিকতা কিংবা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করা এবং চরিত্র হরণের জন্য অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করা। ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলি এই অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে অবিরত ও নিখুঁতভাবে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে এদেশের জনগণকে আফিম খেয়ে ঘুমানোর যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখান থেকে এ মুহূর্তে জাতিকে জাগ্রত না করতে পারলে দেশের সংস্কৃতি যে ভারতীয় পৌত্তলিক সংস্কৃতির কাছে বিলীন হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবি ইকবাল বলেছেন, 'রাজনীতি নয়; ধর্মই শাসন করবে জগৎ। আর সে ধর্ম হবে ইসলাম। কারণ ইসলামে বর্ণ-বিদ্বেষ নেই; পুরোহিত প্রথা নেই। এই ধর্মে জীবনকে, জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়নি। ইসলাম মানুষের কামনা-বাসনাকে স্বীকার করে কিন্তু বাড়িয়ে তলতে চায় না। ইসলাম জীবনকে উপভোগ করতে বলে

* গ্রামঃ চিনিলপটল, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

কিন্তু ভোগবাদী হ'তে নিষেধ করে'। বিখ্যাত ভারতীয় মার্কসবাদী রাজনীতিবিদ লেনিনের সহচর মানবেন্দ্র নাথ রায় বলেছেন, 'এক সময় ইসলামের সামাজিক কর্মসূচী ভারতীয় জনগণের সমর্থন পেয়েছিল। কারণ এ কর্মসূচীর দর্শনগত ভিত্তি হিন্দুদর্শন থেকে উন্নততর ছিল'।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশটি আজ ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে শুরু করা হয়েছে মূর্তি নির্মাণ সংস্কৃতি, তিলক-চন্দন, টিপ-সিঁদুর, ধুতি-পৈতা, রাখী-বন্দন, মঙ্গল-প্রদীপ, শিখা-প্রজ্বলন, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি সংস্কৃতি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এগুলি মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। শিখা প্রজ্বলন বা আগুন হচ্ছে কুফরী, শিরকী, জাহান্নামী সংস্কৃতির অঙ্গ।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে আজ ঘোলা পানির প্লাবন। উজানের বানের পানির মত ভেসে আসছে সংস্কৃতি চর্চার নামে মিস ফটোজেনিক, ফ্যাশন শো কিংবা সুন্দরী প্রতিযোগিতার মত কিছু অপসংস্কৃতির আবর্জনা। এই আবর্জনাগুলি নিয়ে মেতে উঠছে তথাকথিত মুক্তচিন্তার অধিকারী, প্রগতির ধ্বজাধারী, বিদেশী আগ্রাসী শক্তির দেশীয় কিছু পোষিত আত্মবিক্রিত বুদ্ধিজীবী। এছাড়া কতিপয় বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন ভোগবাদী বুদ্ধিজীবী আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে বিপথগামী করার জন্য 'পরকীয়া প্রেমে পাপ নেই' এই শ্লোগানে বিভ্রান্ত করছে। এরা আধুনিকতার নামে নিজেদের স্ত্রী-কন্যাকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী কিংবা 'বৌ বদল' সভ্যতার জন্ম দিচ্ছে। 'থার্টি ফার্ষ্ট নাইট' উদযাপনের মাধ্যমে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস' পালনের নামে লজ্জা-শরমের পর্দাও এরা খুইয়ে ফেলেছে। এসবই হচ্ছে ধর্মহীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফসল।

এছাড়াও বৃটিশ-আমেরিকান স্টাইলে বাধাহীন ব্যভিচার কালচারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তথাকথিত এনজিও নারীবাদীরা এ দেশের নারীদেরকে 'দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার' এই কু-মন্ত্রে দীক্ষিত করে স্বামী-স্ত্রীর সুখকে বিপন্ন করতে ঘর ভাঙ্গার রিহার্সেল রীতিমত শুরু করেছে। অপরদিকে মস্তিষ্ক বিক্রিত কতিপয় বুদ্ধিজীবী জরায়ুর স্বাধীনতা চেয়ে গোটা দেশকে পতিতালয় বানানোর ষড়যন্ত্র করছে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার জন্য মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনি 'বেশ্যার খদ্দের আহ্বানে'র সঙ্গে তুলনা করেছে। এদেশের মুসলমানদের আইডেনটিটিকে বিনষ্ট করার জন্য মুসলমানদের নামের আগে 'মুহাম্মাদ' ও 'আলহাজ্জ' শব্দ ব্যবহার না করার হুমকি দিয়েছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রচলনের নামে 'মুসলিম' শব্দটি তারা পরিত্যক্ত করেছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা না রেখে এরা সালামের পরিবর্তে শুভ সকাল, শুভ রাত্রি ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলামী অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে আজ মুসলিম মেয়ে ফেরদৌসী বিয়ে করেছে হিন্দু ছেলে রামেন্দ্রকে, শমী হিন্দু রিংগুকে, সাবিনা হিন্দু সুমনকে। তাওহীদপন্থীদের সাথে বহু ঈশ্বরবাদীদের পার্থক্য আজ এভাবে ধুয়ে-মুছে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। তার সাথে আরো চলছে দেশের সীমানা মুছে ফেলার চক্রান্ত। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফসল হিসাবে এসব হচ্ছে তা অস্বীকার করা যাবে কি?

দেশে আজ চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বহুমুখী নগ্ন প্রয়াস। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একবার হারিয়ে গেলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে বিপন্ন হবে, একথা বুঝেও যারা না বোঝার ভান করেন, মনে রাখতে হবে এরাই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের শত্রু। ফসলী জমিতেও মাঝে মাঝে আগাছা জন্মে, তখন ঐ আগাছাগুলি তুলে ফেলতে হয়। ঠিক তেমনি একটা দেশেও মাঝে মাঝে পরগাছারূপী দেশদ্রোহীদের নির্মূল করতে হয়, তা না হ'লে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে পারে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের একটি কথার উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন, "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure."

তাই সকল দেশপ্রেমিক জনগণের উচিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করা, এর কুফল সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, স্বাধীনতা নামক বৃক্ষকে রক্ত দিয়ে হ'লেও সংরক্ষিত করা এবং একটি সুন্দর-সুস্থ ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে দেশের সকলকে একটি প্লাটফর্মে দাঁড় করানো। এছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। কারণ আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা সংস্কৃতিগত বিভাজনের কারণে অস্পৃশ্য হয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি বলেই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে একই স্বাতন্ত্র্য চেতনা নিয়েই তারা বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে। একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইসলামী চেতনাই বাংলাদেশকে ভারত থেকে আলাদা করে রেখেছে। ইসলামী চেতনা দুর্বল বা নষ্ট হয়ে গেলে এদেশের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যও বিলীন হবে। অতএব, সকল দেশপ্রেমিক সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত যরূরী।।

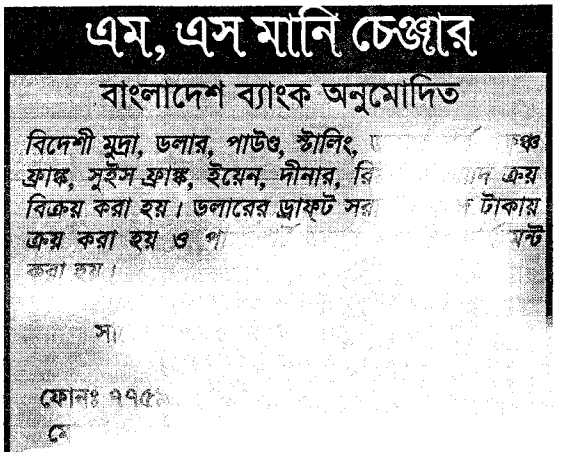

হেদায়াত শুধু অহি-র বিধানে

*যুবুর বিন ওছমান**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ-

'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে উপদেশবাণী, অন্তরের রোগ নিরাময় (অহি-র বিধান) এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত এসেছে' *(ইউনুস ৫৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ، إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ-

'সুতরাং তোমরা কোথায় ছুটে চলেছ? এটা তো জগত সমূহের জন্য উপদেশ। আর তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক তার জন্য' *(তাকভীর ২৬-২৮)*।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামাতুল কাযযাবের কিছু অনুসারী যখন তাদের ধর্মের অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে ইসলাম কবুল করল, তখন আবুবকর (রাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, যাকে তোমরা এতদিন নবী বলে বিশ্বাস করেছ তার মনগড়া কথাগুলি আমাকে শোনাও। ফলে তারা শুনাতে লাগল। প্রত্যুত্তরে আবুবকর (রাঃ) বললেন, এগুলিতো নিতান্ত ফালতু ও বাজে কথা বৈ কিছুই নয়। তিনি আরও বললেন, এসব কথাকে তোমরা আল্লাহ্র কথা বলে মান্য করেছো? তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি কি এতই লোপ পেয়েছিল যে, তোমরা মানুষের কথার পিছনে ছুটছিলে?[১]

সম্মানিত পাঠক! আমাদের মুসলিম সমাজে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা সহজ-সরল সাধারণ মানুষকে অহি-র বিধান থেকে সরিয়ে শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের মাঝে নিক্ষেপ করছে। তারা সর্বদা মানুষকে বুঝায় যে, কুরআন-হাদীছে সকল সমস্যার সমাধান নেই। এ প্রসঙ্গে যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, প্রকৃত সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে? জবাবে তারা বলে, ফিক্হের কিতাবে। যা স্বনামধন্য ইমাম ও মুজতাহিদগণের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারা সাধারণ মানুষকে এভাবে বুঝায় যে, এই ফিৎনার যুগে কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ, ব্যাখ্যা আর গ্রহণ করা যাবে না। ইমামগণ সব কিছু করে দিয়েছেন। অতএব, তাদের যেকোন একজনের ফৎওয়া-ফারায়েয গ্রহণ করা ফরয। তাদের মতামতের বাইরে হেদায়াত নেই।

অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ تَرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

'আমি একে (অহি-র বিধানকে) রেখে দিয়েছি এক নির্দশন রূপে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? *(ক্বামার ১৫-১৭)*।

পাঠকগণ! আপনারাই বিচার করুন, এখন হেদায়াত অনুসন্ধানকারীগণ কার কথা শুনবে? মহান আল্লাহ বলছেন, আমি কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। আর কথিত যুক্তিবাদী ফিক্হপন্থীরা বলছেন যে, না কুরআন এ যুগের লোকেরা বুঝতে পারবে না; বরং পূর্বসূরীগণ যা বলে গেছেন তা-ই আমাদের মানতে হবে। অর্থাৎ ফিক্হ হ'ল হেদায়াতের লক্ষ্যবস্তু। এক্ষণে সাধারণ মুসলমানগণ পড়েছে বড় বিপাকে। ফলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নাম শুনলেই এক শ্রেণীর লোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে যে, তাদের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। কারণ তারা ইহুদী-খৃষ্টানদের দালাল, ফিৎনাবাজ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-

'এটি একটি কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং এর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করাতে (তা কেউ অমান্য করলে) আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া উচিত নয়। আর এটি মুমিনদের জন্য উপদেশ' *(আ'রাফ ২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, অহি-র বিধানে হেদায়াত খুঁজতে। কেউ যদি উক্ত বিধানের হেদায়াত প্রত্যাখান করে, তাহ'লে তাকে জোরপূর্বক হেদায়াতের রাস্তায় নিয়ে আসা যাবে না কিংবা তার জন্য দুঃখ শোক প্রকাশ করাও যাবে না। কিন্তু কোন ছোট দল বা জনগোষ্ঠী যদি সঠিক হেদায়াতের পথে চলতে চায়, তবে তাদেরকে হুমকি-ধমকি দেওয়া, তাদেরকে বাতিল ফেরকার লোক বলে আখ্যায়িত করা, তাদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করা, তাদের মসজিদ মাদরাসা ভাংচুর করা, তাদের কিতাবপত্র লুটে নিয়ে গিয়ে পানিতে বা নর্দমায় ফেলে দেওয়া, সুস্থ মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেওয়া ইত্যাদি কোন্ হেদায়াতের রাস্তা? অনুরূপ গর্হিত কাজ যারা করে, তারা কি সত্যিকারের মুসলমান? নাকি তারা কুরআন-হাদীছকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পেরেছে? আমার বিশ্বাস, যেসব মুসলমান খাঁটি অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, তারা কখনোই কোন মুসলিম ভাইয়ের ক্ষতি করার চিন্তা করতে পারে না। প্রশ্ন হ'ল,

* *শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*
১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, ১৮তম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।*

আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে হেদায়াতের প্রকৃত হকদার কারা? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

'তোমরা সেই বিধানের অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্প সংখ্যকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৩)*। উক্ত আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা বুঝতেই আমাদের যত গণ্ডগোল। এক শ্রেণীর ইসলামী নেতা-কর্মী আছেন, যারা বলেন যে, কুরআন আল্লাহ্র বাণী একথা সত্য কিন্তু হাদীছের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। সুধী পাঠক! কত রকম কৌশলে এই প্রতারণামূলক যুক্তি মুসলিম সমাজে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা ক'জন অনুভব করে?

তাদের সামনে 'হাদীছ' উচ্চারণে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যখনই বলা হয় যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ একমাত্র হেদায়াতের মাপকাঠি, তখনই শুরু হয় আক্রমণ। কেউ বলে, হাদীছ আবার যঈফ হয় নাকি? হাদীছ তো হাদীছই। কেউ বলে, এতসব যাচাই-বাছাই করতে গেলে শেষে কম্বলের পশমই থাকবে না। কেউ বলে যে, 'আগে ইক্বামতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করুন, তারপর ঐসব খুঁটিনাটি বিষয় আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। কেউ বলে, আগে মানুষকে ছালাতী বানান, তারপর ছহীহ হাদীছের কথা বলুন। দেশ সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া-লটারী ভরে গেছে, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই, আর তারা এসেছে ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত নিয়ে? আরে ওসব হচ্ছে ফিৎনা।

আফসোস! দেশে অসংখ্য দা'ওয়াতী ভাই যখন যঈফ ও জাল হাদীছের ফিৎনায় ফেলে সহজ-সরল সাধারণ মানুষের ঈমান-আমল হরণ করছে, শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে হেদায়াতের রাস্তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন সেগুলিকে তারা ইক্বামতে দ্বীন ও দা'ওয়াতী কাজের অন্তরায় মনে করছে না। কিন্তু যখনই কোন হকপন্থী আলেম কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত পেশ করেন, তখনই ফিৎনার প্রশ্ন উঠে। আল্লাহ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'যারা রাসূলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছয় শ্রেণীর লোককে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ অভিসম্পাত করেছেন এবং আমিও অভিসম্পাত করি। উক্ত ছয় শ্রেণীর মধ্যে একশ্রেণীর লোক হচ্ছে, আমার সুন্নাত বা হাদীছ বর্জনকারী দল'।[২]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের মর্যাদা এত বেশী যে, সোনালী যুগের ছাহাবীগণও তাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। যেমন বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'লোকেরা ততদিন হেদায়াতের উপরে কায়েম থাকবে, যতদিন তারা হাদীছের অনুসরণ করতে থাকবে'।[৩]

বিজ্ঞ পাঠক! আমরা অহি-র বিধানকে ভালবেসে একমাত্র হেদায়াতের পথ হিসাবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি? যদি তাই হ'ত, তাহ'লে কোন খাঁটি ঈমানদারের মুখে এরূপ অশোভন উক্তি বের হ'ত না যে, কিসের আবার ছহীহ হাদীছ? আল্লাহ পাক হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন,

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ-

'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকটে সুস্পষ্ট বিধান আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। সেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফুরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর' *(আলে ইমরান ১০৫-১০৬)*।

এক্ষণে যারা অহি-র বিধান প্রাপ্ত হওয়ার পরও যুক্তি পেশ করে বলে যে, সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীছে নেই, তারা কি উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত নয়? তাদেরকে যদি বলা হয়, ঐসব মনগড়া আষাঢ়ে গল্পের দলীল কি? জবাবে বলেন, এতসব দলীল খুঁজলে কি চলে? পূর্বের লোকেরা কি কুরআন-হাদীছ কম বুঝতেন?

ফিরে আসি উক্ত আয়াতের মূল বিষয়ের দিকে। আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে কিছু মানুষের মুখ উজ্জ্বল হবে। আর কিছু মানুষের মুখ কালো হবে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উজ্জ্বল মুখ হবে হাদীছপন্থীদের মুখ। আর কালো মুখ হবে হাদীছ প্রত্যাখানকারী বিদ'আতীদের মুখ। বিশিষ্ট ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যখন বিদ'আতের আবির্ভাব হবে, তখন হাদীছের অনুসারী

---

২. বায়হাক্বী, মিশকাত, ১ম খণ্ড, ২২ পৃঃ।
৩. বায়হাক্বী, মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৪৮।

আলেমদের উচিৎ হবে সত্য ইলম প্রকাশ করে দেওয়া'। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবেঈ ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি জবাবে বলেন, 'হাদীছের ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটানোই হচ্ছে সত্য ইলম প্রকাশ করা'।[৪]

উপরের বর্ণনাগুলি থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ছহীহ হাদীছের বিরোধীরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হেদায়াতের অনুসন্ধান করলেও দলীল বিহীন তাদের মোটা-মোটা কিতাবে তার সন্ধান পাবে না। বরং মহান আল্লাহ্র ভাষায় চরম অশান্তি ও লাঞ্ছনার বোঝা কাঁধে নিয়ে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وسُنَّتَ رَسُوْلِهِ-

'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন ঐ দু'টি বস্তুকে মযবূতভাবে আকঁড়ে ধরে থাকবে। তা হ'ল, আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত (ছহীহ হাদীছ)'।[৫]

আল-হামদুলিল্লাহ সৌভাগ্য শেষ যামানার উম্মতদের। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা শক্ত করে ধর, অহি-র বিধানকে। প্রয়োজন হ'লে মাটির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতে হবে, যাতে খুলে না যায়, ফসকে না যায়। শক্ত করে ধরলেই মুক্তি, উহার আদেশ-নির্দেশ পালন করলেই হেদায়াত। ফলে কেউ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। একমাত্র তোমরাই হবে সফলকাম উম্মত। তাছাড়া প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে আমরা সবাই পাঠ করে থাকি-

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ-

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাঁদের পথে পরিচালিত করুন, যাঁদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। আর তাদের পথে পরিচালিত করবেন না, যাদের প্রতি আপনি অভিসম্পাত করেছেন। আর তাদের পথেও নয়, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে' *(ফাতেহা ৫-৬)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐসব ফেরেশতা, নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও মুমিনদের পথে পরিচালিত করুন, যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন। ছাহাবী ওবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের আমল নেই, আর খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই। এজন্য ইহুদীরা অভিশপ্ত হ'ল এবং খৃষ্টানরা হ'ল পথভ্রষ্ট। ইহুদীগণ জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করায় ওরা অভিশপ্ত। অন্যদিকে খৃষ্টানরা যদিও কোন একটা জিনিষের ইচ্ছা করে কিন্তু তারা সঠিক হেদায়াতের পথ পায় না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হ'তে দূরে।[৬]

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমান এমন রয়েছে, যাদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত দিলেই তারা বলে থাকেন, না না ঐসব মানা যাবে না। কারণ শুধু কুরআন-হাদীছ মানতে গেলে আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া পথ থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। আগের ইমামগণ ও বড় বড় আলেমগণ কত কষ্ট করে ফৎওয়া দিয়েছেন। তারা কি ভুল পথে ছিলেন?

কেউ বলেন, বাপ-দাদার আমল ছাড়তে গেলে সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি হবে। অনেকেই আবার দলের সদস্য ও ভোট কমে যাওয়ার আশংকায় সত্য এড়িয়ে চলেন। শুধু তাই নয় কেউ বলেন, যেখানে চলছে, সেখানে চলতে দাও। আর যেখানে নেই, সেখানে তো নেই। এতটুকু সামান্য বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না।

আফসোস! যেখানে চলছে সেখানে কি চলছে, তা সাধারণ জনগণকে তারা বুঝতেও দেন না। আমার বিশ্বাস, জনগণ যদি বুঝত যে, ঐগুলি হয় শিরক না হয় বিদ'আত, তাহ'লে এরূপ কৌশলী বাক্যের জবাব সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত নেতাগণ পেয়ে যেতেন।

যারা বলেন যে, ইক্বামতে দ্বীন হয়ে গেলে ঐসব খুঁটি নাটি বিষয় আপনাআপনি উঠে যাবে। তাদের মুখোশ সাধারণ জনগণ না বুঝলেও কুরআন ও ছহীহ হাদীছপন্থী মুসলমানগণ ঠিকই অনুমান করতে পারেন। ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বেশীদিন বশে রাখা যায় না। আজ হোক, কাল হোক, মানুষ একদিন অবশ্যই বুঝতে শিখবে যে, হেদায়াতের পথ একটিই। তা হ'ল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চিরন্তন সত্যের পথ।

পরিশেষে সকল পাঠকের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, ঝগড়া বিবাদে না গিয়ে লাঠির বদলে দলীল দিয়ে জবাব দিন। তাহ'লেই দেখতে পাবেন হেদায়াতের রাস্তা কত পরিষ্কার হয়ে আপনার সামনে আলোকিত হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দলীল জানা ও মানার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

---

৪. আইনুল বারী আলিয়াভী, হাদীছের ইতিবৃত্ত, ১/৪১ পৃঃ। গৃহীতঃ কিতাবুস সুন্নাহ, মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৬৫।

৫. মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ৩৬৩ পৃঃ; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ, দারাক্বুৎনী ৫২৯ পৃঃ; মিশকাত ১ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ 'সনদ হাসান'।

৬. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, ১১১-১১৩ পৃঃ।

মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ

*রফীক আহমাদ**

অনুসরণ, অনুকরণ, অনুগমন বা অনুরূপ আচরণ মানব সভ্যতার জন্মগত, চিরাচরিত অভ্যাস। এখানে নতুনত্বের কিছু নেই। সাধারণত ছোটরা বড়দের অনুসরণ করে, যেমন পুত্র পিতার, মেয়ে মাতার, ছাত্র শিক্ষকের, মুক্তাদী ইমামের, পশ্চাদগামী অগ্রগামীর অনুসরণ করে। মুসলিম জীবন ব্যবস্থায় মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ পৃথিবীবাসীর জন্য যেকোন অনুসরণের বহু ঊর্ধ্বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত রাখার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্বরূপ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকায় ধর্মীয় নেতৃত্বদান করে অমর হয়ে আছেন। পরিশেষে শেষ নবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। শুধু আরবের জন্য নন; বরং সারা বিশ্বের জন্য তিনি নবী ও রাসূল নির্বাচিত হন। তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল পণ্ডিত, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপণ্ডিত হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের অনুসরণযোগ্য। যারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী তাদের জন্য তাঁর অনুসরণ, মহান আল্লাহ্র আদেশ পালনেরই সমতুল্য। আমরা আলোচ্য নিবন্ধে প্রমাণ সাপেক্ষে মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ পদ্ধতির মৌলিক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব, যা দ্বীন ইসলামের আদর্শের সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম ধর্মের প্রধান প্রতিপাদ্য হ'ল এক আল্লাহ্র উপাসনা, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম আত্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর স্বচ্ছ অনুসরণ। এ দু'টি বিষয়ই মহাপবিত্র আল-কুরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। একে বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে স্থলাভিষিক্ত করা বিধিসম্মত নয়। যদি কেউ এর বিকল্প চিন্তা করে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহদ্রোহী ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এক আল্লাহ্র ইবাদত ও মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ইহা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধান উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। মানুষ মহান আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র, সৃষ্ট জগতে এ ভালবাসার কোন তুলনা নেই। অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ-

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহ'লে আমাকে অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন। আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩১ ও ৩২)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে প্রত্যাদেশ করেন,

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ-

'বলুন, তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, তোমাদের পত্নী, গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পসন্দ কর, যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' *(তওবাহ ২৪)*।

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের মানব সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে, তা অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ স্বরূপ মহানবী (ছাঃ)-কে অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। কারণ মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শই বিশ্ব মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। যারা এই হুকুম শিরোধার্য করে নেবে, তারাই আল্লাহ্র দলভুক্ত গণ্য হবে, পক্ষান্তরে এ আদেশ অমান্যকারীরা কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ) কর্তৃক বান্দাদের আরও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যেকোন বান্দাকে তার নিজের মাতা-পিতা, স্ত্রী পুত্র কন্যা, ধনসম্পদ ও বিশ্বের সকল মানুষের চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালবাসতে হবে, অন্যথায় সে ফাসেক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে যাবে।

এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাহায্যার্থে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলি ঈমানদার বান্দার সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিশালী রক্ষাকবচ। অপরদিকে বেঈমান বা অবিশ্বাসী এবং পথভ্রষ্টদের সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

* অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বস্থানীয় তাদের। আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হও; তাহ'লে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুম মান্যকারীদের মহা সফলতার সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا-

'যে কেউ আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহ'লে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নে'মত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হ'লেন নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হ'ল সর্বোত্তম' *(নিসা ৬৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا-

'যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি বিমুখতা অবলম্বন করল, জেনে রাখুন আমি আপনাকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি' *(নিসা ৮০)*।

একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا-

'যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছেই আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপরে রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আর যে আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন' *(ফাতাহ ১০)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, রাসূলের অনুসরণ করলে মহা সাফল্যের অধিকারী হবে। এতদ্ব্যতীত যেকোন মূল্যে মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে সামান্যতম অমনোযোগী না থাকার জন্যও শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ কোনক্রমেই যেন ব্যাহত না হয়, বরং গতিশীল থাকে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَآمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ- ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ-

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। এটা একারণে যে, যারা কাফের তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন' *(মুহাম্মাদ ২ ও ৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ أُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ-

'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ' *(হুজুরাত ১৪ ও ১৫)*।

উপরের আয়াতগুলিতে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি তাঁর

অনুসারীদের অন্ধ বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন কাজের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আদেশ করলে অথবা আল্লাহ ও রাসূলের বিধানমত কোন কাজ ফায়ছালার আহ্বান আসলে, প্রকৃত মুমিন নরনারীর দ্বারা তা সর্বত্র স্বীকৃত, সমর্থিত ও বাস্তবায়িত হবে। যারা বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সৎকর্ম সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে, অতঃপর নবী (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যের সমর্থক ও অনুসারী হয়, আল্লাহ পাক তাদের ভুলত্রুটি ও মন্দ কর্ম সমূহ মার্জনা করে দেন এবং নিজের দলভুক্ত করে নেন। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং তাঁর প্রেরিত মহানবী (ছাঃ)-কেও মান্য করে না, তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় এবং অনিবার্য ধ্বংস ডেকে আনে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অমান্য বা অবজ্ঞা করার মত কোন অবকাশ ইসলামে নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أُولٰئِكَ فِى الْأَذَلِّيْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত' *(মুজাদালা ২০)*।

অন্যত্র আল্লাহ্র স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে,

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا-

'যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে না, আমি সে সমস্ত কাফেরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(ফাতহ ১৩)*।

উপরের আয়াতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) উভয়ের প্রতি যৌথ আনুগত্য ছাড়া উম্মতে মুহাম্মাদীর কোন ইবাদতই আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না। আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা অবশ্যই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।

সুতরাং এসব ভীতিপূর্ণ উপদেশকে সামনে রেখে জীবন সংগ্রামে অকৃত্রিম পাড়ি দিতে হবে। যা এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

আল্লাহ হচ্ছেন অসীম ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তাই যথাসময়ে তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণপূর্বক মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করার পথ সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৭)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا-

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য একজন অনুকরণযোগ্য অমর চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব। অনাবিল চরিত্র মাধুর্যের কারণে আরবের সকল গোত্র, সকল ধর্মাবলম্বী এবং বিশ্বের পরিচিত ও অপরিচিত সকলের নিকট ছিলেন তিনি সমাদৃত। তাঁর জীবনের সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীতে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে জিবরীল (আঃ) প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। তিনি সমাজে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভাতৃত্ববোধ, একে অন্যের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে সহানুভূতি প্রকাশ, সৌহার্দ-সম্প্রীতি, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সহাবস্থানের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত আছে। তাঁর নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় বিধর্মী-শত্রুরাও হতবাক হয়ে দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হ'ত।

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অধিকমাত্রায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহে দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন। তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়' *(হাদীদ ২৮)*।

একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَحِيْمِ-

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে ছিদ্দীক্ব ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে' *(হাদীদ ১৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ-

'তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্য। এটা আল্লাহ্র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী' *(হাদীদ ২১)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণকে অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন। এরূপ বিশ্বাসস্থাপনকারীর প্রতি তাঁর ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ দ্বিগুণ বর্ধিত করা হবে এবং অলৌকিক শক্তিরূপে এক জ্যোতি দান করবেন- যা পরকালীন জীবনের জন্য উত্তম পাথেয়। অবশ্য তাদের এই আত্মবিশ্বাসের ধারা বিবরণী মহানবী (ছাঃ) এর আদর্শের অনুরূপ হ'তে হবে। শেষোক্ত আয়াতে এদের প্রতি ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদবাহী সুসমাচারের উল্লেখ রয়েছে। এটা মহান আল্লাহ্র অসীম কৃপার অবদান বা পুরস্কার।

অন্যত্র প্রত্যাদেশ এসেছে,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

বলে দিন, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র দিকে ডাকি। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ৮)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন মানুষ, পার্থক্য হ'ল তাঁর নিকটে অহি নাযিল হ'ত এবং তিনি হ'লেন নবী ও রাসূল। প্রায় সকল নবী-রাসূলই তাঁদের জীবদ্দশায় কিছু মু'জেযাহ বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কেউই গায়েবের খবর জানতেন না।

আমাদের মহানবী (ছাঃ)ও গায়েবের কোন খবর জানতেন না। এমনকি নিজের ভাল-মন্দের খবরও জানতেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে নবুওয়াতের ব্যাপক দায়িত্বের বিষয়াদি ছাড়াও বাহ্যতঃ ব্যক্তিগত মহান দায়িত্বের বিশেষ বিশেষ দিকগুলির সময়োচিতভাবে উপস্থাপন করেন। উপরের আয়াতগুলিতে মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠাংশগুলি তাঁকে বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছে।

নবীশ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। বাল্যকাল হ'তে নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিকভাবেই জীবন যাপন করেছেন। এমনকি নবুওয়াত লাভের পরও তিনি একইভাবে সাধারণ মানষের মতই জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ইবাদত বন্দেগীর বিভিন্ন স্তর ছালাত, ছিয়াম, দান-খয়রাত ইত্যাদি বিষয়গুলিও সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে যথারীতি পালন করতেন, বরং এসব ইবাদতে তিনিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। ইবাদত-বন্দেগীতে নবী হিসাবে তাঁর কোন ছাড় ছিল না এবং তিনি জানতেনও না যে তাঁর জন্য ইবাদত ছাড়া কোন স্বাতন্ত্র্য আছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষকে যেভাবে ভয়ভীতি সহকারে এক আল্লাহ্র ইবাদত পালন করতে বলেছেন, সত্য কথা, সত্য কাজ, ন্যায়বিচার, পরপোকার, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন প্রভৃতি বিষয়াদির নির্দেশ দিয়েছেন, একইভাবে মহানবী (ছাঃ)-কেও সেই আদেশ দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ-

'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী' *(কলম ৪)*।

এসমস্ত মহাবাণীতে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, কৃতজ্ঞতাভরে নুয়ে পড়েছিলেন পরম করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে।

ইসলাম এক ও অভিন্ন কাঠামোর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এর আদেশ নিষেধ, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, নিয়ম প্রণালী সবকিছুই এক ও অভিন্ন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- প্রথম হ'ল- এক আল্লাহ্র ইবাদত, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্র ইবাদত চিন্তা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় হ'ল- পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ। অর্থাৎ এক মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত সকল পীর, দরবেশ, বুজুর্গ, আওলিয়ার অনুসরণ চিন্তা নিষিদ্ধ। সংক্ষেপে প্রথম আদেশ হ'ল বান্দার জন্য এক আল্লাহ্র ইবাদত, আর দ্বিতীয় আদেশ হ'ল মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ। এ দু'টি আদেশে দু'টিই অথবা যেকোন একটি অমান্য করলে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজন ও ছাহাবীগণের উপর। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মহানবী (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করার তওফীক্ব দান করুন। আমীন!

মহিলা ছাহাবী

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রাণপ্রিয় নন্দিনী ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন বহুবিধ গুণে গুণান্বিতা। তিনি মুসলিম মহিলাদের আদর্শের ধ্রুবতারা স্বরূপ। তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে প্রত্যেক মুসলিম মহিলার জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও অনুপম জীবনাদর্শ। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে দারিদ্রতার কষাঘাতে নিষ্পেষিত স্বামীর গৃহে তিনি যে ধৈর্য, ত্যাগ, সহনশীলতা ও আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা মহাপ্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে অমর ও অবিস্মরণীয় করে রাখবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ক্ষণজন্মা এই মহিয়সী নারীর জীবনেতিহাস আলোচনা করা হ'ল।

নাম, উপাধি ও পরিচিতিঃ

তাঁর নাম ফাতেমা। পিতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)। মাতা উম্মুল মুমেনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)।[১]

উপাধি 'সাইয়েদাতু নিসায়ি আহলিল জান্নাহ'[২], 'সাইয়েদাতু নিসায়িল আলামীন'[৩], 'আয-যোহরা'[৪] ও 'মুত্বাহিরাহ', 'যাকিয়্যা'।[৫] তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বকনিষ্ঠা তনয়া ছিলেন।[৬] তিনি মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমেনীন আলী ইবনে আবী ত্বালিব (রাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী,[৭] সাইয়েদুশ শাবাব আহলিল জান্নাহ হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর মাতা ছিলেন।[৮]

জন্ম ও শৈশবকালঃ

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে, তিনি নবুওয়াতের প্রথম বছর জুমাদাল আখেরাহ-এর বিশ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।[৯] আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন কা'বা শরীফের পুনঃনির্মাণের কাজ চলছিল, তখন ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।[১০]

শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং নির্জনপ্রিয় ছিলেন। সব সময় তিনি স্বীয় মাতার পাশে ছায়ার মত অবস্থান করতেন। আত্মপ্রকাশ ও প্রদর্শনীতে ছিল তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। একবার এক বিয়ে উপলক্ষে খাদীজা (রাঃ) ফাতেমার জন্য ভাল কাপড় ও গহনা বানালেন। বিয়েতে যোগদানের জন্য বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় ফাতেমা (রাঃ) সেই মূল্যবান কাপড় ও গহনা না পরে সাদাসিধেভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তার সকল কর্মেই এরূপ আল্লাহ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।[১১]

হিজরতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর তাঁর পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেছা ও আবু রাফে'-কে মক্কায় প্রেরণ করে উম্মুল মুমেনীন হযরত সাওদা (রাঃ), স্বীয় কন্যা উম্মে কুলছূম এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে মদীনায় আনয়নের ব্যবস্থা করেন।[১২] উম্মুল মুমেনীনদের সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন।[১৩]

বিবাহ ও মোহরানাঃ

একদা আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর ফারূক ও সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) প্রমুখ পরামর্শ করলেন যে, ফাতেমার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে কয়েকটি পয়গাম গিয়েছে কিন্তু তিনি কোন পয়গামই মঞ্জুর করেননি। এখন আলী বাকী রয়েছে। সেতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী, অত্যন্ত প্রিয় এবং চাচাত ভাই। তাকে পয়গাম প্রেরণের জন্য উৎসাহিত করা হোক। পরামর্শের পর এই তিন মহান ব্যক্তি আলী (রাঃ)-কে খুঁজতে বের হ'লেন। তিনি তখন জঙ্গলে উট চরাচ্ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আলীকে ফাতেমার জন্য পয়গাম প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করলেন।[১৪]

---

* ....

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, নুযহাতুল ফুযালা সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (জেদ্দাঃ দারুল আনদালু, ১৯৯১/১৪১১), ১/১১৬ পৃঃ; হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫), ১২/৩৯১ পৃঃ।

২. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল ফিকর আল-ইলমিইয়াই, ১৯৯৪/১৪১১), ৩/১৬৪ পৃঃ।

৩. নুযহাতুল ফুযালা সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/১১৯ পৃঃ।

৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১২/৩৯১ পৃঃ।

৫. তালিবুল হাশেমী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের, মহিলা সাহাবী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ৯৫।

৬. হাফেয জামালুদ্দীন ইবনু হাজ্জাজ, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ দারুল ফিকহ, ১৯৯৪/১৪১৪), ২২/৩৮৭ পৃঃ।

৭. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৯৯৮/১৪১৮), ৮/২৪৩ পৃঃ; নুযহাতুল ফুযালা সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১/১১৬ পৃঃ।

৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৪/১৪১৪), ২/১২৭ পৃঃ।

৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪/৫৬৫ পৃঃ।

১০. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), ১০/২৫০ পৃঃ।

১১. মহিলা সাহাবী, ৯৫-৯৬ পৃঃ।

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪/৫৬৬ পৃঃ; মহিলা সাহাবী, ৯৭ পৃঃ।

১৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪/৫৬৬ পৃঃ।

১৪. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু মুনীঈ আয-যুহরী, ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ (বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাছ, ১৯৯৬/১৪১৭), ৮/২৫২-২৫৩ পৃঃ; হাফেয ওমর রেযা, আ'লামুন নেসা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১/১৪১২), ৪/১০৮ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই প্রস্তাব পেশ করলে তিনি আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে মোহর আদায় করার মত কিছু আছে কি? আলী (রাঃ) না সূচক জবাব দিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার লৌহবর্ম কোথায়? সেই লৌহবর্ম দিয়ে মোহর আদায় কর।[১৫]

আলী (রাঃ) বর্ম নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস (রাঃ)-কে আবুবকর, ওমর, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) ও অন্যান্য মুহাজির ও আনছারগণকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। সকলে উপস্থিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিয়ের খুৎবা পাঠ করলেন এবং আলীকে বললেন, আমার কন্যা ফাতেমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। তুমি কি তা কবুল করছো? আলী (রাঃ) বললেন, জ্বী, কবুল করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেনঃ

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما-

'হে আল্লাহ! তাদের উভয়ের মাঝে বরকত দান করুন, তাদের উপর কল্যাণ দান করুন এবং তাদের বংশে বরকত দান করুন'।[১৬]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমার নিকট গমন করলেন এবং তাকে ডাকলে তিনি লজ্জায় জড়সড় হয়ে পিতার নিকটে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ফাতেমা! আমার বংশের উত্তম ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি।[১৭]

ফাতেমা (রাঃ)-এর বিয়ের সময়কাল সর্ম্পকে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তাঁর বিয়ে হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর যিলক্বদ মাসে বদর যুদ্ধের পর। তখন তার বয়স ছিল পনের বছর পাঁচ মাস পনের দিন।[১৮] কারো মতে, তার বিয়ে হয়েছিল ওহুদ যুদ্ধের পর।[১৯] তবে এ ব্যাপারে সকল চরিতকারগণ একমত যে, আলী (রাঃ) তাঁকে ওহুদ যুদ্ধের পর বাড়ীতে নিয়েছিলেন।[২০]

ফাতিমা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বাড়িতে রওয়ানা হওয়ার সময় কাঁদতে লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

ما لك تبكين يا فاطمة! فو الله لقد أنكحتك أكثرهم علما و أفضلهم حلما و أولهم سلما-

'কাঁদছো কেন হে ফাতেমা! আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বিয়ে দিয়েছি এমন এক ব্যক্তির সাথে, যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী, সর্বোত্তম ধৈর্যশীল এবং ইসলাম গ্রহণে প্রথম'।[২১]

জাহীযঃ

বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে যে সমস্ত আসবাবপত্র জাহীয বা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেছিলেন, তা ছিল একটি নকশা করা খাট, উলভরা মিসরী কাপড়ে প্রস্তুত করা বিছানা, দু'টি চাদর, খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার বালিশ, পানির জন্য দু'টি পাত্র, একটি জাঁতা, একটি পেয়ালা, একটি মশক ইত্যাদি।[২২]

ওয়ালীমাঃ

বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করতে বলেন। ফলে অল্প অর্থের বিনিময়ে তিনি ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন। এতে পনির, খেজুর, যবের নান এবং গোশ্ত ছিল। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, তৎকালীন যুগে এটা ছিল সর্বোত্তম ওয়ালীমা।[২৩]

সাংসারিক জীবনঃ

আলী (রাঃ) যে বাড়িতে ফাতেমা (রাঃ)-কে নিয়ে বসবাস করতেন, সে বাড়িটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়ী হ'তে বেশ কিছু দূরে ছিল। তথাপিও রাসূল (ছাঃ) প্রায় প্রতিদিনই তাকে দেখতে যেতেন। একদিন রাসূল (রাঃ) তাকে বললেন, 'মা! প্রায়ই তোমাকে দেখতে আসতে হয়। তোমাকে আমি কাছে নিয়ে যেতে চাই'। ফাতেমা (রাঃ) বললেন, আব্বাজান! হারিছা বিন নু'মানের অনেক বাড়ি আছে। তাকে বলুন একটি বাড়ি খালি করে দিতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বেটি আমার! হারিছার নিকটে বাড়ি চাইতে আমার লজ্জা হয়। কেননা সে প্রথমেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য কয়েকটি বাড়ি দান করেছে। এ কথা শুনে ফাতেমা (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু হারিছা বিন নু'মানের কানে এ বিষয়ে কথা পৌঁছলে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি আপনার প্রিয়তমা কন্যাকে আপনার সন্নিকটে রাখতে চান। আমি আমার সকল বাড়ি আপনার নিকট হস্তান্তর করে দিলাম। অনুগ্রহ করে ফাতেমা (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। তিনি যে বাড়িতে ইচ্ছা বসবাস করতে পারেন। আমার জীবন এবং সম্পদ আপনার জন্য কোরবান হৌক। আল্লাহ্র কসম! যে

---

১৫. *নাসাঈ, হাকিম, আবুদাউদ হা/২১২৫; বলূগুল মারাম হা/৯৬৮ 'মোহর' অনুচ্ছেদ, 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১৬. *ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ, ৮/২৫৩ পৃঃ; আ'লামুন নিসা, ৪/১০৯ পৃঃ।*
১৭. *নিয়াম ফাতেহপুরী, অনুবাদঃ গোলাম সোবহান ছিদ্দিকি, মহিলা সাহাবী (ঢাকাঃ আল-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭/১৪০৭), পৃঃ ১৫৫।*
১৮. *তাহযীবুত তাহযীব, ১২/৩৯১ পৃঃ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ২/১১৯ পৃঃ; আ'লামুন নিসা, ৪/১০৯ পৃঃ।*
১৯. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯/৪৮৬ পৃঃ।*
২০. *আ'লামুন-নিসা, ৪/১০৯ পৃঃ।*
২১. *প্রাগুক্ত।*
২২. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯/৪৮৬ পৃঃ।*
২৩. *ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ, ৮/২৫৪ পৃঃ।*

জিনিস আমার নিকট থেকে নিবেন তা আমার নিকটে থাকার চেয়ে আপনার নিকটে থাকাই আমি বেশী পসন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহপাক তোমার সম্পদে প্রাচুর্যতা দান করুন। অতঃপর আলী (রাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ)-কে হারিছা বিন নু'মানের একটি বাড়িতে নিয়ে এলেন।[২৪]

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে গিয়ে দেখেন, তিনি উটের চামড়ার পোশাক পরে আছেন, তাতে আবার তেরটি পট্টি লাগানো। তিনি আটা পিষছেন এবং মুখে আল্লাহ্র কালাম উচ্চারণ করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন, 'ফাতেমা! ছবরের মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট শেষ কর এবং আখেরাতের স্থায়ী শান্তির অপেক্ষা কর। আল্লাহ তোমাকে নেক পুরস্কার দিবেন'।[২৫]

একদিন আলী (রাঃ) ঘরে ফিরে কিছু খাবার চাইলেন। ফাতেমা (রাঃ) বললেন, অভুক্ত অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন চলছে। যবের একটি দানাও ঘরে নেই। আলী (রাঃ) বললেন, হে ফাতেমা! আমাকে তুমি বলনি কেন? তিনি জবাবে বললেন, হে আমার স্বামী! রুখছতের সময় আব্বাজান নছীহত করে বলেছিলেন যে, আমি যেন কোন কিছু চেয়ে আপনাকে লজ্জিত না করি।[২৬]

একদা ফাতেমা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী ইমরান বিন হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় কন্যাকে সেবা-শুশ্রূষার জন্য গেলেন। বাড়ির দরজায় গিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ফাতেমা (রাঃ) বললেন, ভিতরে আসুন আব্বাজান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার সাথে ইমরান ইবনে হুসাইন রয়েছে। ফাতেমা (রাঃ) জবাব দিলেন, আব্বাজন! একমাত্র 'উবা' ছাড়া পর্দা করার মত দ্বিতীয় কোন কাপড় আমার নিকটে নেই। রাসূল (ছাঃ) তখন নিজের চাদর ভিতরে নিক্ষেপ করে বললেন, 'মা! এ দিয়ে পর্দা কর। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ইমরান বিন হুসাইনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাকে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাবে বললেন, আব্বাজান! কঠিন ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি এবং ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। কেননা ঘরে কোন খাবার নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আমার কলিজার টুকরা! ধৈর্যধারণ কর। আমিও আজ তিনদিন যাবত অনাহারে ক্লিষ্ট হচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমি যা চাই তা তিনি আমাকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁর স্নেহমাখা হাত ফাতেমার পিঠের উপর রেখে বললেন,

يا بنيه! أما ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين؟

'হে আমার বেটি! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তুমি হবে সারা বিশ্বের মহিলাদের নেত্রী'? তখন ফাতেমা (রাঃ) বললেন, তাহ'লে মারইয়াম (আঃ)-এর অবস্থান কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, هى سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك 'তিনি হ'লেন তার আমলে বিশ্বের মহিলাদের নেত্রী আর তুমি হ'লে তোমার আমলে বিশ্বের মহিলাদের নেত্রী'।[২৭]

ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর গৃহের কাজ সব সময় নিজ হাতে করতেন। তার কোন দাস-দাসী ছিল না। একদিন আলী (রাঃ) তাকে বললেন, ফাতেমা! জাঁতা পিষতে পিষতে তোমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে, ঘর ঝাড়ামোছা করতে করতে তোমার কাপড় ময়লা হয়ে গেছে, মশক ভরে পানি আনতে আনতে কোমরে ও সিনায় ব্যথা হয়ে গেছে এবং উনুন জ্বালাতে জ্বালাতে তোমার চেহারা মলিন হয়ে গেছে। তোমার আব্বার নিকটে আজ গণীমতের অনেক দাসী এসেছে। তাঁর নিকট গিয়ে একটি দাসী চেয়ে নিয়ে এসো। ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর তিনি ফিরে এলেন এবং আলী (রাঃ)-কে বললেন, আব্বার নিকটে কোন দাসী চাওয়ার সাহস আমার হয়নি। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে হাযির হয়ে একটি দাসী প্রাপ্তির আবেদন জানালেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, আমি কোন দাসীকে তোমাদের খেদমতে দিতে পারছিনা। কেননা আছহাবে ছুফফার খাওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। আমি তাদেরকে কিভাবে ভুলে যেতে পারি, যারা নিজেদের বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য দারিদ্র্য ও বুভুক্ষু জীবন গ্রহণ করেছে।

জবাব শুনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চুপচাপ ঘরে ফিরে এলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা যে বস্তুর অভিলাষী ছিলে তা থেকে উত্তম একটি বস্তু আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তা হ'ল;

تسبحان فى دبر كل صلوة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين و احمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين-

'প্রত্যেক ছালাতান্তে দশ বার 'সুবহানাল্লাহ', দশ বার 'আল-হাম্দুলিল্লা-হ' এবং দশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে এবং রাত্রিতে যখন তোমরা বিছানায় যাবে তখন ৩৩

২৪. প্রাগুক্ত; আ'লামুন নিসা ৪/১১০ পৃঃ; S.M. Madui Abbare, Family of the Holy prophet (s.m) (New Delhi: India publishers and distributions, 1984). p-197.
২৫. মহিলা সাহাবী, তালিবুল হাসেমী, পৃঃ ১০৩।
২৬. ঐ, পৃঃ ১০৪।
২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ২/১২৬ পৃঃ; আল-মুনতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩/১৭০ পৃঃ।

বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ' এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। এ আমল তোমাদের জন্য উত্তম খাদেম হিসাবে গণ্য হবে'।[২৮]

দাম্পত্য জীবনে সামান্য মনমালিন্য হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। একবার আলী (রাঃ)-এর সাথে ফাতেমার কোন এক বিষয়ে মনমালিন্য হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাদের নিকট আসলেন। আলী এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে ডেকে তাঁর পাশে বসালেন এবং ফাতেমা (রাঃ)-এর হাত আলীর (রাঃ)-এর হাতে রাখলেন। অতঃপর নছীহত করে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিলেন। মীমাংসা শেষে তিনি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন, তখন তাঁর চেহারা ছিল প্রফুল্ল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি যখন ঘরে যান তখনও আপনার চেহারা ছিল বিবর্ণ, চিন্তিত। আর এখন দেখছি হর্ষোৎফুল্ল! তিনি বললেন, আজ আমি এমন দু'ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করেছি যারা আমার সবচেয়ে প্রিয়।[২৯]

এক সাথে চারজন স্ত্রী রাখা জায়েয *(নিসা ৩)*। বিধায় অধিকাংশ ছাহাবী একাধিক বিয়ে করেছিলেন। একবার আলী (রাঃ) আবু জাহলের কন্যা গোরাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফাতেমা (রাঃ) এতে খুবই কষ্ট পান। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) মর্মাহত হ'লেন। এ দিকে গোরার অভিভাবকও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এই বিয়ের অনুমতি নিতে এলো। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানার পর বললেন,

أما بعد فإن بنى هشام بن المغيرة استاذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا أذن لهم ثم لا أذن ألا يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإن ابنتى بضعة منى يربينى ما رابها ويوذينى ما اذاها وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله فى مكان واحد أبدا-

'নিশ্চয়ই হিশামের বংশধররা আলী (রাঃ)-এর সাথে তাদের কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্য আমার নিকট অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না। অবশ্যই আবু তালিবের পুত্র আলী আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে তাদের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। আমার কন্যা (ফাতেমা) আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে কষ্ট দেয় সে মূলতঃ আমাকেই কষ্ট দেয় এবং যে তাকে দুঃখ দেয় সে মূলতঃ আমাকেই দুঃখ দেয়। আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে চাইনি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা উভয়ে এক স্থানে একত্রিত হ'তে পারে না'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ভাষণের ফলে আলী (রাঃ) আবু জাহলের কন্যা গোরাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।[৩০] এমন কি ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেননি।[৩১]

[চলবে]

---

২৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৫৩৬২, ৬৩১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২৭, ২৭২৮; ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৫৫ পৃঃ; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯/৪৮৭ পৃঃ।

২৯. ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ, ৮/২৫৫-২৫৬ পৃঃ।

৩০. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭২৯, ৫২৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৪৯; আবুদাঊদ, হা/২০৬৯; তিরমিযী, হা/৩৮৬৭; আল-বিদায়া ওয়াল-নিহায়া, ৯/৪৮৮; তুহফা, ১০/২৫০-২৫১ পৃঃ।

৩১. Family of the Holy prophet (s.m), p. 196; তাহযীবুত তাহযীব, ১২/৩৯১ পৃঃ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২/১১৯-২০ পৃঃ।

খান হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খাঁন
[স্বত্ত্বাধিকারী]
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘ ার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বন্দর রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
ারা, রাজশাহী-৬১০০
মোবাইলঃ ০১৭১৮১৯৩৭৫

সালাফিয়া লাইব্রেরী
এখানে মাদরাসা, স্কুল কলেজের পাঠ্যবই সহ ইসলামী লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই এবং ইসলামী ক্যাসেট পাওয়া যায়।
বিঃদ্রঃ এখানে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত নামায শিক্ষার অনন্য বই ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), মাসিক আত-তাহরীক সহ আহলেহাদীছ বিদ্বানের রচিত বিভিন্ন বই ও ক্যাসেট সমূহ পাওয়া যায়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
সালাফিয়া লাইব্রেরী
মোড়, সমবায় মার্কেটের
দাক্ষণ পার্শ্বের বিল্ডিং, রাজশাহী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সেদিনের বিজয়, আজকের পরাজয়

*মাস'উদ আহমাদ**

আমার কাছের বন্ধুদের প্রায়ই একটি কথা জিজ্ঞেস করে থাকি, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ কি?' বুদ্ধি ও চিন্তার ভিন্নতার কারণে একেক জন একেক রকম উত্তর করে থাকে। কেউ বলে, মেয়ে মানুষের মন চেনা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারো মতে, পড়ালেখা কঠিন কাজ। কেউ মাথা চুলকিয়ে বলে, নিজেকে চেনা সবচেয়ে বড় কঠিন ব্যাপার। সে যাই হোক, যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এ মুহূর্তে আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পর্যায়ে সুস্থ-সুন্দর জীবনের পক্ষে বড় অন্তরায় বা সমস্যা কি? তাহ'লে একসঙ্গে অনেকগুলি অনিষ্টকর শব্দাবলী দীর্ঘশ্বাসের সাথে উচ্চারিত হবে নিঃসন্দেহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটমান সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হত্যা, চাঁদাবাজিসহ জন-শান্তি বিনষ্টকারী অপতৎপরতা সমূহ যে সুন্দর, পরিশীলিত জীবনের বড় বাধা, তা বলাই বাহুল্য।

ভাবতে ভালই লাগে, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলন আর একাত্তরে পাক শাসনের কবল থেকে মুক্তির জন্য এদেশের মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করেছে। মাতৃভাষাকে অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলাদেশের রফীক, জাব্বার, শফীকসহ অনেক নিবেদিতপ্রাণ মানুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানীদের শাসনে নিষ্পেষিত জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছে। অন্যায়, অত্যাচার দূরীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে। মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আমরা আমাদের মত বাঁচতে চাই, আমাদের ভাষায় প্রাণ খুলে হাসতে চাই, গাইতে চাই, হৃদয় ভরে কাঁদতে চাই। মাথার উপর উড়ে এসে জুড়ে বসা হায়েনার অশুভ নির্দয় বিচার, শাসন আমরা মানব না। আমরা আমাদের মত করে বাঁচতে চাই। আপামর জনসাধারণের এই ছিল বাসনা, জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার লক্ষ্য।

হাযার হাযার মা-বোনের সম্ভ্রম আর ভাইদের জীবনের বিনিময়ে একদিন আমরা লাভ করেছিলাম সবুজ-শ্যামল সোনার স্বাধীন বাংলাদেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে বীরের জাতি হিসাবে আমরা স্বীকৃতি লাভে ধন্য হয়েছিলাম। বিজয়ের সমুন্নত মস্তক আমাদের জয় জয় করেছিল। এদেশের মানুষ নিজেদের মত করে বাচার অফুরন্ত অবসর পেয়ে সুখের সাগরে তরী ভাসিয়ে গান ধরেছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার এতগুলো বছর পর আমরা কি নিজেদেরকে স্বাধীন দেশের নাগরিক ভেবে মনে সুখ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি? একটি সুখী, সমৃদ্ধ, স্বাধীন যে দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা জীবন উৎসর্গ করে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল জাতি ভাবতে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম, তা সত্যিই কি অর্জিত হয়েছে? ব্যর্থতার অতল নদীতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি পর্যবসিত হয়ে আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর ভাবনার বাতায়ন খুলে দিলে সেখানে প্রস্ফুটিত হয় বেদনার সুর। বেজে ওঠে নিজ দেশে পরবাসীর দুঃখে ব্যথিত মনের হাহাকার। আজ আমরা আমাদের দ্বারাই নির্যাতিত, শোষিত। আমাদের জীবন, জীবনের ভাবনা, সুখ-সমৃদ্ধি আমাদেরই মত মানুষের খেয়ালী ভাবনার অনিশ্চিত নির্দেশিত ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সাধারণ চিন্তা-প্রত্যাশাও যেন স্বপ্নের মত সুদূর পরাহত। একদিন আমরা অন্য জাতির শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আজ আমাদের ভাইয়ের দুঃশাসন, নির্যাতন আর বাঁকা চোখের লেলিহান শিখায় ভস্ম না হওয়ার জন্য যুদ্ধ করতে হয়। আমার জীবন, আমার সম্পদ, সন্তান-সন্ততিকে আমার জাতি ভাইয়ের করাল গ্রাস থেকে নিরাপদে রাখার জন্য অবিরত সাধনার মালা গাঁথতে হয়।

আমাদের বিবেকের কাছে আমরা পরাজিত। পরাজিত আজ আমরা আমাদের কাছে। নিত্যদিনের রাজনৈতিক দলাদলি-সংঘর্ষ, গোলাগুলি, কিশোরী-যুবতী কিডন্যাপ, ধর্ষণ, সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ, ছিনতাই, খুন, এসিড নিক্ষেপে যুবতীর বীভৎস রূপ ইত্যাদি লোমহর্ষক অনিবার্য সত্য ঘটিত বিষয়গুলি পরাজয়ের সার্টিফিকেট আমাদের গলায় ঝুলিয়ে আমাদের স্বাগত (!) জানায় প্রত্যহ।

আজ ভয়ঙ্কর তিমিরাচ্ছন্নতায় আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ বিপর্যস্ত। নিজের পথ চলায় প্রতিফলিত আমাদের প্রতিবিম্বও ভীষণ ভাবায় আমাদের। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙ্গে অজানা শঙ্কায়। আদরের ছোট সন্তানকে কেউ কিডন্যাপ করছে না তো! মেয়েটা গতকাল কান্নাভেজা চোখ নিয়ে কলেজ থেকে ফিরেছিল কেন? সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনে কিছু উচ্ছৃংখল ছেলে জটলা পাকায় কেন? অসময়ে ফোনটা বেজে ওঠে, অপরিচিত রুক্ষ কণ্ঠস্বর কিসের চাঁদা দাবি করছে? জ্ঞান-চর্চার অনবদ্য পবিত্র স্থানে বিকট আওয়াজ কেন? ক্যালেণ্ডারে নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কেন? প্রকাশ্য দিবালোকে অমুক লোক খুন হ'ল কেন? কেন...? এসব ভাবনা আমাদের প্রতিনিয়ত দহন করে চিরপেষণযন্ত্রের মত করে। এসব দুর্বিষহ যন্ত্রণার চোরাবালি থেকে যেন আমাদের বাঁচার পথ নেই।

আমরা রাজনীতি বড়ই ভালবাসি। নেতা-নেত্রীদের সুমধুর ভাষণে আমাদের প্রাণ ভরে যায় মুগ্ধতায়। তাদের মধুমাখা মিছরির ছুরি গোলাপ ভেবে বুকে ধারণ করি। নির্বাচনে প্রিয় নেতা/নেত্রীকে আমাদের রায়টা দিয়ে দিই। কারণ তিনি

* ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের ভাগ্যের সুপ্রসন্ন দরজা খুলে দেবেন পূর্ণিমার আলোর বন্যায় ভাসা পরশে। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা, আমাদের জীবনের সকল সমস্যা, বাঁচার ও মরার সকল ঝামেলা চুকে দেবেন। কিন্তু আমার প্রিয় নেতা কথা রাখেন না। ক্ষমতার নরম আসনে সমাসীন হয়ে তিনি আমাদের পেটে আগুন জ্বালিয়ে শান্ত্বনার বাণী শুনাতে এসে পেট্রোল ঢেলে জীবনের ময়লা, শরীরের ময়লা দূর করে দেন। আমরা আবার জীর্ণ দেহে শীর্ণ আশা নিয়ে আরেক নেতার পক্ষে মিছিল করি, রক্ত ঝরাই। বোমাবাজিতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে যায় নিমেষে। নেতা খবর রাখে না। আমরা এভাবেই হেরে যাই আমাদের কাছে। পরাজয়ের মালা আমাদের গলায় বসে হাসে।

১৯৭১-এ আমাদের সমস্যা ছিল একটি। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে আমাদেরকে মুক্ত হ'তে হবে। লাভ করতে হবে মুক্ত জীবনের স্বাদ। অর্জন করতে হবে সুন্দর, সুখময়, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরে আমাদের সমস্যা অনেক। জীবনের পদে পদে, প্রকাশ্যে, গোপনে সমস্যা আমাদের আগলে রাখে বিছাতুর কাঁচা পাতা দিয়ে তৈরী জীবন নাশকারী চাদর দ্বারা।

একদিন আমরা বৃটিশ শাসকদের হারিয়ে দিয়ে বিজয় লাভে ধন্য হয়েছিলাম। আজ আমরা আমাদের কাছেই পরাজিত জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে। আজকের পরাজয় আমাদের মনে, গানে, রাজনীতি, অর্থনীতি, জীবননীতি, ভালবাসায় এমনভাবে সংক্রমিত যে, আমরা বিশ্বের কাছে এক নামে পরিচিতি লাভে ধন্য (?) হয়েছি। 'বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ' উপাধিটি আমাদের সেই ৭১-এ উন্নীত বিজয়ের মাথা পরাজয়ের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করেছে। এই দুর্বিসহ অব্যক্ত লজ্জা আর পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে আমরা কি মন্ত্রণা লাভ করতে পারি না?

স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি পুনঃউদ্ধারে আমরা কি আশায় বুক বাঁধতে পারি না? আসুন, আমরা সচেতন হই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমাদের নিয়ন্ত্রিত পরিমণ্ডলকে সন্ত্রাসমুক্ত করি, পরস্পরকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, কল্যাণ কামনা করি। প্রার্থনা করি, জাতীয় রাজনীতিতে দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করার মানসিকতা গড়ে উঠুক। শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠুক পবিত্রময় গবেষণার নিভৃত আলয়। দূর হৌক বৈষম্য, সাম্যের জয়গানে মুখরিত হৌক আমাদের জীবনের দিনগুলি। সমৃদ্ধি লাভ করুক বাংলাদেশের সম্পদ, আমাদের জীবনের সকল কলুষতা মুক্ত হৌক, অবারিত সৌন্দর্যের ধারা সত্যের ফল্গুধারায় বিকশিত হৌক। এই প্রত্যাশা নিরন্তর অন্তরে ধ্বনিত হৌক মুহুর্মুহু।

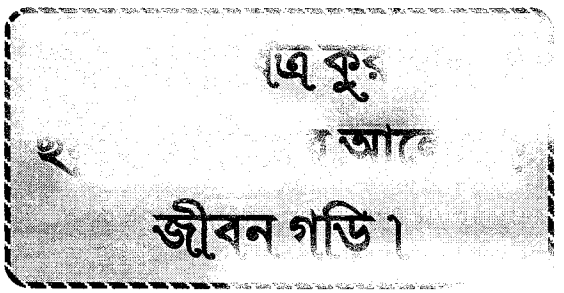

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পরিণামদর্শী ক্রীতদাস

জগতে যারা নিজেদের নাম অমর করে রেখেছেন, তারা কর্তব্যে অবহেলা করেননি। সময়ের কাজ সময়ে করেছেন। আজ নয় কাল করবেন বলে কাজ ফেলে রাখেননি।

এক সময় হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মত মানুষ বেচাকেনা হ'ত। এক লোক ছোট্ট একটি ছেলেকে কিনে নিয়ে যায়। ছেলেটি মালিকের অধীনে কাজ করে যৌবনে পদার্পণ করেছে। এ সময়ে একদিন মালিকের একমাত্র পুত্র পানিতে পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। ক্রীতদাস যুবকটি নিজের জীবন বাজি রেখে মালিকের ছেলেকে মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার করে। মালিক ক্রীতদাসের এ কাজে খুশী হয়ে তাকে দাসত্ব হ'তে মুক্তি দেন।

ক্রীতদাস তার নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অজানা। কে তার মাতা-পিতা? কোথায় বাড়ী? এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তাই সে মুক্তি পেয়ে নিজেকে বিব্রত মনে করল। তবুও সে সাগরের কিনারা ধরে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর অগ্রসর হ'লে সমুদ্রগামী এক জাহাজ এসে তার সামনে ভিড়ল। জাহাজে কিছু লোকজন ছিল। তারা তাকে জোর করে জাহাজে উঠিয়ে গভীর সমুদ্রে জাহাজ চালনা করল। অতঃপর একটি জনবহুল দ্বীপে এসে জাহাজ ভিড়াল। সেখানে বহু লোকজন উপস্থিত ছিল। তারা যখন জানতে পারল একজনকে ধরে আনা হয়েছে, তখন তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। তারা উল্লাস করতে করতে ধৃত যুবককে শহরে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসাল। তারা বলতে লাগল আজ থেকে আপনি আমাদের রাজা। আগামী পাঁচ বছর আপনি আমাদের রাজা থাকবেন। এ সময়ে আমরা আপনার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলব।

তাদের কথা শুনে ক্রীতদাস জিজ্ঞেস করল, পাঁচ বছর পর আমি কি করব? আমাকে তখন কি কাজে লাগানো হবে? জবাবে তারা বলল, পাঁচ বছর পর আপনাকে আবার জাহাজে উঠিয়ে একটি জনশূন্য দ্বীপে ফেলে আসা হবে। আমাদের দেশের এটাই নিয়ম। যুবকটি বলল, অতীতে এভাবে কত জনকে ফেলে আসা হয়েছে? জবাবে তারা বলল যে, বহু সংখ্যক লোককে ফেলে আসা হয়েছে। যুবকটি বলল, তারা কি এ বিষয়ে অবগত ছিল না? তারা বলল, প্রত্যেককে আমাদের এ নিয়ম-নীতির কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু তারা কেউ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু যখন মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, তখন কেবল কেঁদেছে আর সময় বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমরা আমাদের নিয়ম-নীতির কোন পরিবর্তন করি না। নিয়ম পরিবর্তন করা হ'লে নিয়মের গুরুত্ব থাকে না।

যুবকটি তাদের কথা শুনে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, শুরু থেকেই কাজ করতে হবে। তাই সে বলল, আমি যদি লোক পাঠিয়ে সে নির্জন দ্বীপ আবাদযোগ্য করে গড়ে তুলি, তাতে কি আপনারা সম্মত আছেন। সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, অবশ্যই।

যুবকটি দেশ শাসন করার সাথে সাথে তাকে যে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হবে, সে দ্বীপটি রাজত্বের উপযোগী করে গড়ার কাজ শুরু করে দিল। সে পাঁচ বছর ধরে এ কাজ চালিয়ে গেল। অবশেষে যখন তার পাঁচ বছর রাজত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে এল, তখন তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। কেননা নির্বাসিত দ্বীপে তাকে মেয়াদ মোতাবেক রাজত্ব করতে হবে না; জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে সেখানে রাজত্ব করতে পারবে।

তাকে জাহাজে উঠিয়ে নির্বাসিত দ্বীপে রাখতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে এক বিরাট জনতা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ঘাটে সমবেত হয়েছে। সে জাহাজ হ'তে অবতরণ করলে জনতার হর্ষধ্বনিতে ঘাট মুখরিত হয়ে উঠল। ক্রীতদাসটি পরিণাম ভেবে কাজ করার দরুন তার এ সম্মান লাভ হ'ল।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

চিকিৎসা জগৎ

হার্ট অ্যাটাকের কারণ ও প্রতিকার

*ডাঃ মুহাম্মাদ আবু ছিদ্দীক**

আমাদের হৃদযন্ত্রটি একটি পাম্প মেশিনের মত, যা বিরতিহীনভাবে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে যাচ্ছে। হার্টের মাংসপেশি বা মায়োকার্ডিয়ামে পুষ্টি এবং অক্সিজেন সরবরাহ হয় করোনারি আর্টারির মাধ্যমে। এই করোনারি আর্টারির মধ্যে চর্বি জমে গেলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে অ্যানজিনা পেকটোরিস এবং হার্ট অ্যাটাক হয়। হার্ট অ্যাটাককে ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভূমিকম্প হ'লে যেমন একটি জনপদ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, তেমনি হার্ট অ্যাটাক হ'লেও একটি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া যায় বা সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। হার্ট অ্যাটাক হ'লে বুকের মাঝখানে তীব্র ব্যথা হয় বা হাঁপরের মত প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। সেসঙ্গে প্রচুর ঘাম, বমি এবং নিঃশ্বাসে কষ্ট হ'তে পারে বা মানুষটি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

বুকের ব্যথা চিবুকে, নীচের চোয়ালে, দাঁতে, দু'বাহুতে এমনকি পিঠে, ঘাড়ে বা পেটেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বুকের এ ব্যথা বসা বা শোয়া অবস্থায় হ'লে এবং ১৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হ'লে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগী এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে বুকের ব্যথা না হয়েও হার্ট অ্যাটাক হ'তে পারে। একে সাইলেন্ট বা নীরব হার্ট অ্যাটাক বলা হয়।

অ্যাটাক হওয়ার কারণ বা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি কী?

কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যা অপরিবর্তনীয়। যেমন-

❒ বংশগত, অর্থাৎ যাদের পরিবারে হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস রয়েছে বিশেষ করে বাবা বা ভাইয়ের ৫৫ বছর বয়সে বা তার আগেই হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস অথবা মা ও বোনের ৬৫ বছর বয়সে বা তার আগেই হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস থাকলে, ❒ পুরুষের বয়স ৪৫ বা তার বেশি হ'লে ❒ মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স ৫৫ বা তার বেশি হ'লে ❒ আগে হার্টঅ্যাটাক, বুকে ব্যথা বা অ্যানজিনা পেকটোরিস হওয়ার ইতিহাস থাকলে প্রভৃতি।

রিভারসিবল ফ্যাক্টর বা পরিবর্তন যোগ্য কারণঃ

❒ ধূমপান, তামাক পাতা, জর্দা, গুল ব্যবহার করা, কাঁচা সুপারি খাওয়া, ❒ উচ্চ রক্তচাপ, ❒ বহুমূত্র রোগ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস, ❒ রক্তে কোলেস্টরলের আধিক্য, ❒ কায়িক পরিশ্রমের অভাব, ❒ মানসিক দুশ্চিন্তা এবং হঠাৎ রেগে যাওয়া, ❒ ঠাণ্ডা আবহাওয়া ইত্যাদি।

* সহযোগী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধঃ

হার্ট অ্যাটাকের পরিবর্তনীয় কারণগুলি সম্পর্কে আমরা যদি সচেতন হই, তাহ'লে ঝুঁকি থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকা সম্ভব।

১. ধূমপান এবং তামাক জাতীয় নেশা বর্জন করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করলে পাঁচ বছরের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৫০ থেকে ৭০ ভাগ কমে যায়।

২. শরীরের অতিরিক্ত ওযন কমাতে হবে। যারা শরীরের সঠিক ওযন বজায় রেখেছেন, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি স্থূলদের চেয়ে ৩৫ থেকে ৫৫ শতাংশ কম।

ওযন কমাতে হ'লে তার জন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। চর্বি জাতীয় ও ওযন বৃদ্ধিকারী খাবারগুলি হ'লঃ গরু, খাসি, হাঁস, মুরগির চামড়া, মগজ, কলিজা, ডিমের কুসুম, চিংড়ি, বড় মাছের পেটি, ঘি, মাখন, নারকেল, মিষ্টি, অতিরিক্ত ভাত। খাদ্য তালিকায় শাক-সবজি ও ফলমূল বেশি রাখতে হবে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। সবচেয়ে সহজ ব্যায়াম হ'ল নিয়মিত হাঁটা। ঘন্টায় ৩ মাইল বেগে রোজ আধাঘন্টা হাঁটা ভাল ব্যায়াম। এ ছাড়া সাঁতার, সাইক্লিং, জগিং ইত্যাদি করা যেতে পারে। নিয়মিত হাঁটলে বা ব্যায়াম করলে এবং সক্রিয় কর্মময় জীবনযাপন করলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়।

৩. রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর জন্যও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। উল্লিখিত চর্বি জাতীয় খাবারগুলি বর্জন করতে হবে। রক্তের ১ শতাংশ কোলেস্টেরল কমলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ২ থেকে ৩ শতাংশ কমে যায়।

৪. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে এবং পরামর্শ মত চিকিৎসা নিতে হবে। ১ মি.মি. মার্কারি ডায়াস্টোলিক প্রেসার কমলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ২ থেকে ৩ শতাংশ কমে যায়।

৫. বহুমূত্র রোগের যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে। যেমন- খাদ্য তালিকা মেনে চলতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ নিতে হবে।

৬. যাদের পারিবারিক ইতিহাসে হৃদরোগ রয়েছে, তাদের ২০ বছর বয়স থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। মাঝে মাঝে রক্তচাপ ও রক্তের চিনি এবং কোলেস্টেরল পরীক্ষা করাতে হবে।

৭. ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় প্রাতঃভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। আবার অতিরিক্ত গরমে এবং রোদে ব্যায়াম করা বা হাঁটাও উচিত নয়।

৮. অতিরিক্ত টেনশন বাদ দিতে হবে। রাগ দমনের জন্য যোগ ব্যায়াম এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ নিয়মিত পালন সহায়ক হয়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ফরিয়াদ

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট
রাজশাহী।

ওগো দয়াময় আল্লাহ আমার মহান স্রষ্টা তুমি
দরবারে তব ফরিয়াদ করি অধম বান্দা আমি।
বিশ্বের যত মুসলিম জাতি তোমাকে মাবুদ জানে
তোমার কিতাব কুরআন ও কা'বা নবী আখেরাত মানে।
যদিও তাদের দুর্বল ঈমান মুসলিম নাম যে তবু
তাইতো তারা মযলূম ভবে ওগো দ্বীন দুনিয়ার প্রভু।
হেদায়াতের পথে রাখো তাদের দাও ঈমানী শক্তি আজ
আবার তারা ফিরিয়ে আনুক সেই হারানো তখ্ত ও তাজ।
জিহাদ করার শক্তি দাওগো সত্য দ্বীনের মশাল হাতে
দাও নির্ভীক মন সদা রাখো ছহীহ সালামতে।
নির্ভীক চিত্ত শক্তি সাহস দাওগো সবার মাঝে
ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা যেন করে হেথা সব কাজে।
যালিম পাপী মুশরিক আর তাগূতি শক্তি যত
মুসলিম উম্মাহ নিধন তরে আঘাত হানিছে কত।
মান-সম্মান ইয্যত-আবরু সকলই কাড়িয়া লয়
দস্যু তস্কর ডাকাতের হাতে লাখো লাখো প্রাণ যায়।
ধন-সম্পদ লুটিয়া যে লয় গৃহ করে ছারখার
পুত্র-কন্যা হত্যা যে করে এ যাতনা মহা ভার
ভুলিয়া গিয়াছে মুসলিম জাতি অতীতের ইতিহাস
তাইতো তাদের ভাগ্যে এমন নির্মম পরিহাস।
সেদিন এ জাতি তুমি বিনে কভু কাউকে করেনি ভয়
ঈমান-আমান যুদ্ধ-জিহাদে ছিল চির দুর্জয়।
স্ত্রী-পুত্র আর মাল-সম্পদ সঁপিয়া তোমার হাতে
জিহাদের মাঠে ছুটিয়া যাইতো খোলা তলোয়ার সাথে।
বেদ্বীনের সাথে লড়াই করিয়া হাঁসি মুখে দিত প্রাণ
লণ্ড ভণ্ড করিয়া ছাড়িত করিতো যে খান খান।
আজ কেন তারা মার খেয়ে মরে থাকিতে লাখো সৈন্য দল
কোথায় হারালো কেমনে হারালো সেই সে ঈমানী শক্তি বল।
আর সহে নাকো ওগো প্রভু ওগো শক্তিধর
শক্তি-সাহস ঈমান-আমান দাও তুমি পুনর্বার।
দাও সে ওমর দাও সে আলী দাও সে খালিদ ওয়ালীদ বীর
জিহাদী দামামা উঠুক বাজিয়া উঠুক বিশ্বে সেই তাকবীর।
তোমার আকাশে আরশে বাজুক রণ ভেরী দুন্দুভি
দেখুক বিশ্ব নূতন করে সেই সে জিহাদী যিন্দেগী।
তোমার যমীনে তাওহীদী ঝাণ্ডা উড়ুক সারা বিশ্বময়
দেখুক তারা মুসলিম কভু ভীরু কাপুরুষ নিঃস্ব নয়।

***

জীবন তো আসিবে না পুনর্বার

-মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ
কলেজপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

রজনীগন্ধা সুবাস বিলায়,
এক সময় নিজের অজান্তে ঝরে যায়
মৃত্তিকায় লুটে পড়ে, যায় মিলে চিরতরে।
আবার কাননে ফোটে নতুন ফুল;
অরুণ-প্রাতে হাসে অলি
নাচে বুলবুল॥
মানুষের যৌবন আসে,
ভরা যৌবনের আমেজে ভরে যায় জীবন
জোয়ারের নব উচ্ছ্বাসে।
মাত্র ক'দিন পরেই আবার ভাটা পড়ে
জীবন পথে, যৌবনের জোয়ারে;
শুষ্ক-বিবর্ণ কুসুম কলি
ঝরে যায়, এর পরে ধীরে ধীরে
ডাক আসে মরণের অজানা পথের,
জীবন অবসানে মুছে যায় সকল স্মৃতি।
ধরণীর মায়া ছেড়ে তবু হায়
চলে যায় চিরতরে,
আসে না ফিরে পুনর্বার কোন কালে
কাহারও প্রয়োজনে
মায়া ভরা এই ধরণীতে।

***

বৈষম্য

-মাক্বছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা পশ্চিম
খড়িবিলা রোড, সাতক্ষীরা।

ওদের আল্লাহ আর মোদের আল্লাহ
কোন্ দলীলে এক?
ওদের নবী আর মোদের নবী
আসমান-যমীন ফারাক।
ওদের আল্লাহ সর্বত্র
রয়েছে বিরাজমান,
মোদের আল্লাহ আরশে
করেন অবস্থান।
নিরাকার সেই ওদের আল্লাহ
নেই হাত-পা-চোখ-কান,
মোদের আল্লাহ্র হাত-পা আছে
আল-কুরআনেই প্রমাণ।

ওদের নবী নূরের তৈরী
ফেরেশতার জাত,
মোদের নবী মাটির তৈরী
আমরা তাঁরই উম্মাত।
আদম ছিলেন মাটির তৈরী
রাসূল (ছাঃ) তাঁরই বংশধর,
ফেরেশতা হ'তে বহু উর্ধ্বে
আদম-জাত হ'লে ঈমানদার।
বিশ্বনবীকে করল ছোট
নূরের তৈরী বলে,
হায়াতুন্নবী খেতাব দিয়ে
অহি-র উল্টা চলে।
চার দলীলের শারী'আত ওদের
মাযহাব ওদের চার,
মোদের দলীল কুরআন-সুন্নাহ্
মাযহাব মোদের রাসূলের (ছাঃ)।
ওদের ছালাত আর মোদের ছালাত
আদ্যন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন,
মোদের ছালাতই রাসূলের ছালাত
এ জন্যই মোরা ধন্য।
মোদের ছালাত ছহীহ হাদীছে
রয়েছে প্রমাণ ভাই,
ওদের ছালাত ছহীহ হাদীছে
কোনই প্রমাণ নাই।
ওদের ছিয়াম আর মোদের ছিয়াম
সাহারী ও ইফতারীতে তফাৎ,
আগে সাহারী দেরীতে ইফতারী
ইয়াহুদ-নাছারার স্বভাব।
তারাবীই আর ফিৎরাতে
এখানেও বৈষম্য,
এ সংকীর্ণতা মিটবে কি আর
কার আছে ছহীহ দলীল কাম্য?
এত বৈষম্য রেখেও বলে
বিশ্বের মুসলিম এক হও,
'অহি' বিহীন আপোষনামায়
এক হবে কে? এক পা-ও?
আহলেহাদীছ আন্দোলন তাই
সগৌরবে দিচ্ছে ডাক বিশ্বময়,
সঠিক পথের সন্ধান পাবে
হবে যাদের বোধোদয়।

***

এদেশের জনগণ

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার
দৌলতপুর, খুলনা।

দেরী নেই এ দেশের জনগণ জাগতে
ঐ দেখ শুভ ক্ষণ অনাচার রুখতে।
শীঘ্রই দেবে তারা জিহাদের হাঁক
করে দেবে স্তব্ধ অস্ত্রের ডাক।
সন্ত্রাস হানাহানি ঘুঁচবে
রাহাজানি ছিনতাই রুখবে।
মাজের বোঝা তারা আর হতে চাবে না
অলস সময় কভু আর যেতে দেবে না।
বিদেশের পণ্য করে যাবে বর্জন
শ্রম দিয়ে করে নেবে স্বীয় সুখ অর্জন।
জিহাদের প্রয়োজনে যায় যদি যাক প্রাণ
তবু তারা রেখে যাবে এ দেশের সম্মান।

***

পথহারা মুসলমান

-আব্দুল মুন'এম
সোনাডাংগা সাহেব বাড়ি
বাগমারা, রাজশাহী।

জীবন যুদ্ধে
তোমার তো হবার কথা ছিল
ইস্পাত কঠিন।
সেখানে তুমি কাঁচপাত্র।
সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে
বাতিলের সংস্পর্শে নিজেকে করেছ পরাধীন।
তোমার দেহে আসে না আজ কর্মের উদ্দীপনা
মৃত্যুর ডাকে হৃদয় হয় না প্রকম্পিত
আসলে আত্মার শান্তি থেকে
তুমি আজ অনেক দূরে।
আগুন যেমন রূপার ময়লা দূরীভূত করে
তেমনি সত্যের কঠোর সাধনা দূর করবে
তোমার মনের পর্দা, তাতে হ'তেও পার
সিপাহসালার আলী হায়দার।

***

মহিলাদের পাতা

পর্দাঃ নারী মর্যাদার অন্যতম উপায়

*শাহীদা বিনতে তসীরুদ্দীন**

পর্দা ইসলামের এমন একটি মৌলিক বিধান, যা মানুষকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নাশকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। স্বার্থবাদী, ভোগবাদী, কুচক্রী পশ্চিমা মিডিয়া যখন নারীর ক্ষমতায়ন ও সমানাধিকারের নামে নারীদেরকে তাদের অন্দরমহল থেকে টেনে বের করে এনে চরমভাবে লাঞ্ছিত করছে, তখন সময়ের অনিবার্য দাবী হ'ল ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পর্দার বিধান মেনে চলা। আলোচ্য নিবন্ধে পর্দার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পর্দা কি?

আরবী 'হিজাব' (حِجَابٌ) শব্দের অর্থ হ'ল পর্দা, আবরণ, আচ্ছাদন, ঘোমটা[১] বোরক্বা বা শরীরের আচ্ছাদন।[২] পরিভাষায় মেয়েদের সমস্ত শরীর ঢিলেঢালা বড় কাপড় দ্বারা এমনভাবে ঢেকে রাখা, যাতে তার গোপনীয়তা প্রকাশ না পায়। তবে প্রকৃতপক্ষে পর্দা হ'ল সকল সামাজিক বিধি-বিধানের একত্রিভূত এমন একটি সূত্র, যা নারী-পুরুষ সকলকে ইসলামী বিধানের আওতাভুক্ত হ'তে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে।[৩]

পর্দার হুকুমঃ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ-

'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। যা সাধারণতঃ প্রকাশমান সেটুকু ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তাদের মাথার ওড়না যেন বক্ষদেশে ফেলে রাখে' *(নূর ৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ-

'হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়' *(আহযাব ৫৯)*।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে পর্দার বিধানকে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক কোন বিধান জারী হ'লে তা যেকোন মুসলিম নর-নারীর পালন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَ رَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা নেই। বস্তুতঃ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালঃ

মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহযাবে উম্মুল মুমিনীন জয়নব বিনতে জাহ্শের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর সময়কাল কারো মতে তৃতীয় হিজরী আবার কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তবে তাফসীর ইবনে কাছীর ও নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরীর যিলক্বদ মাসে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছে।[৪]

পর্দার শর্তঃ

ইসলামী শরী'আতের পক্ষ থেকে মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে কিছু শর্তাবলী রয়েছে। সেগুলি হ'লঃ

১. পর্দা হবে মেয়েদের সমস্ত শরীর আবৃতকারী। আল্লাহ্র ভাষায়, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ، 'তারা যেন (উপর দিক থেকে) নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়' *(আহযাব ৫৯)*।

২. পর্দা হবে এমন কাপড়ের যাতে গোপনীয়তা প্রকাশ না পায় এবং এমন ঢিলেঢালা হবে যাতে অঙ্গের আকৃতি ফুটে না উঠে।

---

* *দিগদানা, ঝিকরগাছা, যশোর।*

১. *ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণঃ জানুঃ ২০০০) পৃঃ...।*

২. *মুসলিম বোন! কে তোমাকে পর্দার আদেশ দিয়েছেন? সম্পাদনাঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (ঢাকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, ১ম প্রকাশঃ জানুয়ারী '৯৭), পৃঃ ১৩।*

৩. *তদেব।*

৪. *মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃঃ ৯৩৮।*

৩. পর্দার কাপড় হবে সাধারণ ও কারুকার্য বিহীন। যাতে অন্যের দৃষ্টি না কাড়ে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، 'তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, কেবল এ ব্যতীত, যা আপনা হ'তেই প্রকাশ পায়' *(নূর ৩১)*।

৪. পর্দা সুগন্ধিযুক্ত হ'তে পারবে না, যাতে করে সেই সুঘ্রাণ পুরুষের মনকে আকৃষ্ট করে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَصَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا كَذَا يَعْنِيْ زَانِيَةً – ...

'মেয়েরা যখন পর্দাসহ সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষদের কোন সমাবেশের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন পুরুষরা (স্বাভাবিকভাবেই) বলাবলি শুরু করে দেয় যে, এই মহিলাটি এমন এমন অর্থাৎ সুন্দরী।[৫]

৫. পর্দা পুরুষদের ব্যবহৃত পোষাকের অনুরূপ না হওয়া। কারণঃ

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لَبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لَبْسَةَ الرَّجُلِ –

'নবী করীম (ছাঃ) ঐ পুরুষের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষ নারীদের পোষাক পরিধান করে এবং ঐ নারীর প্রতি যে নারী পুরুষদের পোষাক পরিধান করে'।[৬]

পর্দার মৌলিক উপকরণঃ

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূরা নূর ৩০, ৩১ ও আহযাব ৩৩, ৫৯নং আয়াতের আলোকে পর্দার মৌলিক উপকরণগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) দৃষ্টি অবনত করা।

(খ) যৌনাঙ্গের হেফাযত করা।

(গ) যা সাধারণতঃ প্রকাশমান (যথা বোরক্বা, লম্বা চাদর)[৭] তা ছাড়া সৌন্দর্য প্রকাশ না করা।

(ঘ) বক্ষদেশে 'খিমার' বা ওড়না ফেলে রাখা। উল্লেখ্য 'খিমার' ঐ কাপড়, যা নারীগণ মাথায় ব্যবহার করে থাকে, যা দ্বারা গলা এবং বক্ষ পানি ভরা কূপের ন্যায় আবৃত হয়ে যায়।

(ঙ) স্বামীসহ আয়াতে উল্লিখিত ১২ জন ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা *(নূর ৩১)*। এখানে সাজ বলতে যে সাজের মাধ্যমে নারী নিজেকে সুসজ্জিত করে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রকাশ পায়। যেমন- অলংকার ও প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি।[৮]

(চ) গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করা। এখানে হাত-পায়ের অলংকার, বেড়ি, ঝুমুর ইত্যাদি উদ্দেশ্য।[৯]

(ছ) বুকের উপর 'জিলবাব' বা চাদর টেনে দেওয়া। 'জিলবাব' এমন বড় চাদর, যা বোরক্বার পরিবর্তে পরিধান করা হয়।[১০]

(জ) কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পর পুরুষের সাথে কথা না বলা। উল্লেখ্য যে, বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্যের ব্যাপারে সাধারণ থাকে তাতে দোষ নেই *(নূর ৬০)*।

পর্দার মৌলিক স্তম্ভঃ

পর্দার মৌলিক স্তম্ভ ছয়টি, যার ভিত্তিতে পর্দার অপরিহার্যতা সাব্যস্ত হয়। যেমন-

১. اَلْإِيْمَانُ (আল-ঈমান) বা ঈমান রাখা ২. اَلْعِفَّةُ (আল-ইফফাৎ) সতীত্ব সংরক্ষণ, নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখা ৩. اَلْفِطْرَةُ (আল-ফিত্বরাত) স্বভাবধর্ম, প্রকৃতি ৪. اَلْحَيَاءُ (আল-হায়া) লজ্জাশীলতা ৫. اَلطَّهَارَةُ (আত্ব-ত্বাহারাত) আত্মার পবিত্রতা ৬. اَلْغَيْرَةُ (আল-গায়রাত) শালীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ।[১১]

দলীলসহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদত্ত হ'লঃ

১. আল-ঈমানঃ পর্দার মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত আইন-কানূনের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য। আনুগত্যের অপরিহার্যতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা নেই। বস্তুতঃ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*। আর পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ্র আনুগত্য সম্পর্কে নিম্নে তাঁরই কথায় বর্ণিত হয়েছে,

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى–

---

৫. তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১০৬৫ 'ছালাতের জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

৬. আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৬৯ 'পোশাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ।

৭. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, পর্দা, অনুবাদঃ মিজানুর রহমান বিন আবুল হুসাইন (প্রকাশকঃ আল-মাকতাবুত তা'আউনী লিদ-দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ বিল বাদী'আহ, ১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ১৬।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, ইসলামপূর্ব বর্বর যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রকাশ কর না' *(আহযাব ৩৩)*।

২. আল-ইফফাতঃ নৈতিক পবিত্রতা, সতীত্ব সংরক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা রমণীর জন্য পর্দার বাঞ্ছনীয় ও নৈতিক পবিত্রতা বজায় রাখার ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৫৯)*। অর্থাৎ যখন মুসলিম নারী এভাবে আবৃত অবস্থায় ঘরের বাইরে যাবে, তখন লোকেরা বুঝতে পারবে যে, এ এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, শ্লীলতা বর্জিত মহিলা নয়। এ কারণে কেউ তার শ্লীলতার প্রতিবন্ধক হবে না।

৩. আল-ফিত্বরাতঃ স্বভাবধর্ম, প্রকৃতি। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। বস্তুতঃ এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(রূম ৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ-

'প্রত্যেক নবজাত শিশু ফিত্বরাত তথা ইসলামের উপরই ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে'।[১২]

৪. আল-হায়াঃ লজ্জাবোধ। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'।[১৩] তিনি আরো বলেন, اِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 'যখন তুমি নির্লজ্জ হবে, তখন যা খুশি তাই করবে'।[১৪] এ জন্য নিঃসন্দেহে বলা যায়, পর্দা লজ্জাবতী মহিলার মূর্তপ্রতিক।

৫. আত-ত্বাহারাতঃ পবিত্রতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ إِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ-

'তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ' *(আহযাব ৫৩)*।

অত্র আয়াতে পর্দাকেই মানুষের অন্তরের পবিত্রতার উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ ধর্ষণের মূলে দর্শনই দায়ী। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا-

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাক্যালাপ করো না। কারণ এর ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' *(আহযাব ৩২)*।

৬. আল-গায়রাতঃ শালীনতা, আত্মমর্যাদা। নারীর জন্য শালীনতা যেহেতু তার মান-মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। তাই তার শালীনতা হানিকর যেকোন আচরণই তার মানহানির নামান্তর। আর কোন নারীকে পরপুরুষ শুধু যৌনসঙ্গমে উপভোগ করলেই তার মানহানি হয় না; বরং কামুক দৃষ্টিতে উপভোগ করলেও মানহানি হয়।

পর্দা সম্ভ্রমের প্রতীকঃ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ط ذَالِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَيُؤْذَيْنَ-

'তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৫৯)*।

রাঈসুল মুফাসসিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (আল্লাহ তা'আলা) ঈমানদার মহিলাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে বের হবে, তখন যেন নিজেদের চাদর দিয়ে উপর থেকে নিজেদের মুখমণ্ডলকে ঢেকে দেয় এমনভাবে, যাতে করে বক্ষদেশও আবৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার মহিলাকে এমন নির্দেশ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে করে তাদের পোশাক তাদেরকে সতী-সাধ্বী ঐতিহ্যময়ী মহিলা বলে পরিচয় করে দেয় এবং খারাপ ও দুষ্ট লোকদের মনে এঁটে দেয় হতাশার মোহর।[১৫]

---

১২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

১৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫ 'ঈমান' অধ্যায়।

১৪. বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

১৫. মুসলিম বোন! কে তোমাকে পর্দার আদেশ দিয়েছেন? পৃঃ ১১।

এবার আল্লাহ্‌র কালাম ও দুনিয়ার বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। যারা রাস্তায় ঠাট্টা-মশকারা, বিদ্রূপ, ছিনতাই ও ব্যাভিচারের সম্মুখীন হয়, তারা একমাত্র রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারিণীরাই। এ জন্য তাদের বেহায়াপনা ও উচ্ছৃংখলতাই দায়ী।

পর্দাহীনতা শয়তানী ও ইহুদী চক্রান্তঃ

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ-

'আমার পরে মহিলাদের ফিৎনাই পুরুষদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে'।[১৬]

বহু চিন্তা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর ইসলামের শত্রুরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মহিলাদের চরিত্র ধ্বংসের মাধ্যমেই গোটা মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া যায়। তাই মুসলমানদের চরম শত্রু ইহুদীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তি বলেছেন যে, এমন যন্ত্র আছে, যা উম্মতে মুহাম্মাদীকে ধ্বংসের ব্যাপারে এক হাযার কর্মীর চেয়েও অধিক কার্যকর। তা হ'ল চরিত্রহীন মহিলা। সুতরাং এদের ধ্বংস করতে হ'লে দ্রুত প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে ঠেলে দাও।

আরেকজন এমনও বলেছেন যে, আমাদের উচিৎ আধুনিকতার নামে মেয়েদের নগ্নতা, বেহায়াপনা ও চরিত্রহীনতার দিকে ঠেলে দেয়া। কেননা যেদিন আমরা এদের উলঙ্গ করে চরিত্রহীন অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারব, তখন তারাই হবে এমন এক দুঃসাহসী বিজয়িনী সৈনিক, যারা উম্মতে মুহাম্মাদীকে ধ্বংস করে সার্থক বিজয় নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।[১৭]

পর্দাহীনতার কতিপয় অকল্যাণঃ

১. ফিৎনা ও অনাচারে পতিত হওয়া

নারী মুখমণ্ডল খোলা রেখে বেপর্দা হ'লে আপনাআপনি ফিৎনা ও অনাচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য হয়। কারণ মুখমণ্ডল খোলা রেখে চলতে গেলে তার মুখমণ্ডলে এমন কিছু বস্তু-সামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত হ'তে হয়, যা সহজে পুরুষ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

২. নারীর লজ্জাশীলতা বিলীন হয়ে যাওয়া

পর্দাহীনতার ন্যায় অসৎ আচরণের কারণে নারীর অন্তর থেকে ক্রমে ক্রমে লজ্জা-শরম বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং নারী প্রকৃতির অন্যতম দাবী। বস্তুতঃ নারীর লজ্জাহীনতা কেবল দ্বীন ও ঈমান বিধ্বংসী আচরণই নয়; বরং আল্লাহ তাকে যে স্বভাবধর্মে সৃষ্টি করেছেন তার বিরোধিতাও বটে।

৩. পুরুষ অপ্রীতিকর বিষয়ে জড়িত হওয়া

মহিলা সুন্দরী-রূপসী হওয়ার সাথে সাথে যদি তোষামোদপ্রিয়া, হাসি-ঠাট্টাকারিণী ও কৌতুকী হয়, তখন অধিকাংশ বেপর্দা নারীর সাথে এরূপ অশোভন আচরণ সংঘটিত হয়। যেমন -প্রবাদ বাক্য-

'আঁখি মিলন, এরপর সালাম অনন্তর কালাম
অতঃপর অঙ্গীকার, সাক্ষাৎ, সঙ্গম শেষ পরিণাম'।[১৮]

পর্দাহীনতার সর্বশেষ পরিণতিঃ

বেপর্দা নারীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ-

'যারা ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার (নির্লজ্জা) প্রসার লাভ করা পসন্দ করে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(নূর ১৯)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيْلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَ إِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا-

'দু'টি দল জাহান্নামী, যাদেরকে আমি কখনো দেখিনি। এদের একটি দল এমন, যাদের হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে যা দেখতে গরুর লেজের ন্যায়, তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করে। (অর্থাৎ যারা সর্বদাই অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে)। আর অপরটি নারীর দল, যারা অর্ধনগ্ন অবস্থায় কাপড় পরিধান করে। ফলে তারা লোকদের আকৃষ্ট করে এবং তারাও দুষ্ট লোকদের দ্বারা আকৃষ্ট ও ব্যাভিচারের শিকার হয়। তাদের মাথা যেন উঁচু কুঁজবিশিষ্ট চলন্ত উটের ন্যায়। এরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে'।[১৯]

পর্দার ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকাঃ

পুরুষগণ হ'লেন পরিবারের প্রধান। নারীগণ তাদের অধিনস্ত। মহান আল্লাহ বলেন, اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى

---

১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৫ 'বিবাহ' অধ্যায়।
১৭. মুসলিম বোন! কে তোমাকে পর্দার আদেশ দিয়েছেন? পৃঃ ২০।
১৮. পর্দা, পৃঃ ৩৮-৪০।
১৯. মুসলিম, পৃঃ ২১৩ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৫২৪ 'কিছাছ' অধ্যায়।

النِّسَاءِ। 'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوْثٌ، قَالُوا مَنْ هُوَ الدَّيُّوْثُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِىْ لاَ يُغَارُ عَلَى مَحَارِمِهِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ: الَّذِىْ يَرْضَى الْخُبْثَ فِىْ أَهْلِهِ-

'দায়ূছ' ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দায়ূছ কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তার পরিবারে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন তৎপরতা অবলম্বন করে না; বরং এটাকে উপেক্ষা করে চলে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'দায়ূছ' হ'ল সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারে বেহায়াপনায় সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট'।[২০] এই কর্তৃত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য এবং জবাবদিহীতা সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- 'পুরুষগণ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ' *(তাহরীম ৬)*।

অতএব আমরা যদি আল্লাহ্র বিধান ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত আদর্শকে মেনে নিতে পারি এবং পুরুষেরা যদি তাদের মা-বোনদের ইয্যতের মূল্য দেওয়ার জন্য সচেতন দায়িত্বশীল হন এবং পরকালের জবাবদিহীতার কথা স্মরণ করেন, তবে আজ সারা বিশ্বে যে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ ভেষে আসছে এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে যে চোখ ঝলসানো লোমহর্ষক দৃশ্যগুলি চোখে পড়ছে তা হয়ত আর চোখে পড়বে না। ফলে গড়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তির সমাজ, ফিরে পাব সোনালী যুগের ইতিহাস। সর্বোপরি পরকালীন জীবনে আমরা হব চির শান্তির নিবাস জান্নাতের অধিবাসী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন আমীন!!

---

২০. *আহমাদ।*

২১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ 'ইমারত' অধ্যায়।*

ক্ষেত-খামার

ফলের চাষঃ যে পথে আয়

বাগান আকারে বা বসতবাড়ীর আশেপাশে ফল গাছের চারা লাগিয়ে আমরা গড়ে তুলতে পারি ফলের বাগান।

অল্প জমিতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানঃ আমাদের দেশের লোক সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই কম। আবার অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। এক একর জমিতে আম, পেঁপে, কলা ও আঙ্গুর চাষ করলে বছরে ৮০-৯০ হাযার টাকা পাওয়া যেতে পারে। খরচ বাদেও এই টাকায় সাধারণ কৃষি পরিবারের একটি সংসার ভালভাবে চলার কথা। ফল চাষে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। যত্ন-পরিচর্যা এবং পাহারাদারী ইত্যাদি কাজে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও হয়ে থাকে।

অধিক উৎপাদন ও বেশি আয়ঃ ফলের উৎপাদন দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। বছরে তিনটি শস্যের চাষ করেও দানা শস্যের গড় উৎপাদন একরে ৫ টনের বেশি করা যায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আম, তরমুজ, পেঁপে, কলা প্রভৃতি ফল দানা জাতীয় শস্য থেকেও ২/৩ গুণ বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা যায়।

ভদ্রলোকের কৃষিঃ ফল বাগান স্থাপন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া দানা শস্যের মত ঝামেলাপূর্ণ না হওয়ায় এবং অধিক লাভের জন্য অনেক শহুরে শিক্ষিত মানুষও গ্রামে এসে ফল বাগান স্থাপনে আগ্রহী হ'তে পারেন।

সংরক্ষণ শিল্পের প্রসারঃ ফল পচনশীল। পাকা ফল কিছু দিনের মধ্যে ব্যবহার না করলে নষ্ট হবার ভয় থাকে। এগুলি বিদেশে রফতানী করা এবং অসময়ে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফল বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। ফলের উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথেই এসব পদ্ধতির সাহায্যে সংরক্ষণ শিল্পের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিবেশের উন্নয়নঃ বন ধ্বংসের মাধ্যমে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাতে বসেছে। তপ্ত হয়ে উঠেছে ধরণী, রুক্ষ হয়ে উঠেছে পরিবেশ। অধিক জমিতে ফল চাষের জন্য স্থায়ী ফল বাগান গড়ে তোলার ফলে বৃক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে প্রকৃতি সুস্থ অবস্থানে ফিরে আসার সুযোগ পাবে এবং পরিবেশ ভাল থাকবে।

॥ সংকলিত ॥

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২। যেমন ২+২=৪, ২×২=৪।
২. ৪ যোগ করলে। ৬৯-কে উল্টো করে লিখলে হয় ৯৬। অতএব, ৯৬+৪=১০০।
৩. ১৫। যেমন ২০-৫=১৫। ৪. ১০৮।
৫. ৪÷৪=১+৪=৫×৪=২০।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (যন্ত্রবিদ্যা)-এর সঠিক উত্তর

১. ট্যাকোমিটার ২. সিসমোগ্রাফ ৩. ক্রনোমিটার ৪. ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫. অলটিমিটার।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)

১। ইংরেজীতে এমন চারটি শব্দ আছে, যাদের উচ্চারণ প্রায় একই, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। শব্দ চারটি কি কি?
২। এমন পাঁচটি Verb-এর নাম বল, যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে Noun -এ পরিণত হয়?
৩। চার অক্ষর বিশিষ্ট এমন পাঁচটি ইংরেজী শব্দ লিখ, যার প্রথম অক্ষর বাদ দিলে 'ear' শব্দটি অবশিষ্ট থাকে?
৪। পাশাপাশি ৩টি Vowel বিশিষ্ট ৩টি অর্থবোধক শব্দ জান কি?
৫। দু'টি Vowel বিশিষ্ট ৭টি অর্থবোধক শব্দ লিখ?

❒ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওঁগা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. আল্লাহ কি নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান?
২. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরা তিনবার পাঠ করলে একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠের নেকী পাওয়া যায়?
৩. ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে মুসলমান ও কাফেরের সম্পর্ক নির্ণীত হয়, তার নাম কি?
৪. ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত, যা মানুষকে দেখানোর জন্য না হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ভয়ে পালিত হয়, তার নাম কি?
৫। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে, তাকে হাদীছের ভাষায় কি বলা হয়?

❒ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওঁগা।

সোনামণি সংবাদ

যেলা গঠনঃ

ময়মনসিংহঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আলী
পরিচালকঃ মাওলানা মুজীবুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ হুমায়ূন কবীর
সহ-পরিচালকঃ এম, কে আলম।

শাখা গঠনঃ

(২৯৭) চক রাধাকানায় মেহের সরকারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ খলীলুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ আবু তাহের মাষ্টার
পরিচালক ঃ লুৎফর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ শফীকুল ইসলাম
" " ঃ যহরুল ইসলাম।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ হাফেয রাসেল
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সজিব
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ যহরুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ শহীদ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আযীযুল হক।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ রোকসানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শিমা আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ কনকচাঁপা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ পাপিয়া
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ শাহনাজ।

(২৯৮) উমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) ক্যাডেট মাদরাসা শাখা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ এম, কে আলম
উপদেষ্টা ঃ নূরুল ইসলাম
পরিচালক ঃ হাফেয আব্দুল হাই ফিরোয
সহ-পরিচালক ঃ আমীনুল ইসলাম।
" " ঃ হাফেয ওমর ফারূক।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ খন্দকার হাসান মাহমূদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মাহবূবুল আলম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ নাঈম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মাহফূযুর রহমান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আব্দুল কাদের।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ তামান্না নাহার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ নাঈমাতুল আযীয
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ সুফিয়া আখতার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ দৌলতুন নাহার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুক্তা।

(২৯৯) আশার আলো প্রি-ক্যাডেট স্কুল শাখা, সনকান্দা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
উপদেষ্টা ঃ মুকুল
পরিচালক ঃ শফীকুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ নাছিরুদ্দীন
" ঃ ওমর ফারূক।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ ছাক্বিব ইন্তেনাম রাহাত
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুর্তযা আহমাদ তাজ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মাহবূবুল আলম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আবু সাঈদ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ সাদ্দাম হোসাইন।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ ওয়াহীদা আখতার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শামীমা আখতার
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ নুছরাত জাহান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ আসমা আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ তানযীম আখতার।

(৩০০) মধ্য আন্ধারিয়াপাড়া তমীর হাজীবাড়ী ফুরকানিয়া মাদরাসা শাখা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ হাফীযুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ আব্দুল মুত্ত্বালিব
পরিচালক ঃ আব্দুল আলীম
সহ-পরিচালক ঃ শফীকুল ইসলাম
" ঃ নূরুল ইসলাম।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুনীরুযযামান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ বহীরুদ্দীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুশাররফ হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ জসীম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ ইসমাঈল হোসাইন।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ খাদীজা (৪র্থ শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ খাদীজা (৫ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ সাবীনা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ নীলুফা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ রুমেনা।

(৩০১) জাঙ্গালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, আলিমনগর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুবারক আলী
উপদেষ্টা ঃ আব্দুর রাযযাক
পরিচালক ঃ শফীকুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ সুরূজ যামান
" ঃ মুখলেছুর রহমান।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ ফযলুল হক
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুস্তাফীযুর রহমান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুর রাক্বীব আহমাদ
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মিনহাজ আবেদীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ সেলীমুদ্দীন।

সোনামণি প্রশিক্ষণঃ

ময়মনসিংহ, ৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা ১৫ মিনিটে যেলার মধ্য আন্ধারিয়াপাড়া তমীর হাজীবাড়ী ফুরকানিয়া মাদরাসায়, ৯-টা ৩০ মিনিটে আশার আলো প্রি-ক্যাডেট স্কুল সনকান্দায়, ১১-টায় উমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) ক্যাডেট মাদরাসায়, বাদ যোহর জাঙ্গালিয়া আহলেহাদীছ মসজিদ আলিমনগরে এবং বাদ আছর চক রাধাকানায় মেহের সরকারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ফুলবাড়িয়ায় সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি রামাযানের ফযীলত, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কার্যক্রম, ইসলামী জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী যেলা 'সোনামণি' পরিচালক শরীফুল ইসলাম। এ সময়ে তারা ময়মনসিংহ যেলা এবং উপরোক্ত প্রত্যেক স্থানে একটি করে নতুন শাখা গঠন করন। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, সহ-পরিচালক লুৎফর রহমান ও চক রাধাকানায় মেহের সরকারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান প্রমুখ।

৭ নভেম্বর বাদ ফজর প্রশিক্ষকদ্বয় চক রাধাকানায় জামে মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে রামাযানের ফযীলত, গুরুত্ব, ইবাদত কবূলের পূর্বশর্ত, শিরক ও বিদ'আতের কুফল বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন এবং সোনামণি সংগঠনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

মোহনপুর, রাজশাহী, ৯ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য যেলার মোহনপুর থানাধীন বাটুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ১০-টায় সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ময়না খাতুনের কুরআন তেলাওয়াত এবং লালচাঁদ বাদশার ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' মারকায শাখার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'মারকায' শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন মোহনপুর থানা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয।

গোদাগাড়ীঃ একই দিন সকাল ১০-টায় আব্বাস আলী কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত মালকামলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। তিনি সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক আরীফুল ইসলাম, গোদাগাড়ী থানার প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ আব্দুল মতীন ও মালকামলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্বামারুযযামান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কাওছার আলী। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে মালকামলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রায় শতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেড় কোটি মানুষের ঢাকায় ওয়াসার গ্রাহক আড়াই লাখ

গত ২৫ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ঢাকা ওয়াসা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর লভ্যাংশ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয় ও সমবায়মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, ঢাকা শহরের মানুষের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। কিন্তু ওয়াসার গ্রাহকসংখ্যা মাত্র আড়াই লাখ। তিনি বলেন, অবশ্যই ওয়াসার পানি চুরি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পানি চুরি বন্ধ করতে হবে। যারা ওয়াসার পানি চুরি করছে, তারা ওয়াসা ও জনগণের শত্রু। তিনি বলেন, মানুষের ধারণা ওয়াসার পানি খাওয়ার উপযোগী নয়। ঢাকা ওয়াসা যখন পানি উত্তোলন করে, তখন তা বিশুদ্ধ থাকে। কিন্তু গ্রাহকের কাছে যখন পৌঁছে, তখন তা আর ভাল থাকে না। এই পানি হয় পাইপ লাইনে, না হয় বাড়ীর পানির ট্যাংকিতে দূষিত হয়। আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া জানান, ওয়াসার খারাপ পানির লাইন মেরামতের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন আর লাইনে পানি দূষিত হয় এটা শুনতে চাই না। যেকোন মূল্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং ওয়াসার পানি চুরি বন্ধের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসা ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতিরি ৩ হাযার ৩১০ জন সদস্য প্রায় ৬৭ লাখ টাকা লভ্যাংশ পাবেন।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা ৪ঠা মার্চ থেকে

আগামী ৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে সকল বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি এবং মাদরাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা শুরু হবে। এ ব্যাপারে সকল শিক্ষাবোর্ডের পক্ষ থেকে পরীক্ষার রুটিন তৈরী করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ রুটিন অনুমোদন করা হ'লে বোর্ডগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও রুটিন প্রকাশ করবে। শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বোর্ডগুলির পক্ষ থেকে দেওয়া প্রস্তাবিত তারিখেই আগামী বছরের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্টারনেট ফোনঃ মিনিটে ৬ টাকায় বিদেশে কথা বলা যাবে

দিন-রাত যেকোন সময়ে মাত্র ৬ টাকা ব্যয়ে আমেরিকা, জাপান, বৃটেনসহ বিশ্বের উন্নত দেশের সাথে কথা বলা যাবে। এখন টেলিফোনে ১ মিনিট আমেরিকায় কথা বলতে যেখানে ৬০ টাকা লাগে, ইন্টারনেট ফোনে সেখানে লাগবে মাত্র ৬ টাকা। সরকার এই সুবিধা নিশ্চিত করতে আগামী ২ মাসের মধ্যে এই সেবাদানে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'ভয়েজ ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল' (ভিওআইপি) লাইসেন্স প্রদান করবে। গত ১০ নভেম্বর মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে বিদেশে ইন্টারনেট ফোনে কথা বলার বৈধতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ নভেম্বর 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরী কমিশনে'র (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ দেশের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে দ্রুত লাইসেন্স দানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। গ্রাহকদের লাইসেন্সের জন্য নির্দিষ্ট ফি ও নিরাপত্তা যামানত দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রথমতঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ স্বল্প খরচে, অনেকের ধারণা, ৮/১০ টাকায় ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে কথা বলতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ শিক্ষা, চিকিৎসা, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন প্রসারে ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে। তৃতীয়তঃ এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে বহু কল সেন্টার গড়ে উঠবে এবং মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনসহ ক্ষুদ্র আইটি শিল্পের বিস্তার ঘটবে। চতুর্থতঃ অবৈধ কারবার বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি সরকার শত শত কোটি টাকার রাজস্ব অর্জন করতে পারবে।

কুষ্টিয়ায় বিষাক্ত মদ খেয়ে ১০ জনের মৃত্যু

গত ৫ নভেম্বর কুষ্টিয়ায় ঘটে যায় ভয়াবহ মাদক ট্রাজেডি। বিষাক্ত দেশী মদ পান করে ১০ জনের মৃত্যু হয়। অসুস্থ ২০ জনের মধ্যে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুরুতর অসুস্থ ৫ জনের অবস্থা ছিল আশংকাজনক। আরো ২০ জন অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ছিল বলে জানা যায়। ঘটনার রাতে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এলকোহলের সাথে কেমিক্যাল মিশ্রিত দেশী মদ পান করে নিহতরা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ভোর সাড়ে ৪-টায় কুষ্টিয়া চিনিকলের সিআই কুটিপাড়ার মাস'উদ (৫৩)-কে দিয়ে মৃত্যুর সূচনা হয়। এরপর একে একে ১০ জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নিহতরা মদ পান করে অসুস্থ হওয়ার কথা স্বীকার না করলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নিহত সকলেই কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন কার্যালয় চত্বর ও কেয়া হলের গলি এবং আজমপুর গেইট থেকে মদ কিনে পান করে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৬ নভেম্বর সকালে এই ভয়াবহ মাদক ট্রাজেডির খবর প্রচার হলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ জনগণ বলেন, কুষ্টিয়া থানা থেকে ৩শ' গজ দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে মাসিক চুক্তিতে মাদক দ্রব্য বিক্রি হয়।

উল্লেখ্য যে, এই ট্রাজেডির মাত্র দু'দিন আগে গত ৩রা নভেম্বর যেলার ভেড়ামারা উপযেলায় বিষাক্ত ভারতীয় মদ খেয়ে মারা যায় গোপীনাথ ও বাবুলাল। এছাড়াও গত বছর এই রামাযান মাসেই কুষ্টিয়ায় মাদক ট্রাজেডিতে আরো ৭ জন মারা যায়।

গাড়ীতে রঙ্গীন কাচ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

গাড়ীতে টিনটেড বা রঙ্গীন কাচ ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকলেও অবাধে এর ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক সন্ত্রাসীও নির্বিঘ্নে চলাচল করছে টিনটেড গ্লাস লাগানো গাড়ীতে। এতে পুলিশকে পড়তে হচ্ছে বিপাকে। অথচ ডিএমপি রেগুলেশনে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও স্বয়ং পুলিশই এর বাস্তবায়ন করছে না। গত ৬ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে টিনটেড গ্লাস ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ডিএমপি রেগুলেশন অনুযায়ী একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়া আর কারো গাড়ীতে টিনটেড গ্লাস ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সর্বশেষ প্রকাশিত খবরে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী '০৪-এর মধ্যে যানবাহন থেকে রঙ্গীন গ্লাস অপসারণ বা খুলে ফেলার নির্দেশ জারী করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মরফত জানানো হয় যে, নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর উল্লেখিত যানবাহনে রঙ্গীন গ্লাস ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দোকানে দ্রব্যের মূল্যতালিকা টানিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজারমূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায়' গত ১০ নভেম্বর (সোমবার) প্রতিটি দোকানেই পণ্যমূল্যের তালিকা টানানো বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খুব শিগগিরই এটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। সভায় জানানো হয়, আইন অনুযায়ী প্রতিটি দোকানেই সকল পণ্যের খুচরা বিক্রয়মূল্য প্রকাশ্য স্থানে টানিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বর্তমানে তা মানা হচ্ছে না এবং এ বিষয়টি দেখার জন্য সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগটিও সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে আইনটি এখনও বহাল রয়েছে।

এ ব্যাপারে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরী আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে বলেন, এখন থেকে প্রতিটি দোকানেই প্রধান প্রধান পণ্যসামগ্রীর খুচরা বিক্রয়মূল্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ্যে টানিয়ে রাখতে হবে। তিনি বলেন, পণ্যমূল্যের তালিকা টানানো হলে কেউ ইচ্ছে মত দাম বাড়াতে কিংবা খেয়ালখুশী মত দাম নিতে পারবে না। এতে জিনিসপত্রের দামও কমে আসবে।

দেশের ২ কোটি মানুষ নিরক্ষর ॥ ৬১ যেলায় ১৫৪৭৫ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার সময়সীমা ২০০০ থেকে ২০০৬ সাল অর্থাৎ ৬ বছর বাড়ালেও নিরক্ষরতার হার কমছে না। বরং এ বছরও হ্রাস বৃদ্ধি নিয়ে নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিগত সরকার আমলে দেশে স্বাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ বলা হ'ত। কিন্তু এ বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে এই হার ৬২ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এক সভার কার্যপত্রে বলা হয়, দেশে ২ কোটি লোক নিরক্ষর। ১৯৯১-এর শুরুর দিকে থাইল্যাণ্ডের জমতিয়নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ৪টি লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেও এখনো পর্যন্ত দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এক হিসাবে বলা হয়, শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য সরকার ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালালেও গত দুই দশকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি। বরং ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে প্রায় ৩শ' স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুলের শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৬ হাযার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার সম্প্রতি ৪ হাযার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সরকার সম্প্রতি ৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য সরকার ৫ দফা লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১ যেলার ৪৪০টি উপযেলায় ১৫ হাযার ৪৭৫টি অব্যাহত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিএলওঃ ভূমি ব্যবস্থাপনায় আশার আলো

ভূমি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ ২শ' বছরের পুরাতন সমস্যা জর্জরিত পদ্ধতির পরিবর্তে সিএলও (সার্টিফিকেট অব ল্যাণ্ড ওনারশিপ বা ভূমি মালিকানা সনদ) দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আশার আলো হিসাবে সাড়া জাগিয়েছে। ৩২৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্প প্রাথমিকভাবে দেশে ৬টি বিভাগের ৬টি উপযেলায় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। 'বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসন সংস্কার' শীর্ষক ৬ বছর মেয়াদী এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে ভূমি প্রশাসনে দক্ষতা, উন্নয়ন, স্বল্পতম সময়ে ভূমি মালিকদের অনুকূলে উন্নত নিরাপত্তা সম্বলিত রেকর্ড অব রাইটস প্রদান, জরিপ ও ম্যাপিং পদ্ধতি এবং ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, মৌজা ম্যাপসহ ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সমগ্র দেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত ভূমি প্রশাসন উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণীত হবে পরীক্ষিতভাবে। ভূমির মালিকানা স্বত্ব নিরূপণের বিষয়টিও সহজ হবে। ফলে জনগণের ভোগান্তি, মামলা-মোকদ্দমা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন এই সময়োপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়িত হ'লে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ধনী-গরীব সকলেই সমানভাবে পাবেন। যেমনঃ ভূমি রেজিস্ট্রেশন, জরিপ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ একক কর্তৃত্বের অধীনে কাজ করবে। এক্ষেত্রে একই জমি একাধিকবার রেজিস্ট্রেশন অথবা কোনভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে হস্তান্তরের কোন সুযোগ থাকবে না। স্বত্ব সম্পর্কিত সনদপত্র শুধু উপযেলা সদর দফতরেই সংরক্ষিত হবে না। যেলা সদর এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরেও এগুলির কপি সংরক্ষিত থাকবে। বিধায় এক জায়গা হ'তে জালিয়াতি হ'লে বা খোয়া গেলে অপর জায়গা হ'তে তথ্যসমূহ সহজেই পাওয়া যাবে। সিএলও পদ্ধতিতে বর্তমানে প্রচলিত পারিবারিক খতিয়ানের পরিবর্তে প্লটভিত্তিক খতিয়ান প্রণয়ন করা হবে। এর ফলে একাধিক দাগের সম্পূর্ণ ও আংশিক জমি অন্তর্ভুক্তির কোন সুযোগ থাকবে না। এ পদ্ধতিতে খুব স্বল্প সময়ে ভূমি মালিকগণকে তাদের ভূমির মালিকানা স্বত্বের চূড়ান্ত দলীল হস্তান্তর করা যাবে। বারবার নতুন জরিপের মাধ্যমে খতিয়ান ও নকশা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হবে না। এ পদ্ধতিতে কোন জমির আংশিক বিক্রয় অথবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর হ'লে তা তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা যাবে।

মাত্র দেড়শ' টাকার জন্য এনজিও কর্মকর্তা কর্তৃক মালামাল লুট

গাজীপুর সদর উপযেলার সালনায় স্থাপিত 'সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস' এনজিও কর্তৃপক্ষ পশ্চিম চতর গ্রামের রেহেনা সুলতানার বাড়ীর সমস্ত মালামাল নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে উক্ত মহিলা বাদী হয়ে জয়দেবপুর থানায় একটি এযাহার দায়ের করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে উক্ত এনজিও কর্মকর্তা হুমায়ূন কবীর, হারূনুর রশীদ ও যহীরুদ্দীন ১২/১৩ জন লোক নিয়ে সুলতানার বাড়ীতে গিয়ে ২টি খাট, ২টি ফ্যান, ১টি টিভি, ১টি ডাইনিং টেবিল, ১টি আলনাসহ

অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, সুলতানা ঐ এনজিও'র কাছ থেকে মোট ৬ হাযার টাকা লোন নিয়েছিল। যা ১৫০ টাকা করে মোট ৪৬ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ইতিমধ্যে সে ২৯টি কিস্তি পরিশোধও করেছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ১টি কিস্তি দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল। কিন্তু সে পারিবারিক প্রয়োজনে তার গ্রামের বাড়ী শ্রীপুর এবং আত্মীয়ের বাসা ময়মনসিংহ যায়। যাবার পূর্বে এনজিও'র ম্যানেজার হুমায়ুন কবীরকে বলে যায়। তারপর উক্ত এনজিও কর্তৃপক্ষ তার মালামাল লুট করে।

[এভাবে কত শত নিরীহ মা-বোন যে প্রতিনিয়ত ইহুদী-খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত এ ধরনের এনজিও কর্তৃক সর্বস্বান্ত হয়ে ডুকরে কাঁদে, এর ক'টিইবা পত্রিকার পাতা ছাপিয়ে শিরোনাম হয়ে আসে। সাবধান দেশবাসী! সেবার নামে সাধারণ মুসলমানদের সর্বস্বান্ত ও ধর্মান্তরিত করার এ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেকে। -সম্পাদক]

দুই শতাধিক ইসলামী এনজিও বন্ধ হওয়ার পথে

দেশের ২ শতাধিক ইসলামী জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তথা ইহুদী-খ্রীষ্টান লবির কৌশলপূর্ণ বিধি-নিষেধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে নিয়মিত অনুদানের অর্থ আসতে না পেরে এসব বেসরকারী সেবামূলক ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের অসংখ্য কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শীঘ্রই এসব ইসলামী সংস্থা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এর ফলে সারাদেশে লক্ষাধিক মুসলিম অনাথ-ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেই সাথে প্রায় অর্ধ কোটি দরিদ্র নর-নারীর বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে এসব ইসলামী সংস্থায় কর্মরত প্রায় ২৫ হাযার মানুষের চাকরির অবসান ঘটার উপক্রম হওয়ায় তাদের জীবনে বেকারত্বের ঘোর অমানিশা নেমে আসছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও ইসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশের ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিয়মিত অনুদানে ২ শতাধিক ইসলামী জনকল্যাণধর্মী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (এনজিও) বিগত প্রায় ২ দশক ধরে এদেশে প্রশংসার সাথে কাজ করে আসছে। এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ইয়াতীমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন এবং পরিচালনা, মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সহযোগিতা দান, বিত্তহীন বেকার নর-নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, অভাবী মানুষের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনা, দরিদ্র মানুষের বিবাহে সহযোগিতা প্রদানসহ বিভিন্ন এলাকায় অসহায় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছিল।

বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী এনজিওসমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা 'আমওয়াব' (এসোসিয়েশন অব মুসলিম ওয়েলফেয়ার এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ) সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগেও এ দেশের এসব ইসলামী সংস্থা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কল্যাণধর্মী নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে বছরে প্রায় ৪০/৫০ কোটি টাকার ফান্ড পেত। কিন্তু বর্তমানে ঐ ফান্ডের পরিমাণ মাত্র ১৫/২০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। ফলে দেশের অন্যতম বৃহৎ ইসলামী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন' (আইআইআরও)-এর অধিকাংশ কর্মকাণ্ডই বর্তমানে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। সংকুচিত হয়ে গেছে 'রাবিত্বা আল-'আলম আল-ইসলামী'-এর মত সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক ইসলামিক এনজিও'র এ দেশীয় কর্মকাণ্ড। ইসলামিক রিলিফ এজেন্সী 'ইসরা'ও তার বহু প্রকল্প তহবিলের অভাবে গুটিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। 'আল-কুয়াইরা' এদেশে যেখানে ইতোপূর্বে ১২টি ইয়াতীমখানা পরিচালনা করত, সেখানে বর্তমানে তাদের ১০টি ইয়াতীমখানাই বন্ধ হয়ে গেছে।

এনজিও ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে প্রায় ১৮শ' রেজিষ্টার্ড এনজিও বিদেশী অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে হাযারখানেক এনজিও সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু ইসলামী ভাবধারার এনজিওগুলি ছাড়া আর কোন এনজিও'র বিদেশী অনুদান কমেনি, বরং বেড়েছে। বিশেষ করে এ দেশের দরিদ্র মুসলমান, হিন্দু ও উপজাতীয়দের ধর্মান্তকরণে লিপ্ত বলে অভিযুক্ত 'কারিতাস', 'সিসিডিবি', 'কেয়ার', 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' প্রভৃতি খ্রীষ্টান মিশনারী এনজিওদের ফান্ড গত কয়েক বছরে দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজও এদের ভাগ করে দেওয়া হয়। অপরদিকে 'প্রশিকা', 'ব্র্যাক', 'এডাব' প্রভৃতি এনজিও'র বৈদেশিক ফান্ড প্রাপ্তিতে কোন বাধা নেই। একমাত্র 'প্রশিকা' প্রতিবছর যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য আনে, তার অর্ধেকও এদেশের সকল ইসলামী এনজিও মিলে পায় না। তারপরও ইসলামী এনজিওগুলির জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড এদেশে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্র চলছে।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে) রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী(সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৭. সাঝের মায়া, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।
৮. আযাদের পত্রিকার দোকান, গনকপাড়া, রাজশাহী।
৯. পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

বিদেশ

ফ্লোরিডার স্কুলবাসে মুসলিম বিদ্বেষ

ফ্লোরিডার একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বহনকারী বাস এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মত ইরাকী ও আফগানী শিক্ষার্থীদের বহনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ২৭ জন স্কুল শিক্ষার্থীকে তাদের বাড়ী থেকে ৮ মাইল দূরে শহরের বাইরে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ডুভাল কাউন্টি স্কুলবাসের মহিলা ড্রাইভার হিজাব পরিহিত ছাত্রী এবং দেখতে আরবীয় মনে হয় এমন ছাত্রদের বাস থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বাস ড্রাইভারের এরূপ আচরণের কোন কারণ খুঁজে পায়নি। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে গেলে তারা জানায়, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বাস কোম্পানীর সাথে কর্তৃপক্ষ কথা বলবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অভিভাবকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোন নির্ভরযোগ্য পরিবহন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন না। 'কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনস'-এর এক মুখপাত্র আল-জাযিরাকে বলেন, এ ধরনের আচরণ দুঃখজনক হ'লেও এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

বিশ্ব শান্তির জন্য ইসরাঈল সবচেয়ে বড় হুমকি

ইউরোপীয়দের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের পর ইসরাঈল বিশ্ব শান্তির জন্য বড় হুমকি। এরপর রয়েছে উত্তর কোরিয়া ও ইরান। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক জনমত জরিপে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়। ইরাক যুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত এক জনমত যাচাইয়ের অংশ হচ্ছে এই জরিপ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫টি সদস্য দেশের প্রত্যেকটির ৫০০ লোকের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে এই জরিপ চালানো হয়। এতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ইউরোপীয় মনে করে, ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক। বিশ্বশান্তির জন্য ইসরাঈল হুমকি সৃষ্টি করছে কি করছে না এই প্রশ্নের জবাবে ৫৯ শতাংশ ইউরোপীয় হ্যাঁ জবাব দিয়েছে। ৫৩ শতাংশ বলেছে, ইরান, উত্তর কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রও হুমকি।

বুশের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার দাবীঃ হোয়াইট হাউজের সামনে লক্ষাধিক লোকের বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক নীতির বিরুদ্ধে গত ২৫ অক্টোবর হাযার হাযার লোক হোয়াইট হাউজের চারপাশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ইরাক দখলের প্রতিবাদ করে এবং সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানায়। গত মে মাসে প্রেসিডেন্ট বুশের যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এটিই প্রথম বড় ধরনের বিক্ষোভ। এতে ১৪৫টি শহর থেকে প্রায় ১ লাখ লোক অংশ নেয় বলে জানা যায়। বিক্ষোভে বুশের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার দাবী জানানো হয়। হাযার হাযার লোক প্রথমে ওয়াশিংটন মনুমেন্টে এসে জড়ো হয় এবং পরে হোয়াইট হাউজের দিকে মিছিল করে এগিয়ে যায়। এ সময় তারা বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করে। বিক্ষোভে শান্তিকর্মী ছাড়াও মার্কিন সৈন্যদের পরিবারের লোকজনও অংশ নেয়। অধিকাংশ বিক্ষোভকারীরা বলেন, ইরাক দখলের মূল্যের চেয়ে মার্কিনীদের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। ইরাক পুনর্গঠনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে দেশের ভেতরেই তার সদ্ব্যবহার করা যেত।

ইউনাইটেড ফর পিস এণ্ড জাস্টিস ও আন্তর্জাতিক 'অ্যানসার' যৌথভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করে। বিক্ষোভ সমাবেশে ডেমোক্র্যাটিক দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন প্রত্যাশী আল-শাপটন এবং সাবেক মার্কিন এটর্নি জেনারেল রামর্জি ক্লার্কও বক্তব্য রাখেন।

বৃশ্চিকের সাথে বসবাস

বিষাক্ত বৃশ্চিকের সাথে দীর্ঘ সময় থাকার রেকর্ড করেছেন থাইল্যাণ্ডের বুন্টাবি সিংওয়াং (২৬)। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ তার নাম উঠেছে। শুধু থাকা নয় এই বিষাক্ত প্রাণীগুলি যেন তার আজ্ঞাবহ এমনিভাবে হাতে, মুখে নিয়ে খেলা দেখিয়ে তিনি সবাইকে অবাক করে দেন। বুন্টাবি একটি বিশেষভাবে তৈরী কাচের ঘরে এক হাযার বৃশ্চিক নিয়ে ২৮ দিন ও রাত থেকেছেন। গত ৯ নভেম্বর তার এই বৃশ্চিক সহ বাস শেষ হয়।

জাপানে পার্লামেন্ট নির্বাচনঃ কোইজুমির জয়লাভ

গত ৯ নভেম্বর জাপানে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালের পর এবং লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির তত্ত্বাবধানে এই প্রথম পার্লামেন্টের নিম্নপরিষদের ভোট অনুষ্ঠিত হয়। নিম্ন পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ৪শ' ৮০টি। বর্তমান পার্লামেন্টে লিবারাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ২শ' ৪৭। তার অপর দুই শরীক দলের আসন সংখ্যা ৪০ এবং বিরোধী ডিপিজে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব জাপান-এর আসন সংখ্যা ১শ' ৩৭। জাপানের মোট ভোটার সংখ্যা ১০ কোটি ৩০ লাখ।

জাপানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির নেতৃত্বাধীন তিন দলীয় কোয়ালিশন জয়ী হয়। নির্বাচনে ৪৮০ আসনের পার্লামেন্টে কোইজুমির জোট ২৭৫টি আসন লাভ করে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম নারীর মৃত্যু

বিশ্বের প্রবীণতম নারী জাপানের কামাতো ইংগো গত ৩১ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) স্থানীয় একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর তিনি পালন করেন ১১৬ তম জন্মদিন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তার নাম উঠেছে।

রাশিয়ায় মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে

পবিত্র মাহে রামাযানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত রাশিয়ায় দুর্বৃত্তরা বেশ কিছু মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ গত ১৩ নভেম্বর রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে দু'টি মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে ১ লাখ ৩০ হাযার রুবেল পরিমাণ অর্থের সম্পদ ক্ষতি হয়। স্থানীয় কম্পো পত্রিকা জানায়, কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্ত মসজিদ ভবনে প্রথমে বিস্ফোরক ছিটিয়ে পরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনার কয়েকদিন আগেও কাছাকাছি আরেকটি মসজিদে আগুন লাগানোর চেষ্টা চালানো হয়। মসজিদে কেন আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে তার কারণ এখনো বের করা যায়নি। তবে রাশিয়ান মুফতী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নাফুল্লাহ আশরাফ বলেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাব থেকে এই কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। তিনি সতর্ক করে দেন যে, এই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক মহিংসতা দেখা দিতে পারে।

মুসলিম জাহান

ইরাকে ৪ বছরে মার্কিন বাহিনীর ব্যয় হবে ৮ হাযার ৫শ' কোটি ডলার

ইরাকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য ৮ হাযার ৫শ' কোটি ডলার ব্যয় হবে আগামী ৪ বছরে। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের বাজেট অফিস এই হিসাব নিরূপণ করেছে। বর্তমানে ইরাকে ১ লাখ ৩০ হাযার মার্কিন সৈন্য রয়েছে। এ সংখ্যা কমালেও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন হেরফের হবে না বলেও বাজেট বিষয়ক কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন। হাউজ বাজেট কমিটির প্রভাবশালী সদস্য কংগেসম্যান (ডেমোক্র্যাট) জন এম স্প্রেট জুনিয়রের অনুরোধে বাজেট কমিটি আরো জানিয়েছে যে, আগামী দশ বছরে ইরাকে মার্কিন বাহিনীর জন্য ২০ হাযার কোটিরও অধিক ডলার ব্যয় হবে। অবশ্য পেন্টাগন এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের তুলনায় ৮ মাসেই বেশী মার্কিন সৈন্য নিহত

ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রথম তিন বছরে যত মার্কিন সৈন্য নিহত হয়, ইরাকে এ বছর মার্চ মাসে যুদ্ধ শুরুর পর নয় মাসেরও কম সময়ে তার চেয়ে বেশী মার্কিন সৈন্য মারা গেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স গত ১৩ নভেম্বর বেশকিছু তথ্য প্রকাশ করে। মার্কিন সেনাবাহিনীর মতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৬১ সালের ১১ ডিসেম্বর। ১৯৬২, ৬৩ ও ৬৪ সালের পুরোটা সময়ে সেখানে নিহত হয় মোট ৩৯২ জন মার্কিন সৈন্য। এ হতাহতের পর ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ সেখানে ১ লাখ ৩০ হাযার মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। এ মুহূর্তে ইরাকেও রয়েছে ১ লাখ ৩০ হাযার মার্কিন সৈন্য। সেদিনের ভিয়েতনামের তুলনায় আজ ইরাকে মোতায়েনকৃত মার্কিন সেনাবাহিনী আরো বেশী অত্যাধুনিক, প্রশিক্ষিত ও চৌকস। তারা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় ভিয়েতনামের তুলনায় ইরাকের মাটি তাদের কাছে সামরিক কৌশলের দিক থেকেই অনুকূল। কিন্তু ইরাকী গেরিলাদের চোরাগুপ্তা হামলার কাছে মার্কিন সৈন্যরা আজ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। গত ১২ নভেম্বর বাগদাদে বোমা বিস্ফোরণে এক মার্কিন সৈন্যের নিহতের মধ্য দিয়ে ইরাকে মার্কিন সৈন্যের মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯৭ জন। অর্থাৎ গত ২০ মার্চ অপারেশন ইরাকী ফ্রিডম শুরু হওয়ার পর গত ১১ নভেম্বর ইরাকে হতাহতের সংখ্যা ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে গেছে।

সুদানে যাকাত আনতে গিয়ে ভিড়ের চাপে নিহত ৩১

সূদানের পূর্বাঞ্চলীয় শহরে যাকাতের টাকা ও খাদ্য নিতে শত শত লোকের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে ৩১ জন নিহত এবং ৪৮ জন আহত হয়েছে। পবিত্র রামাযান মাস উপলক্ষে যাকাত লাভের জন্য স্থানীয় এক ধনী পরিবারের বাড়ীর সরু প্রবেশ পথে বিপুল সংখ্যক লোক ভিড় জমায়। যাকাতের টাকা ও খাদ্য বিতরণ শুরু হ'লে লোকজন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বেপরোয়া হয়ে ঠেলাঠেলি শুরু করে। ফলে ঘটনাস্থলে পদতলে পিষ্ট হয়ে ১৫ জন মহিলা, ১২ জন শিশু ও ৪ জন পুরুষ নিহত হয় এবং অন্য ৪৮ জন আহত হয়।

ইরাকে কপ্টার বিধ্বস্তঃ ১৫ মার্কিন সৈন্য নিহত

ইরাকে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বিরামহীন গেরিলা হামলার রেশ ধরে গত ২ নভেম্বর গেরিলা যোদ্ধাদের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মার্কিন সৈন্যবাহী একটি চিনুক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। এই হামলায় ১৫ মার্কিন সৈন্য নিহত এবং অপর ২০ জন আহত হয়। পশ্চিম ইরাকের একটি ঘাঁটি থেকে ৩২ জন সৈন্য নিয়ে বাগদাদের সাদ্দাম বিমান বন্দরের দিকে যাবার সময় রাজধানী বাগদাদের ৬৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ফালুজার নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগান থেকে আকস্মিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত হ'লে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। একই দিন পশ্চিম ইরাকের ফালুজায় গেরিলা যোদ্ধারা একটি মার্কিন কনভয়ে বোমা হামলা চালালে ৪ দখলদার সৈন্য নিহত হয়। হামলার তৃতীয় ঘটনা ঘটে খোদ রাজধানী বাগদাদে। এদিকে একই দিন বাগদাদের সন্নিকটে সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ আবু গরীবে মার্কিন সৈন্যরা আবারও স্থানীয় ইরাকীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে মার্কিন পক্ষে ৪ সৈন্য নিহত এবং ৬/৭ জন ইরাকী আহত হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

এই ঘটনার ৫ দিন পর গত ৭ নভেম্বর সকালের দিকে মার্কিন বাহিনীর একটি ব্লাক হক হেলিকপ্টার সাদ্দাম হোসেনের নিজ শহর তিকরিতে টাইগ্রিস নদীর উত্তর পাড়ে আঁছড়ে পড়ে ৬ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। গত ২ নভেম্বর চিনুক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ১৬ জন মার্কিন সৈন্যের উদ্দেশ্যে আল-আসাদ সেনা ঘাঁটিতে আয়োজিত শোক সভার সামান্য কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ব্লাক হক বিধ্বস্ত হবার ঘটনাটি ঘটে। একটি সূত্র জানায়, ইরাকীদের রকেট চালিত গ্রেনেড বিস্ফোরণে কপ্টারটি বিধ্বস্ত হ'তে পারে। একই দিন পশ্চিম ইরাকের মসুলে সামান্য ব্যবধানে দু'দফা গেরিলা হামলায় নিহত হয় আরো এক মার্কিন সৈন্য।

যুক্তরাষ্ট্রে শোকের ঝড়ঃ স্বজনদের কান্নাঃ ইরাকে হেলিকপ্টারে হামলায় নিহত মার্কিন সৈন্যদের খবর যখন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে পৌঁছে, তখন সেখানে বয়ে যায় শোকের ঝড়। স্বজনদের কষ্ট, কান্না আর ক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে যায় উত্তর ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের ক্ষুদ্র শহর জেনোয়া। বিধ্বস্ত চিনুক কপ্টারটি চালাচ্ছিল ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট ব্রায়ান স্লেভেনাস। স্লেভেনাস নিহত হওয়ায় জেনোয়ায় তার ঘরে তার বাবা, ভাই সবাই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তার পিতা রোনাল্ড কান্নাসিক্ত কণ্ঠে বলেন, সে ছিল বন্ধুবৎসল, ভদ্র, বিনয়ী, সৎ, দায়িত্ববান ও নীতিবান।

মার্কিন কপ্টার ভূপাতিত হওয়ায় রামাযানের শুরুতেই আমাদের ঈদঃ ইরাকের রাজধানী বাগদাদের পশ্চিমে ফালুজার অদূরে বায়সা নামক গ্রামে অত্যাধুনিক এই মার্কিন চিনুক হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা বলেছেন, পবিত্র রামাযানে তার চেয়ে ভাল উপহার তারা আশা করতে পারেনি। জনৈক ট্যাক্সি চালক আব্দুল্লাহ হোসাইন বলেন, আমরা সাধারণত রামাযানের শেষে ঈদ পালন করি। কিন্তু নাস্তিক মার্কিন সৈন্যবাহিনীর কপ্টার ভূপাতিত হওয়ায় এবার আমরা রামাযানের শুরুতেই ঈদ পালন করছি।

রিয়াদে ভয়াবহ বোমা হামলা

সন্ত্রাসী হামলার আশংকায় গত ৮ নভেম্বর থেকে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়ার পর ঐ দিনই দিবাগত মধ্যরাতে রিয়াদে অবস্থিত বিদেশীদের আবাসিক এলাকা আল-মুহায়া কমপ্লেক্সে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৩০ জন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হয়। আহতদের মধ্যে বেশীরভাগ শিশু। হামলার জন্য গতানুগতিকভাবে সঊদী নাগরিক ওসামা বিন লাদেনের 'আল-কায়েদা' সংগঠনকে দায়ী করা হয়। তবে মার্কিনীরা তাদের উপর হামলার আশংকা করলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবার বিদেশীদের যে আবাসিক এলাকায় হামলা হয় সেখানে মিসর, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীনসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের লোকজন বসবাস করত। ফলে এবারের বোমা হামলায় মার্কিন বা পাশ্চাত্যের কোন দেশের নাগরিক হতাহত হয়নি; বরং হতাহতদের প্রায় সবাই মুসলমান।

বিস্ফোরণে কূটনৈতিক প্লেটধারী একটি গাড়ীসহ মোট ১৫টি গাড়ী ভস্মীভূত হয়। বিধ্বস্ত হয় ১০টি ভবন। বৃটেন, রাশিয়া, পাকিস্তান এবং আরব লীগ এই হামলার নিন্দা করেছে।

তুরস্কে ভয়াবহ বোমা হামলা

তুরস্কের বাণিজ্যিক রাজধানী ইস্তাম্বুলে গত ১৫ নভেম্বর সকালে ইহুদীদের উপাসনালয়ে দু'টি ভয়াবহ গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ২৪ জন নিহত এবং দেড় শতাধিক লোক আহত হয়। ইহুদীদের উপাসনালয় সিনাগগে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সময় এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রস্থল বেওগলুতে অবস্থিত নগরীর বৃহত্তম সিনাগগ 'নেভে শালম' এবং নিকটবর্তী অপর একটি সিনাগগ 'বেথ ইসরাঈল'-এর সামনে প্রায় একই সময়ে গাড়ী বোমা দু'টি বিস্ফোরিত হয়।

তুরস্কের একটি ইসলামী সংগঠন 'গ্রেট ইষ্টার্ন ইসলামিক রেইডার্স ফ্রন্ট' (আইবিডিএ-সি) এই হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে এবং অনুরূপ আরো হামলার হুমকি দেয় বলে খবরে প্রকাশ। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তুর্কী বার্তা সংস্থা আনাভোলিয়ায় টেলিফোন করে বলেন, মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানোর প্রতিবাদে এবং উক্ত নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও অনুরূপ হামলা অব্যাহত থাকবে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়্যেব এরদুয়ান এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, তুরস্কের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে এই হামলা চালানো হয়। তুর্কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুল বলেন, এর সঙ্গে বাইরের শক্তি জড়িত থাকতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালে ইস্তাম্বুলে সর্ববৃহৎ এই সিনাগগে বন্দুকধারীদের হামলায় ২২জন ইহুদী উপাসনাকারী নিহত হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই উক্ত সিনাগগে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারী রয়েছে। উল্লেখ্য, ইস্তাম্বুলে প্রায় ২০ হাযার ইহুদীর বসবাস।

বৃটিশ কনসুলেটে বোমা হামলাঃ ইহুদীদের উপাসনালয়ে ভয়াবহ বোমা হামলার ৫ দিনের মাথায় গত ২০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১-টায় ইস্তাম্বল শহরের বিওগলু এলাকায় বৃটিশ কনসুলেট ও বৃটিশ মালিকানাধীন এইচএসবিসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলায় বৃটেনের কনসাল জেনারেল রজার শর্ট সহ অন্তত ২৬ জন নিহত ও চার শতাধিক আহত হয়েছে। এ সময়ে ইরানের মিল্লাত ব্যাংকের ইস্তাম্বুল শাখার ১০ জন ইরানীও গুরুতর আহত হন। এদিকে এ বোমা হামলার কারণে ইস্তাম্বুলে মার্কিন কনস্যুলেট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি মাহাথিরের বিদায়

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি, এশিয়ার কণ্ঠস্বর ও মুসলিম বিশ্বের জননন্দিত নেতা প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ গত ৩১ অক্টোবর স্থানীয় সময় আড়াইটায় তার ডেপুটি আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার রাজা সৈয়দ সিরাজুদ্দীন ছাড়াও মাহাথিরের স্ত্রী সিতি হামসাহ মুহাম্মাদ আলী, রাজপরিবারের সদস্য, মন্ত্রীসভার সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে রাজা বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মাহাথিরের গলায় রত্নরাজি খচিত একটি হার পরিয়ে দেন। এটি হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর মাহাথির বলেন, এ মুহূর্তে আমি স্বস্তি বোধ করছি। তিনি বলেন, তিনি তার স্মৃতিকথা লিখবেন এবং সরকার তার পরামর্শ চাইলে দেবেন।

ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ ১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রী হোসেন ওনের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি শুধু একজন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের ছোঁয়ায় দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রভেদ করে মালয়েশিয়া একটি শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। মাহাথিরের প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় মালয়েশিয়া ছিল একটি হত দরিদ্র দেশ। টিন ও রাবার ছিল একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উপায়। এমন এক দরিদ্র মালয়েশিয়াকে তিনি হাইটেক দেশে রূপান্তরিত করেছেন। সমকালীন বিশ্বে মাহাথির হ'লেন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী। মালয়েশিয়ার নতুন প্রধামন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবী তার পূর্বসূরী প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদের নীতি বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

মাথার তালু জোড়া লাগা মিসরীয় যমজ শিশুর সফল অপারেশন

মাথার পার্শ্ব জোড়া লাগা আলোড়ন সৃষ্টিকারী যমজ বোন লাদেন ও লালাহ-এর মৃত্যুর পর মাথার তালুতে জোড়া লাগা মিসরীয় যমজ ভাই আহমাদ ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবরাহীমের অপারেশন গত ১২ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডালাসের শিশু হাসপাতাল 'চিলড্রেন্স মেডিকেল সেন্টারে' স্থানীয় সময় সকাল ১১-টা ১৭ মিনিটে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ৩৪ ঘন্টার এ দীর্ঘ অপারেশনে ৪০ জন ডাক্তার, নার্স ও ষ্টাফ অংশ নেন। ডাক্তারদের ভাষ্যমতে দু'ভাই বর্তমানে আশংকামুক্ত। দীর্ঘ এক মাস পর গত ১৩ নভেম্বর তারা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়। এই সফল অপারেশনের ফলে দুই ভাই একে অপরকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মিসরের রাজধানী কায়রোর ৮শ' কিলোমিটার দক্ষিণের আল-হোমার শহরে ২০০১ সালের ২রা জুন মাথার তালুতে জোড়া লাগা অবস্থায় দু'ভাইয়ের জন্ম হয়। এক বছর পূর্বে তাদেরকে অপারেশনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হ'লে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর এই অপারেশন করা হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কোনটি আগে ডিম না মুরগী

ডিম নাকি মুরগী ছিল, মুরগী হ'ল ডিম, এই নিয়ে বুদ্ধিমানরা খাচ্ছিলেন হিমশিম, খুব মজার প্রশ্ন তাই না? বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, সবচেয়ে' আদি পাখি আরচাকপটারেক্স ডিম পারত। এরা বাস করত আজ থেকে ১৫ কোটি বছর আগে। জুরাসিক যুগের সেই প্রাচীন পাখি থেকেই বর্তমান যুগের মুরগী এসেছে। ঐ পাখির ডিম থেকে সেই আমলে উদ্ভট আকারের পাখি জন্ম নিত। উন্নয়নের ক্রমধারায় সময়ের ব্যবধানে রূপান্তরের এক আধুনিক ফসল হ'ল এ কালের ডিম। প্রজন্ম থেকে উন্নততর প্রজন্মে বিবর্তিত হ'তে হ'তে সর্বশেষের ডিমটি থেকে বেরিয়ে এসেছে আমাদের ভোজনপ্রিয় আজকের মুরগী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিমই আগে এসেছে। কিন্তু ডিম ও মুরগী নিয়ে বুদ্ধিমানদের বিতর্ক শেষ হয়ে যায়নি। তারা চলে যান আরো গোড়ার দিকে। জীবনের মূল প্রশ্নে, জীবনের সব তথ্য, নির্দেশ, বংশ এবং পরিবর্তন ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রোটিন। আর জীবকোশের সকল কর্মের নির্দেশক হ'ল ডিএনএ। প্রোটিন আগে না ডিএনএ আগে সৃষ্টি হয়েছে? এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। একদল প্রোটিনের সপক্ষে এবং অন্যদল ডিএনএ'র পক্ষে। প্রোটিনবাদীদের দুর্বলতা হ'ল প্রোটিন তার অনুলিপি তৈরী করতে পারে না। কিন্তু ডিএনএ তার ব্লু প্রিন্ট্রের নকশা অনুসারে যখন যতটা নিয়ন্ত্রণ দরকার, তা বিধান করে যাচ্ছে এক অদৃশ্য তাড়নায়। আর এ জন্য ডিএনএ'র দরকার কমপক্ষে ৩২ রকম বিভিন্ন প্রোটিন। জীবন প্রক্রিয়ার এই মূল বিষয়টি প্রাণহীন এমাইনো এসিডের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। স্পষ্ট করেই বুঝা যাচ্ছে, জীবনের আদি উৎসগুলো পরম সূক্ষ্ম তথ্যকণার মাধ্যমে একটি অপরটির সাথে বন্ধনশীল। একটিকে বাদ দিলে অপরটি অর্থহীন হয়ে যায়। তথ্যরা কিভাবে কাজ করে তা আমরা কম্পিউটার সফটওয়ার হ'তে ভালভাবে বুঝতে পারি। নির্দেশ বা আদেশ ব্যতীত পুঞ্জীভূত হাযারো তথ্য একেবারেই নিষ্ক্রিয়। প্রাণ সৃষ্টির ওই নির্দেশক হ'লেন মহান আল্লাহ। তিনি যখন আদেশ করেন- হও, অমনি তা হয়ে যায় এবং তিনি প্রাণহীন হ'তে জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি করেন (আল-কুরআন)। বুদ্ধিমানরা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র উক্তিটিই মেনে নিয়েছেন।

সবচেয়ে দ্রুতগতির কম্পিউটার ভাইরাস

'আই লাভ ইউ' ভাইরাস এযাবৎকালের সবচেয়ে বেশী ও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়া কম্পিউটার ভাইরাস। হংকং-য়ে প্রথম ভাইরাসটি শনাক্ত করা হয় ২০০০ সালের ১লা মে। কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা যখন 'আই লাভ ইউ অ্যাটাচমেন্ট' খোলে, তখন এই ভাইরাসটি মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর ই-মেইল ডাইরেকটরীতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের সরকার, বহুজাতিক কোম্পানী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির কম্পিউটার এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

ভাইরাসটি 'হোয়াইট হাউস' এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ই-মেইল নেটওয়ার্কেও হামলা চালায়। মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ট্রেড মাইক্রো ইনকরপোরেশন জানায়, ২০০০ সালের ৮ মে পর্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকর এই ভাইরাস বিশ্বের ৩০ লাখেরও বেশী কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে।

চা ক্যান্সার রোধে সক্ষম

চা একটি জনপ্রিয় পানীয়। এটি সহজলভ্যও বটে। চা মানুষের পরিশ্রান্ত দেহকে সতেজ করে কাজের উদ্দীপনা যোগাতে সাহায্য করে। তবে দুধ, চিনি, লেবু মিশ্রিত চায়ের চেয়ে শুধু 'র' চা-ই স্বাস্থ্যের জন্য বেশী উপকারী। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এই শক্তিশালী পানীয় অনেক অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। আমেরিকান হেল্‌থ ফাউণ্ডেশনের রিসার্চ সেন্টারের ডাক্তার এবং গবেষকগণ মন্তব্য করেন যে, চা পানের অভ্যাস আমাদের বেশ কিছু রোগব্যাধির মোকাবিলা করতে পারে। যেমন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এবং কিছু প্রকার ক্যান্সার। জাপানের ইউনিভার্সিটি অব শিজুওফা-এর খাদ্য বিজ্ঞানী ও গবেষক ডাঃ ইটারোওগুনীর মতে, সবুজ চা কয়েক ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। তিনি সম্প্রতি তাঁর এক দীর্ঘ গবেষণায় দেখেছেন, সবুজ চা-তে যে ফ্লেভনয়েডস আছে, তা আমাদের ত্বকের মেলানিনের অতিরিক্ত বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ত্বক অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকে। তিনি আরো দেশেছেন যে, ফ্লেভনয়েডস ত্বকের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষগুলিকে নির্জীব করে দেয়। ফলে ত্বক ক্যান্সারের ঝুঁকি শতকরা ৯৪ ভাগ কমে যায়। সবুজ চা-তে পলিফেনল-এর মাত্রা বেশী থাকে বলে চা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চাঙ্গা রাখে। চায়ের পাতা সানস্ক্রিন হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। এটি ত্বকের উপর লাগালে ত্বক সূর্যে পোড়া অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং লাবণ্য ফিরে পায়। চা-তে ফ্লুরাইড আছে, যা দাঁত ও মাড়িকে সুস্থ রাখতে পারে এবং নানাবিধ দন্ত সমস্যা থেকেও মুক্ত রাখতে পারে।

কানে আঙ্গুল দিয়ে শুনুন

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য, মোবাইল কল শোনার জন্য আর এর স্পীকার বা ইয়ারপীস কানে লাগাতে হবে না। শীঘ্রই ব্যবহারকারীর আঙ্গুল কানে লাগিয়ে এ কাজটি করা যাবে। জাপানের ফোন কোম্পানী 'এনটিটি ডোসোমো কম্পিউটিং ল্যাবরেটরী' এমন এক ধরনের হাতঘড়ি ফোন উদ্ভাবন করেছে যার ব্যবহারকারীরা তাদের আঙ্গুলকে 'এয়ারপীস' হিসাবে কাজে লাগাতে পারবেন। 'ফিঙ্গার হুইস্পার' বা আঙ্গুলের ফিসফিসানী নামের এই ছোট্ট যন্ত্রটিতে একটি বিশেষ ধরনের রিস্টব্যান্ড বা কব্জিবন্ধনী সংযুক্ত রয়েছে, যার সাহায্যে কথোপকথনের ধ্বনি কম্পন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে কানে আঙ্গুল দিয়ে কথোপকথন সব শোনা যাবে।

কেউ ফোন করলে গ্রাহক তার তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল দু'টি পরস্পর স্পর্শ করলেই ফিঙ্গার হুইস্পার ফোনটি চালু হয়ে যাবে। কথোপকথন শেষে আবার তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করা মাত্রই ফোনটি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এর সঙ্গে একটি মাইক্রোফোন লাগানো রয়েছে, যার সাহায্যে এর ব্যবহারকারীরা কথা বলতে পারেন। 'ফিঙ্গার হুইস্পার' ফোনটিতে কোন 'কী প্যাড' নেই। ফোন নম্বরটি মুখে উচ্চারণ করলেই ডায়াল হয়ে যাবে।

তবে এই চমকপ্রদ মোবাইল ফোনটি কবে বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসছে তা 'এনটিটি ডোসামো' জানায়নি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং শরী'আত অনুমোদিত নেক আমলের মাধ্যমেই আল্লাহ্র দীদার লাভ সম্ভব

-আমীরে জামা'আত

নওগাঁ ২৪শে অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত নওগাঁ যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, কোন পাপী-গোনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার লাভ করতে পারবে না। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বর্তমানে দেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, আমাদের সরকার বলছেন, জাতি যতই শিক্ষিত হবে, ততই অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টা। আধুনিক শিক্ষা যত বাড়ছে, ততই জাতির অধঃপতন ত্বরান্বিত হচ্ছে। বিশ্বের সর্বাধিক শিক্ষিত দেশগুলিই এখন বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হ'লে জাতিকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে হবে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, শিক্ষা তিন প্রকারঃ (১) সাধারণ শিক্ষা, (২) সুশিক্ষা ও (৩) কুশিক্ষা। যদি জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়, তবে অবশ্যই বৈষয়িক শিক্ষার সাথে সাথে তাকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নৈতিক শিক্ষাবিহীন শুধুমাত্র বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ অত্যন্ত সুচতুর একজন চোর বা ডাকাতের চাইতে বেশী কিছু হ'তে পারেন না। তিনি বলেন, অনেকের ধারণা ইসলাম শুধু মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়, বৈষয়িক শিক্ষা থেকে নিরুৎসাহিত করে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, তাদের ধারণা ইসলামে বিজ্ঞান নেই। অথচ তারা জানে না পবিত্র কুরআনের শতকরা ১১টি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। বুখারী শরীফে প্রায় দুই শতাধিক মেডিকেল সায়েন্স-এর হাদীছ রয়েছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান গবেষণা করেই একদিন কর্ডোভা, গ্রানাডা সারা বিশ্বে শিক্ষকের স্থান দখল করেছিল। আধুনিক যুগের জনক রজার বেকন বলতে বাধ্য হয়েছেন, যদি মুসলমানদের নিকট থেকে আমরা বিজ্ঞান না পেতাম। তবে আজকের বিজ্ঞান আরো এক হাযার বছর পিছিয়ে যেত। তিনি বলেন, আল্লাহ্তে গভীর বিশ্বাস ও তাঁর প্রেরিত ঐশী বিধানের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র দীদার লাভ করা সম্ভব। আহলেহাদীছ আন্দোলন উক্ত লক্ষ্যেই পরিচালিত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা-র অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, নওগাঁ যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবূ মূসা আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি আইয়ূব হোসাইন ও আইনুল হক প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

ইসলামের দাবী শুধু কথায় নয়, কাজে বাস্তবায়িত করুন

-জোট সরকারের প্রতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ৭ই নভেম্বর শুক্রবারঃ স্থানীয় ইংলিশ রোডস্থ ফজলুল করীম কমিউনিটি সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কর্তৃক আয়োজিত আট শতাধিক মুছল্লীর এক বিশাল ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, রামাযান মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। এ কুরআন ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত ও রহমত হিসাবে আমাদের নিকটে আমানত রয়েছে। আমরা একে শুধু পঠনের গ্রন্থ হিসাবে নয়, আমলের গাইড বুক হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেই আমাদের সার্বিক জীবনে শান্তি নেমে আসবে। জোট সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ধন্য বর্তমান জোট সরকার ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা সরকারের নিকটে দাবী করব, তারা যেন এই সুযোগকে আল্লাহ্র রহমত মনে করেন এবং আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী বিধানকে শুধু কথায় নয় কাজে বাস্তবায়ন করেন। মুসলিম ঐক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, মাযহাব, তরীকা বা ইজমের ভিত্তিতে নয়, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমেই কেবল মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত-এর ঢাকাস্থ অফিসের ইয়াতীম বিভাগের পরিচালক জনাব মাহমূদ ইসমাঈল, আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা অফিসের নায়েবে মুদীর জনাব সাল্লাম মুহাম্মাদ আবু মৌজারী ইয়ামানী, এ.টি.এন. বাংলা-র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আরকানুল্লাহ হারুনী এবং অন্যান্য সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা যেলা সেক্রেটারী জনাব তাসলীম সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও মুছল্লীদের সমাগম ঘটে।

আসুন! আল্লাহ্র নিকটে আমাদের আমলগুলি কবুল হৌক, সেই চেষ্টা করি

-জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ৭ই নভেম্বর শুক্রবারঃ স্থানীয় নয়াবাজার ফ্রেঞ্চ রোডে অবস্থিত বাইতুল মামূর জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মুছল্লীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য বিরোধী কোন আমল আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। বরং তা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। যদিও তা জনগণের নিকটে কবুল হয়। তিনি বিশেষ করে মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীলবৃন্দ ও ইমামগণের প্রতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের সমস্ত ধর্মীয় আমলকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন, নিজস্ব অহমিকা, প্রচলিত রেওয়াজ, বাপ-দাদার দোহাই, সরকারী বাধা প্রভৃতি কারণে মুমিন মুসলমানেরা অনেক সময় ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করতে বাধাগ্রস্ত হয়। এসব বাধা অতিক্রম করেই আমাদেরকে জান্নাতের রাস্তা তালাশ করতে হবে।

তাবলীগী সভা

রাজবাড়ী ১৪ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ডঃ লোকমান হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ লোকমান হোসাইন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ হওয়ার অর্থ নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান মেনে নেওয়া। আহলেহাদীছ আন্দোলন দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে অহি-র বিধানের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন। তিনি দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করে সকলকে নির্ভেজাল এ দ্বীনী কাফেলায় শরীক হয়ে দাওয়াতী কর্মসূচী জোরদার করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রঊফ। সার্বিক সহযোগিতা করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল বারী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

বানরীপাড়া, বরিশাল; ১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বৃহত্তর বরিশাল যেলার উদ্যোগে বিশারকান্দি চৌমহনা বাজারে এক বিরাট তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সমাজপতি মাষ্টার হায়দার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন বাগেরহাট যেলা সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা আহমাদ 'আন্দোলন'-এর আলী রহমানী, চিতলমারী শৈলদা সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ আহমাদ ও বানারীপাড়া নিবাসী মাওলানা আনোয়ার হোসাইন। সভায় বক্তাগণ উপস্থিত শ্রোতাগণকে বিভিন্ন মত ও তরীকা বর্জন করে একমাত্র রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর তরীকায় জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। সভা শেষে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর মধ্য হ'তে অনেকে এখন থেকে তাদের জীবন পবিত্র কুরআন ছহীহ হাদীছ মুতাবিক পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর, বুধ ও বৃহস্পতিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ১ম দিন আদর্শ বয়া ও ২য় দিন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভাতে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা আহমদ আলী রহমানী।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ; ১৬ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য দুপুর ২-টা ৩০ মিনিটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা কর্মপরিষদ ও উপদেষ্টা কমিটি সমন্বিত এক বিশেষ তাবলীগী সভা রহনপুর এ,বি, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন

বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। যেলা কর্মপরিষদ সদস্য আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আশরাফুল হক-এর পরিচালনায় উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হক, রহনপুর ইউসুফ আলী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, সোনাইচণ্ডী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা গোমস্তাপুর সোলেমান মিয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মাদ সামাউন বাছীর।

পবিত্র মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে মিছিল অনুষ্ঠিত

(১) কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৫শে অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংরাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া এলাকা সংগঠনের উদ্যোগে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে কলারোয়া উপযেলা শহরে আয়োজিত এক বিশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি ও সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আবু তাহের ও মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত উক্ত মিছিল ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, শেক্রেটারী মাওলানা আলতাফ হোসায়েন, যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক জনাব আব্দুর রহমান সানা, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক জনাব মাষ্টার মুহাম্মাদ বনি আমীন, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ক্বামারুয যামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মিছিলটি কলারোয়া বাযার প্রদক্ষিণ করে এসে বিরাট সমাবেশে পরিণত হয়।

(২) সাতক্ষীরা, ২৬শে অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা সংগঠনের উদ্যোগে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে স্থানীয় পলাশপোল আহলেহদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ হ'তে এক বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি সাতক্ষীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একটি বিরাট সমাবেশে পরিণত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর মান্নান, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তাঁরা বলেন, রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। অথচ কোন সরকারই বিষয়টির দিকে কোনরূপ গুরুত্ব দেন না। তাঁরা বর্তমান জোট সরকারের প্রতি রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা করা, এ মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তৎপরতা রোধ করা, অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছায়াছবি প্রদর্শন বন্ধ করা, টিভিতে বাজে অনুষ্ঠান প্রচার এবং প্রকাশ্যে ধূমপান ও রাস্তার ধারে ও দেয়ালে নগ্ন ছবি লাগানো ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করার দাবী জানান।

(৩) বুড়িচং কুমিল্লা ২৫ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বুড়িচং এলাকার উদ্যোগে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের-এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের উপস্থিতিতে বুড়িচং উপযেলায় এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি বুড়িচং উত্তর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে উপযেলার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে বুড়িচং উপযেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জালালুদ্দীন, সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আহমাদ শরীফ, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসলামুদ্দীন প্রমুখ। মিছিল শেষে নেতৃবৃন্দ উপযেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-র কাছে পবিত্র মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা

জয়পুরহাট ৭ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত 'সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০০৩' উপলক্ষ্যে যেলা কার্যালয় আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তফা আলীর সভাপতিত্বে ও যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সাধারণ জ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, যেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০০ জন শিক্ষার্থী উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সহ বিপুল সংখ্যক সুধী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আত-তাহরীক পড়ুন!
যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ডকৃত জমির উপর ওয়াক্বিয়া মসজিদ নির্মিত হয়। পরে তা জুম'আ মসজিদে পরিণত হয়। বর্তমানে মসজিদটি পুনরায় নির্মাণের প্রয়োজন। এক্ষণে ঐ জমির উপরে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?

-খাদীজা
কুমিরা মহিলা কলেজ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদ এমন স্থানে নির্মিত হবে, যা সর্বদা মানুষের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে মসজিদে যাতায়াতেরও সুব্যবস্থা থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় 'মসজিদে নববী' নির্মাণ করার পূর্বে (মানুষের অধিকারমুক্ত করার জন্য) জমির মালিককে মসজিদের জন্য জমিটি বিক্রি করতে বলেন। কিন্তু মালিক উক্ত জমির অর্থ নিতে অস্বীকার করেন এবং জমিটি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করে দেন *(বুখারী ১/৬১ পৃঃ হা/৪২৮ 'ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৮)*। উক্ত দলীল অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ হওয়া যরূরী। অতএব মসজিদ পুনঃনির্মাণ করার পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিটিকে মসজিদের নামে জমিটি ওয়াক্ফ করে দেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ 'বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ করা নাজায়েয' কথাটির প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-মাহমূদ হাসান
বড় পাথার, বগুড়া।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর-কনের পক্ষ থেকে কেউ কারো প্রতি প্রস্তাব পেশ করলে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত অন্য কেউ নতুনভাবে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَيَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ-

'কেউ তার ভাইয়ের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না তাকে অনুমতি দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ-

'কেউ তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপরে নতুন প্রস্তাব পেশ করবে না, যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৪ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ দাস-দাসী প্রথা কি রহিত হয়ে গেছে? না হ'লে এ ধরনের নারী-পুরুষ বর্তমানে আছে কি? থাকলে তাদেরকে গ্রহণ করা যাবে কি?

-নযরুল ইসলাম
কলেজ বাজার, বিরামপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ দাস-দাসী প্রথা শরী'আতে রহিত করা হয়নি। তবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক্ব যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই (বিয়ে কর); অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত ক্রীত দাসীদেরকে। এতেই রয়েছে কোন একজনের দিকে অন্যায়ভাবে ঝুঁকে পড়ার সর্বাধিক কম সম্ভাবনা *(নিসা ৩)*।

কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য স্থানে দাস-দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরী'আত উক্ত প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছে। আধুনিক ইউরোপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে চতুর্দশ শতকে তাদের দেশে দাসমুক্তির বিধান করেছে। অথচ ইসলাম তার সাতশ' বছর পূর্বে সপ্তম শতকে স্রেফ মানবিক কারণে দাসপ্রথা ক্রমবিলোপের স্থায়ী বিধান জারি করেছে। ইসলামে দাসগণ যে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অতুলনীয়। হযরত বেলাল (রাঃ), যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) প্রমুখ তার অনন্য দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে আব্রাহাম লিংকন কেবল দাস মুক্তির বিধান জারি করেছিলেন। কিন্তু তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের ও মর্যাদা উন্নয়নের ব্যবস্থা করেননি। যার জন্য এখনও ঐসব দেশে সাদা-কালোর ভেদাভেদ অব্যাহত রয়েছে।

তবে ইসলাম দাসপ্রথা সাথে সাথে নিষিদ্ধ করেনি সামাজিক দূরদর্শিতার কারণে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আজও বাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হয় বলে মাঝে-মধ্যে পত্রিকায় খবর আসে। যাইহোক স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোনরূপ বাধ্যগত পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে মুসলমান যেন বিপথে ধাবিত না হয়, সেজন্যেই উক্ত প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে ইসলাম এই প্রথা চিরস্থায়ীভাবে উচ্ছেদের পক্ষপাতী। *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম পৃঃ ৩৫-৬০; আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০. প্রশ্নোত্তর ৩৫/১৪০)*।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান যুগে বাসার কাজের মেয়েরা ক্রীতদাসী নয়। অতএব, কাজের মেয়ে বড় হ'লে তার সঙ্গে স্বাধীন মেয়েদেরমত যথাযথভাবে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেব বললেন, 'ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য কতিপয় ছাহাবী একই রাতে আযানের বিষয়টি স্বপ্নে দেখেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থাপন করা হ'লে তিনি তা সত্যায়ন করেন' মর্মে ঘটনাটি মিথ্যা। মাওলানা ছাহেব কি সত্য বলেছেন? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
পশ্চিমভাগ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং ঘটনাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৬৫০ সনদ হাসান, 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। একটি বর্ণনা মতে, ঐ রাতে ১১ জন ছাহাবী একই স্বপ্ন দেখেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ সময় ও মূল্য নির্ধারণ করে শস্য প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে টাকা প্রদান করা হয়। এক্ষণে, নির্ধারিত সময়ে শস্য দিতে না পারলে শস্যের পরিমাণ বাড়ানো যায় কি?

-আমজাদ হুসাইন
হড়গ্রাম মুনশীপাড়া
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ সময়, মূল্য ও পরিমাণ নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত সময়ে শস্য প্রদান করতে না পারলে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা এক ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুই ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮৬৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মুবারকপুরী, শরহ বুলূগুল মারাম হা/৭৮৬, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ বিছানায় নাপাকী লেগে থাকলে তার উপর পরিষ্কার কিছু বিছিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শাবলু মিয়া
নিউঘর, কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে। তবে নাপাকীর উপর যা বিছানো হচ্ছে, তা যদি উক্ত নাপাকীর কারণে ভিজে যায়, তাহ'লে ছালাত হবে না। কারণ এতে এটিও নাপাক হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, অপবিত্র বস্তু পবিত্র করার দু'টি মাধ্যম রয়েছেঃ (১) নাপাকি ছাফ করা (২) নাপাকি ঢেকে দেওয়া *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ আমি মাঝে-মধ্যে ভুলক্রমে তাশাহ্হুদ পড়ার পর দরূদ না পড়ে দো'আয়ে মাছূরা পড়ে ফেলি। এমতাবস্থায় আমাকে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
ডক শ্রমিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উপরোক্ত অবস্থায় সহো সিজদা দিতে হবে না। তবে এটি সুন্নাতের খেলাফ। দো'আ কবূলের জন্য সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে, দরূদ পড়ার পর অন্যান্য দো'আ পড়া। ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর বলল, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে মুছল্লী! তুমি তাড়াহুড়া করলে! যখন তুমি ছালাত আদায় করবে এবং সালামের বৈঠকে বসবে, তখন আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা করবে এবং আমার প্রতি দরূদ পড়বে। তারপর দো'আ করবে। হাদীছের শেষাংশে রয়েছে, তাহ'লে দো'আ কবূল করা হবে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৩০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'দরূদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। তবে মুসলমান হিসাবে আমি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করি। পরকালে আমার মুক্তি হবে কি?

-বাদশাহ
হাকিমপুর বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৈরাগ্য জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি ছিয়াম পালন করি আবার ছিয়াম পরিত্যাগ করি, রাত জেগে ছালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। এটাই আমার সুন্নাত। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ নতুন ঘরবাড়ী, দোকানপাট উদ্বোধনের সময় অথবা কোন অনুষ্ঠানের শুরু বা শেষে হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?

-ফযলুল হক্ব
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ এগুলি উদ্বোধন উপলক্ষে অথবা কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে হাত তুলে দো'আ করা যাবে না। কারণ দো'আ হচ্ছে ইবাদত, যার পদ্ধতিতে কোন প্রকার সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকার কারু নেই। যে বিধান যেখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা সেখানে সেভাবেই পালন করতে

হবে। কেবল বরকতের আশায় উক্ত স্থানগুলিতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন আনাস (রাঃ) স্বীয় দাদীর বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খানাপিনার দা'ওয়াত দেন। তখন তিনি উক্ত বাড়ীর পুরুষ-মহিলা সকলকে নিয়ে সেখানে জামা'আত করে ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তা'লীম ও বরকতের জন্য বাড়ীতে জামা'আত সহকারে নফল ছালাত পড়া যায় *(মির'আত ৪/২৯ পৃঃ হা/১১১৪-এর ব্যাখ্যা)*। অনুরূপভাবে শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার আশায় সূরা বাক্বারাহ পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ 'আত-তাহরীক' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০০৩-এর প্রশ্নোত্তর কলামে বলা হয়েছে, 'জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই'। যদি তাই হয়, তবে নিম্নের হাদীছগুলির সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

(١) اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ -رواه ابن ماجة- (٢) كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا لاَيَفْصِلُ فِىْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ -رواه ابن ماجة- (٣) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا وَّبَعْدَهَا أَرْبَعًا- رواه الترمذى والطبرانى-

-আব্দুল ওয়াদূদ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ১ম ও ৩য় বর্ণনা যথাক্রমে ইবনু মাজাহ ও তিরমিযীতে নেই। তবে ২য় বর্ণনাটি ইবনু মাজায় রয়েছে, যা নিতান্তই যঈফ *(যাদুল মা'আদ ১/৪২৩ 'জুম'আ' অধ্যায়; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৩)*। ইহাই চূড়ান্ত কথা যে, জুম'আর পূর্বে কোন নির্ধারিত সুন্নাত নেই *(যাদুল মা'আদ ১/৪১৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬; নায়ল ৩/২৭১ পৃঃ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ আমাদের একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা আছে। সেখানে পনের দিন পর পর টাকা জমা দিতে হয়। জমাকৃত টাকা গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে বন্টন করা হয়। এক্ষণে আমাদের ওশর-ফিৎরার টাকা সেখানে জমা করা যাবে কি?

-শফীকুর রহমান
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ গ্রামের বা জামা'আতের বায়তুলমাল ফাণ্ডে ওশর-ফিৎরা ইত্যাদি জমা করতে হবে। পৃথক কোন সংস্থায় নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন *(ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৮ পৃঃ)*। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলমানদের বায়তুলমাল এক স্থানেই জমা করে পরে বন্টন করা হ'ত।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ বিবাহ পড়ানোর কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি?

-ফযলুল হক
জলাইডাঙ্গা, গোপালপুর
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানোর নির্ধারিত কোন স্থান নেই। বরং বর-কনের অভিভাবকের সুবিধামত যেকোন স্থানে বিবাহ পড়ানো যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজের বিবাহ সমূহ এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) ও অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ কোন মসজিদে বা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ স্থানে পড়ানো হয়নি; বরং সুবিধামত স্থানে হয়েছিল। উল্লেখ্য, মসজিদে বিবাহ পড়ানো সংক্রান্ত তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/১৮৫; ইরওয়া হা/১৯৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া কি ঠিক? বরের জন্য কোন নির্ধারিত পোষাক আছে কি?

-আযাদ
জলাইডাঙ্গা, রংপুর।

উত্তরঃ ভারতের মুসলমান বাদশাহ্দের রাজমুকুট ও পাগড়ীর অনুকরণে মুসলমান বরদের মুকুট পরানো হয়ে থাকে। হিন্দু বরেরাও হিন্দু রাজাদের অনুকরণে মুকুট পরে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এসবের তারতম্য নেই। ফলে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের মুকুট পরছে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। মুকুট পরা বিবাহের কোন সুন্নাতী পোষাক নয়। অতএব, এগুলি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এগুলি অপচয় ব্যতীত কিছু নয়। বরের জন্য নির্ধারিত কোন পোষাক নেই। তবে নিম্নোক্ত চারটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবেঃ (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)* (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৮ 'আদব' অধ্যায় প্রভৃতি)* (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)* এবং (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না

করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ পৈত্রিক সম্পত্তিতে শত বছরের একটি পুরাতন মসজিদ রয়েছে। জমির পরিমাণ আনুমানিক ১২/১৫ শতক। ওয়ারিছের সংখ্যা আনুমানিক ৫০/৬০ জন। কিন্তু ১৯৬২ সালের রেকর্ডের সময় মাত্র দু'জন ওয়ারিছ নিজেদের নামে সমস্ত জমি রেকর্ড করে নেয়। এতে বাকী ওয়ারিছগণ ব্যথিত হন। বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে উক্ত দুই ওয়ারিছ যে তিন শতক জমির উপর মসজিদটি অবস্থিত, শুধু সেটুকু ওয়াক্ফ করে দেয়। এ নিয়ে ওয়ারিছদের মধ্যে এখনও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি-না?

-সোহেল রানা
নোনামাটিয়াল, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরা জমিটাই মসজিদের আওতাভুক্ত বিধায় শুধু তিন শতক নয়, বরং সকল অংশীদারের পক্ষ থেকে পুরা জমিটাই মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে দেওয়া আবশ্যক। দাতার কোন লিখিত দলীল না থাকলেও শত বছরের পুরাতন হওয়ার কারণে সেটাকেই তাঁর অছিয়ত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

উক্ত মসজিদে ছালাত জায়েয। তবে ওয়ারিছগণ সম্মিলিতভাবে ওয়াক্ফ না করলে মসজিদ স্থানান্তর করতে হবে *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৮/২৭৩, মে ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ জনৈক প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অক্ষমতার কারণে তার গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করতে পারে না। তার স্ত্রীও নেই। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

-আব্দুল খালেক
উকপানিয়া
মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ অক্ষমতার কারণে কেউ শরী'আতের বিধান পালনে অপারগ হ'লে সে আল্লাহ্র কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। এক্ষণে উক্ত অক্ষম ব্যক্তির বিশ্বস্ত কোন নিকটতম লোক উক্ত কাজে সাহায্য করতে পারেন। উক্ত সুন্নাত আদায়ে অপারগ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য তিনি নেকীর হকদার হবেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুল ছালাত আদায়কারীকে ৩য় বা ৪র্থ বারে বললেন, 'ফিরে যাও, পুনরায় ছালাত আদায় কর; কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ হেদায়ার ৮৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করা হয়েছে, 'তুমি যদি এর কিছু কম কর, তবে তোমার ছালাতকে তুমি কম করলে'। আমার প্রশ্ন, ত্রুটিপূর্ণ ছালাত যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুল ছালাত আদায়কারীকে বার বার ছালাত পড়ালেন কেন?

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায় দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে নয়; বরং তা'দীলে আরকান তথা ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় না করার কারণে ছালাত বিনষ্ট হওয়ার ফলে তাকে বারবার ছালাত আদায় করানো হয়েছিল। হেদায়া প্রণেতা তিরমিযীর বরাতে وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَنَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ 'তুমি যদি এর কিছু কম কর, তবে তোমার ছালাতকে তুমি কম করলে' দ্বারা তা'দীলে আরকানকে ছালাত অপূর্ণতার কারণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যা ভুল। বরং তাতে ছালাত বিনষ্ট হবে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, লোকটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুলের কারণে পরপর ৩ বার ছালাত আদায় করালেন। তারপর সে অপারগতা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তা'দীলে আরকান সহ ছালাত শিক্ষা দিলেন। অতঃপর বললেন, 'এভাবে ছালাত আদায় করলে তোমার ছালাত পূর্ণ হবে'। পক্ষান্তরে তা'দীলে আরকান কিছু কম করলে ছালাত অপূর্ণ রয়ে যাবে। মোটকথা ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করলে ছালাত পূর্ণ হবে, নইলে ছালাত বিনষ্ট হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ -এর মধ্যে 'না বোধক'টি نفى الصحة (বিশুদ্ধতার পরিপন্থী) ছিল, نفى الكمال (পূর্ণতার পরিপন্থী) ছিল না। কারণ অপূর্ণতার বিষয় হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বারবার ছালাত ফিরিয়ে পড়তে বলতেন না। ইমাম শাফেঈ, আবু ইউসুফ সহ জমহূর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছের প্রেক্ষিতে তা'দীলে আরকানকে 'ফরয' বলেছেন *(দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭৯৬-এর ব্যাখ্যা, ৩/২-৩ পৃঃ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকা সত্ত্বেও কতিপয় মুছল্লীকে তার উপর জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকা সত্ত্বেও তার উপরে নিজস্ব জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কেননা এতে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর নযর পড়ে, যা তাদের ছালাতে একাগ্রতা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হয়। হাদীছে এটাকে 'শয়তান কর্তৃক দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮২ 'ছালাতের মধ্যে কি কি কাজ জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি কোন

মুছল্লীর হাঁটুতে ব্যথা বা অনুরূপ কোন বাধ্যগত সমস্যা থাকে, তবে তার জন্য সেটা জায়েয হবে। অনুরূপভাবে ইমামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষ জায়নামায ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ত্বাহারাৎ' অধ্যায়, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। তবে ঈদের ময়দানে কার্পেট বা কোন কিছু বিছানোর ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে স্ব স্ব জায়নামায বা মাদুর সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ আমাদের গ্রামে পাঁচটি মসজিদ আছে। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটের মসজিদ ছেড়ে অন্য একটি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করি এবং সেখানে দান করি। আমার এভাবে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি?

-মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান সরকার
তুলাগাঁও, সুলতানপুর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতিরেকে নিকটবর্তী মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করা কিংবা নির্দিষ্টভাবে সেখানে দান করা ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নিজ মসজিদেই ছালাত আদায় করা উচিৎ। অন্য মসজিদের সন্ধান করবে না' *(ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/২৭০ পৃঃ, হা/১৩৩৭৩ সনদ ছহীহ; আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৫৪৫৫)*। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার দু'জন পড়শী আছে। কাকে আমি হাদিয়া দিব। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'দু'জনের মধ্যে যে তোমার বেশী নিকটবর্তী, তাকে দাও' *(বুখারী হা/৬০২০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩১০)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের পরে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হয় এবং লিখতে হয়। এটা সংক্ষেপে '(ছাঃ)' লেখা কি ঠিক হবে?

-এম,এম, রহমান
সেনগ্রাম, কানাইঘাট, সিলেট।

উত্তরঃ পুরা লেখাটাই উত্তম হবে। তবে সংক্ষিপ্ত লেখা নাজায়েয হবে না। অবশ্য মুখে উচ্চারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণটাই বলতে হবে। কারণ সংক্ষিপ্ত লেখার অর্থ হ'ল পূর্ণ বলার প্রতি ইঙ্গিত করা।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ স্বামী বিদেশে থাকাবস্থায় স্ত্রীর অসৎ চরিত্রের কারণে তাকে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর স্বামী দু'বছর পর বাড়ী ফিরে এসে ঐ স্ত্রীকে নিতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্বামী যদি উক্ত স্ত্রীকে নিতে ইচ্ছুক হয়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে নিতে পারে। কেননা একই মজলিসে ৩ তালাক শরী'আতে ১ তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২, ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯ পৃঃ)*।

উক্ত ব্যক্তি ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়ায় স্ত্রীর এক তালাকে বায়েন হয়েছে। আর এক তালাকে বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(দ্রঃ আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর নং ৫/১০৫ বিস্তারিত দেখুনঃ 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ 'আত-তাহরীক' আগষ্ট ২০০৩-এর ৩২/৪১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উঠিয়ে তাঁর নিজের জামা পরিয়ে দিলেন। প্রশ্ন হ'ল, একজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেন তাঁর নিজের জামা পরালেন?

-হাসান মুহাম্মাদ
নামো শংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আব্বাস (রাঃ) যখন মদীনায় আসলেন, তখন তার পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য ছাহাবীদের নিকটে জামা চাইলেন। কিন্তু তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো জামা তার গায়ে হচ্ছিল না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে নিজ জামাটি দিয়েছিলেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা তওবা ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ২/৩৯৪ পৃঃ)*। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (রাঃ) বলেন, সকলের ধারনা, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর উক্ত বদান্যতার বদলা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বীয় জামা প্রদান করেছিলেন *(বুখারী ১/১৮০ পৃঃ, 'লাশ কোন্ কারণে কবর থেকে উঠানো যাবে' অনুচ্ছেদ)*। তবে এর অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ আধুনিক বিশ্বে বর ও কনে পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতিটি কি জায়েয?

-ইবনু খায়রুযযামান
সার্কিট হাউস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অলী বা অভিভাবকের নির্দেশক্রমে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বর ও কনে পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকলেও উকিলের মাধ্যমে আধুনিক মিডিয়ার মধ্যস্থতায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরী'আত সম্মত। বাদশাহ নাজাশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ব প্রস্তাবক্রমে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন। ঐ সময় বর ছিলেন মদীনায় ও কনে ছিলেন আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজাশীর বাড়ীতে *(আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ হা/২০৭২, ৬/১০৫ পৃঃ)*।

আবু সুফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ না করায় বাদশাহ নাজাশী অলীর দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার অলী নেই, বাদশাহ তার অলী' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১৩১, 'অলী' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণনা করেন,

তিনি তাঁর পূর্ব স্বামী জাহশের নিকটে ছিলেন। জাহশের মৃত্যুর পর বাদশাহ নাজাশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাকে বিবাহ দেন *(ছহীহ আবুদাঊদ, 'অলী' অনুচ্ছেদ, হা/২০৮৬, ১/৫৮৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ যাদের পাপ-পুণ্যের পাল্লা সমান হবে তাদেরকে নাকি 'আ'রাফ' নামক স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখা হবে। সেখানে তারা কতদিন থাকবে এবং তারপর তাদেরকে কোথায় রাখা হবে?

-শফীক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ 'আ'রাফ'বাসীরা হবে এমন একদল লোক, যাদের ভাল কাজের দিক এত বেশী শক্তিশালী হবে না যে, তার ফলে তারা জান্নাত লাভ করবে। আবার খারাবের দিকও এত বেশী হবে না যে, এর পরিণতি হিসাবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাই তারা জান্নাত ও জাহান্নামের একটি সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করবে তাদের ফায়ছালা না হওয়া পর্যন্ত।

ছাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আ'রাফবাসীরা সেখানে থাকতে থাকতে মহান আল্লাহ এক সময় তাদের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলবেন, যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিলাম *(ইবনু জারীর-এর বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফ ৪৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ২/২২৬ পৃঃ; রেওয়ায়াত মুরসাল হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর নববর্ষের নামে 'শুভ হালখাতা'র মহরত উৎসব পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শওকত আলী
জগন্নাথপুর, মনাকষা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'শুভ হালখাতা' উৎসবটি মূলতঃ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য করা হয়। এটি একটি সামাজিক প্রথা। এতে যদি গান-বাজনা এবং অন্যান্য অনৈতিক ও অপচয়মূলক বিষয়াদি না থাকে, তাহ'লে তাতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া ১লা বৈশাখ বা নববর্ষ বলে এটি উদযাপন করা শরী'আত সম্মত নয়। কেবলমাত্র 'হালখাতা' বলা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলেন? তাঁদের পরকালীন জীবন সম্পর্কে ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-এস,এম, কামাল
নূর মহল
১১০ হাজী ইসমাঈল লিংক রোড
বানরগাতী, খুলনা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জাহেলী আরবদের ন্যায় ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। যদিও সেই সময় আরবদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারা একে তাদের খাযা'আহ গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই কর্তৃক চালুকৃত 'বিদ'আতে হাসানাহ' মনে করত এবং কখনোই একে দ্বীনে ইবরাহীমীর পরিবর্তন বলে মনে করত না। শিরক ও বিদ'আতে ভরপুর দ্বীনে ইবরাহিমীর কিছু নমুনা হিসাবে তাদের মধ্যে তখন এক আল্লাহ্র স্বীকৃতি, কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধান, আশূরার ছিয়াম পালন, হজ্জ পালন ইত্যাদির প্রচলন ছিল। যদিও দ্বীনের আদেশ-নিষেধ সমূহ প্রতিপালন করা থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করত *(আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৩৫-৪১)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায় আছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৪৯ 'হুদূদ' অধ্যায়, 'মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মাতা আমেনার কবর দেখতে গেলেন। তিনি নিজে কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাঁদল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত 'জানাযেয' অধ্যায় হা/১৭৬৩ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, এখানে যিয়ারতের অর্থ স্রেফ দেখা। মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দো'আ করা নয়। উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেন না' *(দ্রঃ 'আত-তাহরীক' জুন/২০০২ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৮/২৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ অথচ দাড়ি রাখতে অনিচ্ছুক এমন ইমামের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওঁগা।

উত্তরঃ কতিপয় আছার দ্বারা ফাসেক্ব-ফাজের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয প্রমাণিত হ'লেও তাকে স্থায়ীভাবে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া ঠিক নয়। কারণ ফাসেক্ব-ফাজেরকে ইমামতির দায়িত্ব দিলে মুনকার তথা শরী'আত বিরোধী আমলকে সমর্থন করা হবে। অতএব, তাকে ইমামতির দায়িত্ব না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় *(শায়খ বিন বায, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪/৩০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে, নাকি পা? কবরে নামানোর সময় কোন দিক থেকে নামাতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফয়সাল
ষোল শহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে না পা নিয়ে যেতে হবে এ মর্মে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই। ইবনু কুদামা একটি আছার উল্লেখ করে যে যুক্তি পেশ করেছেন, তাতে আগে মাথা নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে *(আল-মুক্বনে' ৬/১৯৯ পৃঃ)*। কিন্তু তা যুক্তি মাত্র। আছারটিতে এর কোন ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া আছারটি যঈফ *(দেখুনঃ আলবানী, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৮৬ ও ২৮৯, পৃঃ ১১৫-১৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) মাথা বা পা আগে নিয়ে যাওয়া নির্দিষ্টকরণকে বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত করেছেন *(ঐ, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৯৯-১০০, বিদ'আত নং ৫০ ও ৬৯ দ্রঃ)*।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে পায়ের দিক থেকে নামানোই সুন্নাত। আবু ইসহাক্ব হ'তে বর্ণিত, হারেছ আল-আওয়ার একদা আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদকে অছিয়ত করেছিলেন যে, সে তার জানাযা পড়াবে। অতঃপর দু'পায়ের দিক হ'তে কবরে প্রবেশ করাবে এবং বলবে, এটা সুন্নাত *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২১১ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তিকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ আহকামুল জানায়েয পৃঃ ৬৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ মসজিদে জানাযার খাটলি রাখা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নু'মান
মুক্তাপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার খাটিয়া সামাজিক স্বার্থে রাখা হয়। তাছাড়া এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মসজিদে খাওয়া-দাওয়া করা, অবস্থান করা, চিকিৎসা করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩০০ 'খাদ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪; বুখারী, ফাৎহ সহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায় 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ-৫৮)* সেকারণ মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক কল্যাণার্থে সেখানে জানাযার খাটিয়া রাখা শরী'আত সম্মত।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়রাই বেশী হকদার, কথাটি কি ঠিক?

-আব্দুল হামীদ
ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সঠিক। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে জানতাম, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত কেউ গোসল দিত না' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৬৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪)*। অপর বর্ণনায় রয়েছে, স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। মহিলারা মহিলাদেরকে এবং পুরুষরা পুরুষদেরকে গোসল দিবে। অন্যান্যদের চেয়ে স্বীয় সন্তান ও নিকটাত্মীয়রাই অধিক হকদার। রাসূল (ছাঃ)-কে গোসল দিয়েছিলেন আলী, ইবনু আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ নিকটাত্মীয়গণ *(ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, পৃঃ ৬৬২; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১২০-১২৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত ও আকরামুযযামান বিন আবদুস সালাম অনূদিত 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় রাসূল (ছাঃ) সিজদা কালেও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
চকপাড়া, মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।

উত্তরঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে যে হাদীছ পেশ করেছেন, তা দ্বারা মূলতঃ সাধারণভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে, এর দ্বারা রুকূর ন্যায় রাফ'উল ইয়াদায়েন উদ্দেশ্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৯৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর অধিকাংশ বর্ণনাও একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সিজদাকালে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর সমর্থক ছিলেন না *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৩২০)*। তাছাড়া হাদীছটির বর্ণনা এরূপঃ وَكَانَ أَحْيَانًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা কালে কখনও কখনও হাত উঠাতেন' *(নাসাঈ, দারাকুৎনী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী পৃঃ ১২১)*। কখনও কখনও শব্দ দ্বারা নিয়মিতভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝায় না। এর দ্বারা রুকূর ন্যায় হাত উঠানো উদ্দেশ্য নয়। *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৮; আত-তাহরীক আগষ্ট ২০০১ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৯/৩৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পর নাকি জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকটে 'অহি' নিয়ে আসবেন? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার
ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। ফলে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে জিবরীল (আঃ) কারু নিকটে আসবেন এ আক্বীদা পোষণ করা ঈমান বিনষ্টের শামিল। কারণ হাদীছে এসেছে, 'জিবরীল (আঃ) শুধু নবী-রাসূলগণের নিকটে আসতেন, অন্য কারু নিকটে নয়'

(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়)। ইমাম মাহদী নবী নন। অতএব, তাঁর আবির্ভাবের পর জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকটে আসবেন কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ একাধিক স্ত্রীর স্বামী জান্নাতী হ'লে কোন্ স্ত্রীর সাথে তিনি জান্নাতে অবস্থান করবেন? অনুরূপভাবে কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তিনি কোন্ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ বিন আব্দুস সাত্তার
পাণ্ডুলিপি ছাত্রাবাস
কোরাপাড়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হ'লে সবাই উক্ত স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। পক্ষান্তরে একাধিক স্বামীর অধিকারী জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ জান্নাতী স্বামীর সাথে থাকবে। আবু দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে দারদাকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কারণ আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব, আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না'। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ্ হা/১২৮১; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১১/১১ অক্টোবর '৯৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ বিধবা, কাজের মেয়ে, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিৎ? জানালে উপকৃত হব।

-মীযানুর রহমান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ এদের প্রতি সর্বদা দয়ার্দ্র আচরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবল তাঁর বাণীর মাধ্যমে নয়, বরং বাস্তব জীবনে তাদের প্রতি সম্মান, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে গেছেন, যা ছিল অনুকরণীয় ও অতুলনীয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বিধবা ও মিসকীনের লালন-পালনকারী আল্লাহ্র রাস্তায় প্রচেষ্টাকারীর ন্যায়'। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি একথাও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি আলস্যহীন ছালাত আদায়কারী ও বিরতিহীন ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক, চাই সে নিজের বংশের হৌক বা বাইরের হৌক, জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টি একত্রিত করে দেখালেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'নারীর সামাজিক অবস্থান' এপ্রিল-মে ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ প্রাইমারী ও হাইস্কুলের 'ইসলাম শিক্ষা' বইয়ে যে ছালাত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা ছহীহ হাদীছে নেই। এছাড়াও শবেবরাত ও তার ফযীলত সম্বলিত হাদীছও পড়ানো হয়। এগুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় না লিখলে আবার নম্বরও পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ছহীহ হাদীছপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসাগুলিতে যেসব ধর্মীয় বই পড়ানো হয়, সেগুলি নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বই। যাতে অধিকাংশ দো'আ ও ধর্মীয় বিধি-বিধান জাল, যঈফ ও নিজেদের রচিত নিয়মের ভিত্তিতে লেখা। ফলে পরীক্ষার সময় বইয়ে যা থাকে, তা না লিখলে নম্বর দেওয়া হয় না। এমতাবস্থায় বেঠিক হ'লেও বইয়ে যেটা আছে, সেটাই লিখলে গোনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। কারণ এটি বাধ্যগত অবস্থা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। তবে এসবের প্রতিবিধানের জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে সরকারের নিকটে জোরালো দাবী উত্থাপন করা উচিত। নইলে অন্যায়কে নীরবে সমর্থন করার জন্য আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ আমাদের কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে সন্তান-সন্ততি ফিৎনা মনে হচ্ছে। ফলে দ্বিতীয় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার চিন্তাধারা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ,
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে স্ত্রী বন্ধ্যা প্রমাণিত হ'লে বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিৎ। কিছু সংখ্যক লোকের সন্তান-সন্ততি দেখে তাদেরকে ফিৎনা মনে হ'লেও তাক্বদীরের খবর কেউ জানে না। কারণ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত বা বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ বলেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা...' *(কাহ্ফ ৪৬)*। সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী দান করেছেন' *(নাহল ৭২)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে

মহান পুরস্কার *(তাগাবুন ১৫)*। এ আয়াতে 'ফিৎনা' অর্থ ফাসাদ নয় বরং পরীক্ষা। অতএব, বিবাহ থেকে বিরত থাকা উচিৎ নয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী পাওয়া যাবে- কথাটি কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আলী
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বাক্যটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০, দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম, তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। টিকটিকি মারার কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯ 'কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, অনেকেই গিরগিটি *(যা কোন কোন এলাকায় কাঁকলাস, রক্তচোষা, ডাহিন ইত্যাদি বলে পরিচিত, যা ইচ্ছামত রং বদলায়)* মারতে বলেন। এটি ঠিক নয়। কারণ আরবী ভাষায় وَزَغ শব্দের অর্থ টিকটিকি, গিরগিটি কিংবা কাঁকলাস নয়। গিরগিটির আরবী হচ্ছে حِرْبَاءُ যেটাকে এদেশে মারা হয় *(দেখুনঃ আল-মুনজিদ ১২৫ পৃঃ; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ছবিসহ দ্রঃ)*। উল্লেখ্য যে, টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশাকর বস্তু তৈরী করা হয়, যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাতে সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়াহ না পড়লে সুন্নাত বিরোধী আমল হবে বলে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোলায়মান
পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত সূরা দু'টি ছাড়াও জুম'আর ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা জুম'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করেছেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৬-৪৪৭)*। অতএব নির্দিষ্টভাবে ঐ দু'টি না পড়লে সুন্নাত বিরোধী আমল হবে বলা ঠিক নয়। অন্য সূরা পড়াও জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। তবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাতে যে সূরাগুলি পড়েছেন, সেগুলি পড়াই সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ কুরআন পড়তে পারি কিন্তু অর্থ বুঝি না। এতে কি আমার নেকী হবে?

-আব্দুস সাত্তার
বাঙ্গাবাড়ী, রহণপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআনের অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলেও প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাওয়া যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী পাবে, যা তার দশগুণ হবে। 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ নয়; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ ও 'মীম' একটি হরফ' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/২১৩৭ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*।

তবে অর্থ বুঝে পড়ার উপর পবিত্র কুরআনে জোর তাকীদ রয়েছে। যাকে 'তাদাব্বুর' বলা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ' *(মুহাম্মাদ ২৪)*। সুতরাং তেলাওয়াতের সাথে অর্থ বুঝে পড়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ যিলহজ্জ মাসে আরাফার ছিয়াম ছাড়া অন্য ছিয়াম পালন করার বিধান আছে কি?

-শরীফা সুলতানা
মহিষবাথান, খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯ দিন ছিয়াম পালন করা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে তিনদিন আইয়ামে বীয-এর নফল ছিয়াম এবং প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে নফল ছিয়াম পালন করা যায়' 'যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমল অন্য সময়ের নেক আমলসমূহের চেয়ে এমনকি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের চেয়েও উত্তম। তবে শহীদগণের কথা স্বতন্ত্র' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১২৮-২১৩০ 'ছিয়াম' অধ্যায়; বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, আরাফার দিনের ছিয়াম উপরোক্ত ৯টি ছিয়ামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম বার মাস রাখা যায়, যদি নিষিদ্ধ দিনসমূহের মধ্যে না পড়ে *(দ্রঃ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬/২৩৬ এপ্রিল ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ মহিলারা কি হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ করতে পারে? স্বামী-স্ত্রী নাপাক অবস্থায় উক্ত পশুগুলি যবেহ করতে পারে কি?

-মাশকূরা মাহমূদা
মিহালীহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যে কোন মুসলিম মহিলা বা পুরুষ পবিত্র অবস্থায় হৌক বা অপবিত্র অবস্থায় হৌক, ওযূ থাক বা না থাক 'বিসমিল্লাহ' বলে যেকোন হালাল পশু যবেহ করতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা যা জীবিত যবেহ করেছ (তা তোমাদের জন্য হালাল) *(মায়েদাহ ৩)*। পবিত্র-অপবিত্র সকল মুসলিম নর-নারী অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অত্র আয়াতের আলোকে ইবনু হাযম বলেন, 'অপবিত্র, ঋতুবতী, ফাসেক্ব সকলেই পশু যবেহ করতে পারে' *(মুহাল্লা ৬/১৪২ পৃঃ; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৬/১৪১ জুন '৯৯)*।